খোলাফায়ে রাসূল

mvjvjvû 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম

Khulafa-e Rasul

Sallallaho Alaihe Wa-Alehi Wa-Ashabehi Wasallam

বহু গ্রন্থ প্রণেতা, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্ড়াবিদ ও গবেষক

ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম

উপাধ্যক্ষ-রান্সুনীয়া নূরুল উলুম ফাযিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম

আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন

খোলাফায়ে রাসূল

সালাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসালাম

ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম

০১৮১৭-০৭২২৫৪

ই. মু. ফা. গবেষণা-০০৭

ই. মু. ফা. প্রকাশনা-২০১৭/৭

প্রথম প্রকাশ :

শা‘বান - ১৪৩৮ হি.

মে - ২০১৭ খৃ.

বৈশাখ - ১৪২৪ বা.

গ্রন্থস্বত্ত্ব :

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক :

আলহাজ্ব মোহাম্মদ নুরুন্নবী

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ :

ডা. মুহাম্মদ আখতার আমীন চৌধুরী

প্রাপ্তিস্থান : মুহাম্মদী কুতুবখানা, আন্দরকিল-া, চট্টগ্রাম।

তৈয়্যবিয়া লাইব্রেরী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া গেইট, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

Khulafa-e Rasul Sallallaho Alaihe Wa-Alehi Wa-Ashabehi Wasallam by Dr. Mohammad Abdul Halim and Published by Alhaj Mohammad Nurunnabi, Director Publication Department, Al-Imam Muslim (Rh.) Foundation, Hathazari, Chittagong, Bangladesh. May- 2017.

উৎসর্গ

বিশ্ববিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার সম্মানিত প্রতিষ্ঠতা, রাহনুমায়ে শরী‘আত ও ত্বরীক্বত, গাউছে জামান, মুরশেদে বরহক্ব, কুতুবুল আউলিয়া, আওলাদে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম, হযরতুল ‘আল-ামা হাফেয ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ সিরিকোটি (রহ.)

এবং

রাহনুমায়ে শরী‘আত ও ত্বরীক্বত, গাউছে জামান, মুরশেদে বরহক্ব, কুতুবুল আউলিয়া, আওলাদে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম, বাহরুল উলুম, মাখদুমে আলম হযরতুল ‘আল-ামা রাহাতুল-াহ আশরাফী নকশবন্দী (রহ.)-এর

করকমলে

সূচীপত্র

আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন-এর উপদেষ্টা মন্ডলীর সম্মানিত সভাপতি, পীরে কামেল, মুরশিদে বরহক্ব হযরতুল 'আল-ামা মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক ফার"ক্বী (ম.জি.আ.)-এর

অভিমত

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّی وَ نُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ-

আল-াহ তা'আলার প্রিয় হাবিব নবী করীম রউফুর রহীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র সুহবত-সংস্পর্শে এসে সাহাবায়ে কেরামগণ (রা.) উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়েছেন, পূর্ণ ঈমানের স্বাদ পেয়েছেন, জগত বিখ্যাত আশেকে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হয়েছেন, জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন, নক্ষত্রতুল্য, সত্যের মাপকাটি হয়েছেন, অসংখ্য গুণে গুণান্বিত হয়েছেন, আল-াহর পক্ষ থেকে "রাদ্বি আল-াহু 'আনহুম" (অর্থাৎ আল-াহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট। আল কুরআন সূরা মুজাদালা আয়াত নং-২২)-এর সনদ প্রাপ্ত হয়েছেন, সমগ্র মানব জাতির আদর্শ হয়েছেন, তাঁদের মাধ্যমে মানব জাতি সঠিক দিক নির্দেশনা পেয়েছেন, তাঁদের সে উত্তম চরিত্র আদর্শ মন্ডিত জীবন সম্পর্কে, তাঁদের মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে জানা অনেক সাওয়াবের ব্যাপার, তারা নক্ষত্রতুল্য আলোকবর্তিকা। তাঁরা সকলে অগণিত মর্যাদার অধিকারী। তাঁরা শ্রেষ্ঠ যুগের, শ্রেষ্ঠ সময়ের মহাপুর"ষ, তাঁদের মধ্যে সৈয়্যদুনা সিদ্দিক্বে আকবর আবূ বকর (রা.), ফার"ক্বে আ'যম 'উমর ইবন খাত্তাব (রা.), যুন নুরাইন উসমান ইবন আফফান (রা.), শেরে খোদা মাওলা 'আলী (রা.) ও ইমাম হাসান (রা.)-এর মর্যাদা ও ফযীলত খুবই বেশী, তাঁদের উত্তম আদর্শ, অবদান ও ফযীলত জানা মুসলমানের উপর অতীব জর"রী, তাই আমার স্নেহধন্য লেখক ও গবেষক মাওলানা ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম তাঁদের জীবনী ও ফযীলতের উপর সংক্ষিপ্ত আকারে অত্র খোলাফায়ে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম পুস্ড়কটি রচনা করেছেন। পুস্তকটি অধ্যায়ন করলে কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফের আলোকে তথ্য নির্ভর তাঁদের জীবনী ও ফযীলত সম্পর্কে পাঠক অবগত হতে পারবেন। সাথে সাথে খারেজী ও শিয়াসহ অপরাপর বাতিল ফেরক্বার বিরোদ্ধে এ কিতাব সঠিক দিক নির্দেশনা দেবে।

সকলকে ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে বইটি গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।

আমি লেখকের হায়াতে তৈয়্যবাহ ও বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

মাওলানা মুহাম্মদ আবূ বকর সিদ্দিক ফার"ক্বী

বিশ্ববিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্ড়াবিদ, বাহরুল উলূম, উস্ড়াযুল উলামা, শায়খুল হাদীস, ও.এ.সি.-এর সম্মানিত সভাপতি হযরতুল আল-ামা মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ সোলাইমান আনছারী (ম.জি.আ.)-এর

অভিমত

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্ড়াবিদ, লেখক ও গবেষক, বিখ্যাত তাফসির কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান গ্রন্থের সফল বঙ্গানুবাদক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টারের মহাপরিচালক, হযরতুল আল-ামা আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (ম.জি.আ.)-এর

অভিমত

ভাইস চেয়ারম্যানের কথা

ইসলামী সভ্যতায় নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর চার খলীফা বা প্রতিনিধি হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.), হযরত ‘উমর ফার“ক্ব (রা.), হযরত ‘উসমান গণী যুন নুরাইন (রা.) ও হযরত ‘আলী শেরে খোদা (রা.)-এর আত্ম ত্যাগ ও অবদান অপরিসীম। তাঁদের কাছে মুসলিমবিশ্ব চির ঋণী, তাঁদের উপর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম যেমন খুশী অনুরূপ ভাবে আল-াহ তা‘আলাও সন্তুষ্ট। তাঁদের শানে মহান আল-াহ অনেক আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করেছেন। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামও তাঁদের শানে অনেক মর্যাদার বিবরণ দিয়েছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম তাঁদের ব্যাপারে পৃথক পৃথক ভাবে ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন। তাঁরা যে মুসলিমবিশ্ব শাসন করবেন সে কথাও ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন, এ সব খলীফা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর আদর্শ বাস্ড়বায়ন করে গেছেন, কুরআন হাদীস ইজমা ক্বিয়াসের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, ইসলামের শান্ড়ির বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁদের মর্যাদা-ফযীলত ও জীবনী নিয়ে আমাদের আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্য নির্ভর গ্রন্থ “খোলাফায়ে রাসূল” সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম রচনা করেছেন, বইটি অধ্যায়ন করলে পাঠক তাঁদের আদর্শ মন্ডিত মহৎ জীবন ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন। এছাড়াও এতে ইমাম হাসান (রা.) সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। বইটি অধ্যায়ন করলে মুসলিম সমাজ তাঁদের গুণে গুণান্বিত ও তাঁদের আদর্শে আদর্শবান হতে পারবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।
আমি অত্র গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ আলমগীর
ভাইস-চেয়ারম্যান
আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সমস্ড় সাহাবীদের (রা.) মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.), দ্বিতীয়ত: হযরত 'উমর ফার"ক্ব (রা.), তৃতীয়ত: হযরত 'উসমান গণী যুন নুরাইন (রা.) ও চতুর্থত: শেরে খোদা হযরত 'আলী (রা.) তাঁদের সম্মান, মর্যাদা ও ফযীলতের ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একমত।

তাঁরা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর গুণে গুণান্বিত, তাঁর আদর্শে আদর্শিত, তাঁর চরিত্রে চরিত্রবান, তাঁরা সত্যের মাপকাটি, ন্যায়পরায়ন। ইসলামের মহান নিয়ম-রীতি গুলো, বিধি-বিধান তাঁদের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্ব পেয়েছে। তাঁরা ত্রিশটি বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। তাঁরা খেলাফতের দায়িত্ব যেমন পালন করেছেন ঠিক তেমনি ইমামতের দায়িত্বও পালন করেছেন, তাঁরা মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথে ও মতে পরিচালিত করেছেন, তাঁদের উপর আল-াহ ও রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম সন্তুষ্ট। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম তাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তাঁরা অনেক মর্যাদা ও ফযীলতের মালিক, তাঁদের আদর্শ মন্ডিত জীবনী সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষায় পুস্ড়ক রচনা করা হয়েছে, আমাদের বাংলা ভাষাতেও আছে, তবে আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম কুরআন হাদীসের আলোকে তথ্য নির্ভর গবেষণাধর্মী বই লেখেছেন সে ধরণের বই দেশে খুবই অপ্রতুল। বইটির গুর"ত্ব ও মুসলিম সমাজে এর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন পূর্বক দেশের অন্যতম সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন বইটি প্রকাশ করার এক যুগান্ড়কারী সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করেছেন।

গ্রন্থে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্ত ও দলীল প্রমাণ খুবই নির্ভরযোগ্য, গ্রন্থটির উপস্থাপনা দেখে এশিয়া বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া আলিয়া, ষোলশহর চট্টগ্রামের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, শায়খুল হাদীস এবং ও. এ. সি. বাংলাদেশের চেয়ারম্যান হযরতুল 'আল-ামা হাফেয মুহাম্মদ সোলায়মান আনছারী (মা.জি.আ.) এবং বিশিষ্ট ইসলামী চিন্ড়াবিদ, গবেষক ও লেখক, আন্জুমান রিচার্স সেন্টারের মহাপরিচালক হযরতুল 'আল-ামা আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (মা.জি.আ) সন্ড়োষ প্রকাশ করেছেন এবং

তাঁদের গুর“ত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অত্র প্রকাশনায় মুদ্রণ প্রমাদও থাকা অস্বভাবিক না, আশা করি কোন ভুল-ভ্রান্ড়ি নযরে আসার পর আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল-াহ।

আল-াহ তা‘আলা আমাদের প্রাণের নবী ও তাঁর খোলাফায়ে রাশেদা (রা.)-এর মুহাব্বত ও ভালবাসা আমাদের নসীব কর“ন। আমিন, বেহুরমাতি সাইয়্যিদিল মুরসালীন সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম।

আলহাজ্ব মোহাম্মদ নুর“ন নবী
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন

বিছমিল-াহির রহমানির রাহীম

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين و الصلواة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين و على اله واصحابه اجمعين اما بعد ـ

সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, নূরে মুজাস্‌সাম হযরত মুহাম্মদ মুস্ড়ফা সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সর্বশ্রেষ্ঠ অনুসারী হলেন তাঁর প্রিয় সাহাবী-সঙ্গী সাথীগণ। মানব জাতির ইতিহাসে এমন আত্মত্যাগী সঙ্গী সাথীদের তুলনা বিরল, বেনযীর রাসূলের বেনযীর সাহাবী। যাঁরা নুরের রবি, ধ্যানের ছবি, আল-াহর হাবীব, সমগ্রসৃষ্টির প্রাণস্পন্দন, রহমতুল্‌-লিল‘আলামীন, শফি‘উল মুযনবীন, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী, ঈমানের রূহ, কুরআনের মগজ যাতে মুস্ড়ফা সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে ঈমানের নযরে দেখেছেন এবং ঈমানের উপর ইন্ড়িকাল করেছেন, তাঁরাই হলেন সাহাবী, নবীর সঙ্গী-সাথী। তাঁরাই নবীর জন্য নিজের জান-মাল উৎসর্গ করেছেন, বাড়ী-ঘর ছেড়ে মুহাজির হয়েছেন, সাহায্য-সহযোগিতা করে আনসার হয়েছেন। আত্ম উৎসর্গিত এ মহান সাহাবীদের শানে আল-াহ তা‘আলা অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। যেমনটি তিনি বলেছেন,

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْاعَنْهُ ـ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ـ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

“আল-াহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল-াহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা আল-াহর দল। শুনছো ! আল-াহরই দল সফলকাম”।

(সূরা মুজাদালা, আয়াত নং-২২, কানযুল ঈমান, পৃ. ৯৮১)

এভাবে আল-াহ তা‘আলা সাহাবী (রা.)-এর শানে সূরা বাক্বারার ২১৮ নং আয়াত, সূরা মুনাফিকের ৭নং আয়াত, সূরা ফাতাহর ১৮নং আয়াত ও ২৬নং আয়াত, সূরা তাওবার ১০০নং আয়াত, সূরা ওয়াকিয়ার ৭৫নং আয়াত, সূরা হাশরের ৮নং আয়াত, সূরা মুযাদিলার ২২নং আয়াত, সূরা আহযাবের ৪৬নং আয়াত, সূরা তাওবার ৮৮নং আয়াত, সূরা নামালের ৫৯নং আয়াতসহ অসংখ্য আয়াতে আল-াহ তা‘আলা সাহাবীদের গুণকীর্তন করেছেন। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামও আপন সঙ্গীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সকল সাহাবীকে তিনি জান্নাতী বলে ঘোষণা করেছেন, যেমন তিনি বলেছেন,

لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَّاٰنِیْ اَوْ رَاٰی مَنْ رَّاٰنِیْ

“এমন মুসলমান যারা আমাকে দেখেছেন অথবা তাঁদেরকে দেখেছেন যারা আমাকে দেখেছেন তাঁদেরকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না”।

(জামে‘ তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ২২৫)

সমস্ড় সাহাবী (রা.) ন্যায়পরায়ণ, উজ্জ্বল নক্ষত্রতুল্য, তাঁরা সত্যের মাপকাঠি। তাঁদের যে কোন এক জনের অনুসরণ করলে হেদায়ত লাভ হবে। তাঁদের গালি দেয়া, সমালোচনা করা হারাম। তাঁদেরকে আল-াহ গুনাহ থেকে মাহফুজ করেছেন। তাঁদের সংখ্যা এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার মতান্ড়রে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বলে মনে করা হয়।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের গবেষণায় দেখা যায় সাহাবীদের মধ্যে চার খলীফার ফযীলত ও মর্যাদা সবার উপরে তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত সম্পর্কে আল-াহ তা‘আলা এরশাদ করেন-

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۔ وَالَّذِیْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَی الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا یَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا

“মুহাম্মদ আল-াহর রাসূল ; এবং তাঁর সঙ্গে যারা আছে, কাফিরদের উপর কঠোর এবং পরস্পরের মধ্যে দয়াশীল, তুমি তাদেরকে দেখবে র“কু‘কারী, সাজদারত, আল-াহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে”।

(কানযুল ঈমান, পৃ. ৯১৯-৯২০, সূরা ফাতহ, আয়াত নং ২৯)

উপরোক্ত আয়াতে করীমার তাফসীর করতে গিয়ে ‘আল-ামা ‘আলা উদ্দীন বাগদাদী খাযেন (রহ.) বলেন, উক্ত আয়াতে

وَالَّذِیْن مَعَهٗۤ দ্বারা সৈয়্যদুনা সিদ্দিক্বে আকবর (রা.),

اَشِدَّآءُ عَلَی الْكُفَّارِ দ্বারা সৈয়্যদুনা ফার“ক্বে আ‘যম (রা.),

رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ দ্বারা সৈয়্যদুনা ‘উসমান গণী যুন নুরাইন (রা.),

تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا দ্বারা সৈয়্যদুনা মাওলা ‘আলী শেরে খোদা (রা.) উদ্দেশ্য

[তাফসীরে খাযিন, খ. ৪, পৃ. ১৭৩]

তাঁদের শানে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামও অনেক হাদীস এরশাদ করেছেন। তম্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ-

اَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ سَیِّدَا كُهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ

“হযরত আবূ বকর ও হযরত ‘উমর জান্নাতে বয়স্কদের সরদার”।

[আল-জামি‘ তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ২০৭]

اُثْبُتْ اُحُدًا فَاِنَّمَا عَلَيْکَ نَبِیٌّ وَ صِدِّيْقٌ وَ شَهِيْدَانِ

“উহুদ যখন মহান সত্ত্বাদের পেয়ে আনন্দে আত্মহারা তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বললেন, “উহুদ থাম ! তোমার উপর একজন নবী একজন সিদ্দিক্ব দুইজন শহীদ রয়েছেন”। [আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃ. ৮০]

সেখানে উপস্থিত ছিলেন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম, হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব, ফার“ক্বে আ‘যম ও ‘উসমান গণী যুন নুরাইন (রা.)।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘আলী (রা.)-এর শানে এরশাদ করেন,

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ

“আমি যার মালিক ‘আলীও তাঁর মালিক”

[আল-জামি‘ তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ২১২]

তাঁরা সকলেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবী।

এ খলীফাগণ পর্যায়ক্রমে ৩০ বছর খেলাফত পরিচালনা করেছেন। তাঁদের খেলাফতই ইসলামের সোনালীযুগ। তাঁদের খেলাফতের সময়কাল হলো-

১. হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) : ১৩ রবিউল আওয়াল ১১হি. থেকে ২২ জমাদিউস সানী ১৩হি. পর্যন্ড় মোট খেলাফতকাল ২ বছর ৩ মাস ৯দিন।
২. হযরত ‘উমর ফার“ক্ব (রা.) : ২৩ জমাদিউস সানী ১৩হি. থেকে ২৬ যিলহজ্ব ২৩হি. পর্যন্ড় মোট খেলাফতকাল ১০ বছর ৬ মাস ৩দিন।
৩. হযরত ‘উসমান গণী (রা.) : ১ মুহররম ২৪হি. থেকে ১৮ যিলহজ্ব ৩৫হি. পর্যন্ড় মোট খেলাফতকাল ১১ বছর ১১ মাস ১৭দিন।
৪. হযরত ‘আলী (রা.) : ২৪ যিলহজ্ব ৩৫ থেকে ১৭ রমদ্বান ৪০হি. পর্যন্ড় মোট খেলাফতকাল ৪ বছর ৮মাস ৩দিন।
৫. হযরত ইমাম হাসান (রা.) : ২২ রমদ্বান ৪০হি. থেকে ৪১হি. রবিউল আওয়াল পর্যন্ড়, মোট খেলাফতকাল ৬ মাস ৮দিন।

তাঁদের এ ধারাবাহিক খেলাফত পরিচালনা বরহক এবং ন্যায়সঙ্গত।

স্মর্তব্য যে, অদৃশ্যের সংবাদ দাতা নবী খেলাফতের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, اَلْخِلاَفَةُ بَعْدِىْ ثَلاَثُوْنَ سَنَةً

“আমার ওফাতের পর খেলাফত পরিচালিত হবে ত্রিশ বছর। এরপর রাজতন্ত্র তথা মুলুকিয়্যত প্রতিষ্ঠিত হবে”।

খলীফা বলা হয়, প্রতিনিধি, উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে, এর বহুবচন خُلَفَاءُ এদের সবাইকে একসঙ্গে খোলাফাউর রাশিদুন বা সত্যনিষ্ট খলীফাগণ বলা হয়। আর এঁরা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর ওফাত লাভের পর তাঁর প্রতিনিধি হয়ে ইসলামী সাম্রাজ্য শাসন করেছেন বলে তাঁদেরকে খোলাফাউর রাশিদুন বলে।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে উপরোক্ত পাঁচজন মহান খলীফাদের ফযীলত ও মর্যাদা অত্র পুস্ড়কে সংক্ষিপ্তাকারে বিধৃত হয়েছে। সুতরাং এ কিতাবের মাধ্যমে ঐ সব বাতিল ফিরকার দাঁতভাঙ্গা জবাব হয়ে গেছে যারা উপরোক্ত মহান সাহাবীদের শানে বেয়াদবী করে, তাঁদের খেলাফতকে অস্বীকার করে, তাঁদেরকে গালি-গালাজ করে। যেমন- খারেজী ও শিয়া সম্প্রদায়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জাম‘আতের ‘আক্বীদা মতে উপরোক্ত পাঁচজন খলীফার আত্মত্যাগ অনিস্বীকার্য, অবিস্মরণীয়, চিরভাস্মর, চিরঅম্-ান। তাঁদের অধিক ফযীলত, মর্যাদা ও অবদানের ব্যাপারে আমরা একমত পোষণ করি।

আমি যে সব লেখকের গ্রন্থ থেকে উদ্বৃতি/রেফারেঞ্জ দিয়েছি তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আমার গবেষণায় যে সমস্ড় কিতাব অধিক সহায়ক ভূমিকা রেখেছে সেগুলোর মধ্যে উলে-খযোগ্য হলো- পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতীর খোলাফায়ে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম, আ‘লা হযরত আহমদ রেযা খাঁন (রহ.)-এর কানযুল ঈমান, সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (রহ.)-এর খাযাইনুল ইরফান (বঙ্গানুবাদ : আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান), ইবন হাজর মক্কী (রহ.)-এর আস-সাওয়ায়িকুল মুহ্‌রিক্বা, ‘আল-ামা শিবলঞ্জী (রহ.)-এর নূর“ল আবসার, ‘আল-ামা ইউসুফ নাবহানী (রহ.)-এর শরফুল মুআব্বদ প্রভৃতি।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি, শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি আমার প্রিয় বন্ধু ড. সাঈদ আহমদ সাইফ আত-তুনাইজি (Dr. Saaed Ahmed Saif Al-Tuniji,

Brigadier, Manager Dept. of Naturalization, Sharjah, U.A.E), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের প্রথিতযশা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রশীদ, বিশেষ করে বিশ্ববিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) ও শায়খুল হাদীস হযরত ‘আল-ামা হাফেয সোলাইমান আনছারী এবং বিশিষ্ট ইসলামী চিন্ড়াবিদ, গবেষক ও লেখক, আন্জুমান রিচার্স সেন্টারের মহাপরিচালক হযরতুল ‘আল-ামা আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেবের প্রতি যাঁরা বইটি মূল্যায়ন পূর্বক তাঁদের গুর“ত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি পীরে তরীক্বত হযরতুল ‘আল-ামা আবূ বকর সিদ্দিক্ব ফার“ক্বী, হযরতুল ‘আল-ামা নুর“ল আমীন চৌধুরী, হাটহাজারী জামেয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল ডিগ্রি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হযরতুল ‘আল-ামা মাওলানা মুহাম্মদ সৈয়্যদ হোসাইন, রাহাতিয়া দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীল পীরে তরীক্বত ‘আল-ামা সৈয়্যদ ওবায়দুল মো“ড়ফা নঈমী আশরাফী, রাংগুনিয়া নুর“ল উলুম ফাযিল ডিগ্রি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ‘আল-ামা নাছির উদ্দীন তৈয়বীর প্রতি যারা বই লেখার ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন।

আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি সে মহান দানবীরকে যিনি নিজেকে গোপন রেখে দু‘আ ও দয়া চেয়েছেন। তাঁর বদান্যতায় বইটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারায় আল-াহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। আল-াহ তা‘আলা তাঁর এ বদান্যতাকে কবুল আর মঞ্জুর কর“ন। আমীন!

পরিশেষে আল-াহ তা‘আলা আমাদেরকে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রিয় সাহাবীদের অনুসরণ ও অনুকরণ করার তাওফিক দান কর“ন, তাঁদের রূহানী ফয়ূযাত ও বরকাত আমাদের নসীব কর“ন। আমীন বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম।

আহ্কার
ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম
নিয়ামত আলী ম্যানশন#হেদায়ত আলীর বাড়ী
নাঙ্গলমোড়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ

৫ শা‘বান ১৪৩৮হি.
২ মে ২০১৭ খৃ.
১৯ বৈশাখ ১৪২৪ বা.

প্রথম অধ্যায়

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর নক্ষত্রতুল্য সাহাবায়ে কেরাম (রা.)

আল-াহ তা‘আলা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর শানে বলেন,

رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

“আল-াহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল-াহর প্রতি সন্তুষ্ট”।

(সূরা তাওবা, আয়াত নং-১০০)

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর শানে বলেছেন,

اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْدَيْتُمْ -

“আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য, তাঁদের মধ্যে যাঁকেই তোমরা অনুসরণ করবে, হেদায়ত প্রাপ্ত হবে”।

[‘আল-ামা ইউসুফ নাবহানী (রহ.) : আশ-শরফুল মুআব্বদ লিআ-লে মুহাম্মদ (দ.), পৃ. ১০১,]

❑ আল-াহ তা‘আলার ভাষায় সাহাবীদের (রা.) প্রশংসা :

আল-াহ তা‘আলা তাঁর প্রিয় হাবিব সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে সৃষ্টির প্রাণস্পন্ধন হিসেবে সৃজন করেছেন। সাহাবীগণ (রাদ্বি আল-াহু ‘আনহুম) তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যে বিমুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নিজের জান-মাল বিসর্জন দিয়েছেন অকাতরে, পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁদের তুলনা বিরল। সে সব মহামানব একেকজন একেকটি উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হয়ে বিপদগামী মানুষদের হেদায়ত করেছেন সরল-সঠিক পথের দিকে। রাসূলের সাহচর্যে এসে তাঁরা সোনালী ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁরাই হলেন রাসূলের সাহাবী-সঙ্গী-সাথী। তাঁদের মর্যাদা-মাহাত্ম ও ফযীলত কুরআন-হাদীসের পরতে পরতে বিদ্যমান আছে। তাঁদের প্রশংসায় স্বয়ং রাব্বুল ‘আলামীন এরশাদ করেছেন-

১. আল-কুরআনের বাণী :

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا

“এবং সবার মধ্যে অগ্রগামী প্রথম মুহাজির ও আনসার এবং যারা সৎ কর্মের সাথে তাদের অনুসারী হয়েছে, আল-াহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারও আল-াহর প্রতি সন্তুষ্ট; এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন বাগান (জান্নাত), যে গুলোর নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা সদা-সর্বদা সেখানে অবস্থান করবে। এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য”।[১]

উক্ত আয়াতে করীমার মর্ম :

হযরত সা‘ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, হযরত ক্বাতাদা এবং হযরত ইবন সীরীন (রহ.) বলেন, উক্ত আয়াতে করীমা দ্বারা ঐ সব সাহাবী (রা.) উদ্দেশ্য যাঁরা

---

[১]. আ‘লা হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযাখান বেরলভী : কানযুল ঈমান (বঙ্গানুবাদ : আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান-১১শ প্রকাশ,২০১৩, প্রকাশনায় : চট্টগ্রাম ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী।) সূরা তাওবা, আয়াত নং ১০০, পৃ. ৩৭২।

বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও বায়তুল-াহ তথা উভয় ক্বিবলার দিকে সালাত আদায় করেছেন।

হযরত 'আত্বা ইবন আবূ রিবাহ (রহ.) বলেন, উক্ত আয়াতে করীমা দ্বারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীই উদ্দেশ্য।

ইমাম শা'বী (রহ.) বলেন, উক্ত আয়াত দ্বারা বায়'আত-ই-রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ উদ্দেশ্য।

মুহাম্মদ ইবন কা'ব (রহ.) বলেন, উক্ত আয়াত দ্বারা সমস্ড় সাহাবী (রা.)ই উদ্দেশ্য।[২]

সদর্ল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রহ.) তাফসীরে খাযিনের সূত্রে বলেন[৩], উক্ত আয়াত দ্বারা প্রথম আক্বাবাহ্র বায়'আত-এ অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণ উদ্দেশ্য। প্রথম আক্বাবায় অংশ গ্রহণকারী সাহাবী ছিলেন ছয় জন, দ্বিতীয় আক্বাবায় শপথে অংশ গ্রহণকারী সাহাবী ছিলেন বার জন এবং তৃতীয় আক্বাবায় শপথে অংশগ্রহণকারী সাহাবী ছিলেন সত্তর জন। কথিত আছে যে, 'তারা' বলতে অবশিষ্ট মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণকে বুঝায়। সুতরাং তখন সমস্ড় সাহাবীই এর অন্ড়র্ভূক্ত হয়ে গেলেন। অপর এক অভিমত হলো, 'অনুসারীগণ' দ্বারা ক্বিয়ামত পর্যন্ড় ঐসব ঈমানদারের কথা বুঝানো হয়েছে, যাঁরা ঈমান, আনুগত্য ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে আনসার ও মুহাজিরদের পথ অনুসরণ করবেন।

সুতরাং বুঝাগেল যাঁরা আন্ড়রিক ও একনিষ্টভাবে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর আনুগত্য করবেন, তাঁর সঠিক অনুসরণ করবেন তাঁদের উপর আল-াহ তা'আলা সন্তুষ্ট। তাঁদের জন্যেই জান্নাতের সমস্ড় নি'আমতরাশী আর তাঁরা সেখানে সদা-সর্বদা থাকবেন। তাঁদের জন্য এটা পরম আনন্দের সুসংবাদ।[৪]

---

২. ইমাম খাযিন : তাফসীরে খাযিন, খ. ২, পৃ. ৩৭৫

৩. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দনি মুরাদাবাদী : খাযাইনুল ইরফান বঙ্গানুবাদ, আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, কানযুল ঈমানের পার্শ্ব তাফসীর বিশেষ। পৃ.৩৭২।

৪. পীর সৈয়দ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : খোলাফায়ে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম (কুটেলা সারং শরীফ : শাহ চেরাগ একাডেমী) পৃ.২২।

২. আল-কুরআনের বাণী :

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا

“নিশ্চয় আল-াহ সন্তুষ্ট হয়েছেন ঈমানদারদের প্রতি যখন তারা এ বৃক্ষের নীচে আপনার নিকট বায়‘আত গ্রহণ করেছিলো। সুতরাং আল-াহ জেনেছেন যা তাদের অন্ড়রসমূহে রয়েছে। অতঃপর তাদের প্রতি প্রশান্ড়ি অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদেরকে শীঘ্রই আগমনকারী বিজয়ের পুরস্কার দিয়েছেন”।[৫]

বায়‘আত-ই-রিদওয়ান :

হুদায়বিয়া নামক স্থানে ঐ সব বায়‘আত গ্রহণকারীদেরকে আল-াহর সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, তাই সে বায়‘আতকে “বায়‘আত-ই-রিদওয়ান” বলা হয়। এ বায়‘আতের অনেক কারণ ও এর গুর“ত্ব অপরিসীম। তৎমধ্যে একটি কারণ এ ছিলো যে, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হুদায়বিয়া থেকে হযরত ‘উসমান গণী যিন নূরাইন রাদ্বি আল-াহু আনহুকে কুরাইশ বংশের অভিজাত লোকদের নিকট মক্কা শরীফে প্রেরণ করেছিলেন তাদেরকে এ সংবাদ দেয়ার জন্য যে, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম শুধু মাত্র বায়তুল-াহ শরীফ যিয়ারত ও উমরা পালনের উদ্দেশ্যে তশরীফ এনেছেন। তাঁর যুদ্ধের উদ্দেশ্য নেই। তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম) একথাও বলে দিয়েছিলেন যে, যেসব দূর্বল মুসলমান সেখানে ছিল তাদেরকে শান্ড়না দেয়া হয় যে, অনতি-বিলম্বে মক্কা শরীফ বিজিত হবে। আল-াহ তা‘আলা আপন দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করবেন। কুরাইশগণ একথার উপর একমত হলো যে, তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম) এ বছর মক্কা শরীফে তশরীফ আনবেন না, হযরত ‘উসমান (রা.)কে তারা বলে দিলেন যে, “আপনি ইচ্ছে করলে কা‘বা তাওয়াফ করতে পারেন”। হযরত উসমান গণী বলে দিলেন

---

[৫]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা ফাত্হ, আয়াত নং-১৮, পৃ. ৯১৬-৯১৭।

"এমন হতে পারে না যে, আমি তাঁকে (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম) ছাড়া তাওয়াফ করব"। হযরত 'উসমান গণী (রা.) মক্কা শরীফের দূর্বল মুসলমানদেরকে তাঁর (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম) নির্দেশ মোতাবেক বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন। এরই মধ্যে কুরাইশগণ হযরত 'উসমানকে আটকে রাখল। এদিকে সাহাবীদের মাঝে একথা মশহুর হয়ে গেল যে, হযরত 'উসমানকে শহীদ করা হয়েছে। এতে সাহাবীগণ খুবই উত্তেজিত হলেন। আর নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম সাহাবীদের নিকট থেকে কাফিরদের মোকাবেলায় জিহাদের মধ্যে অবিচল থাকার উপর বায়'আত গ্রহণ করলেন। এ বায়'আত একটা বড় কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের নীচে গ্রহণ করা হয়েছে, যাকে আরবের লোকেরা 'সামুরা' বলে। অতঃপর নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আপন বরকতময় বাম হাত পবিত্রময় ডান হাতে নিলেন, এবং বললেন, "এটা উসমানের বায়'আত"। আরো এরশাদ ফরমালেন, "ওহে আল-াহ ! উসমান আপনার ও আমার কাজে নিয়োজিত আছেন"। এ থেকে বুঝা গেল যে, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম জানতেন যে, হযরত উসমান শহীদ হননি। সেজন্য তিনি তার পক্ষ হতে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। অপর দিকে মুশরিকগণ এ বায়'আতের খবর শুনে ভীতসন্ত্রস্ড় হয়ে পড়ল এবং তারা হযরত উসমানকে পাঠিয়ে দিল।[৬]

হযরত জাবির (রা.) বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হুদায়বিয়ার দিন ঘোষণা দিলেন,

اَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ اَهْلِ الْاَرْضِ

"ওহে সাহাবীগণ ! সমগ্রবিশ্বে এদিনে তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ"।

তিনি (রা.) আরো বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

لَا يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

---

৬. মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৬-৯১৭।

"যে সব লোক বৃক্ষের নীচে বায়'আত গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে কেউই দোযখে প্রবেশ করবেন না"।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এ ঘোষণাও দিয়েছেন,

لَيَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

"যে সব লোক বৃক্ষের নীচে বায়'আত গ্রহণ করেছেন তাঁরা অবশ্যই অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবেন"।[৭]

আল-াহ তা'আলার এ মহান আয়াত ও নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী থেকে বুঝা যাচ্ছে, সমস্ড় মুহাজির ও আনসার (রা.) অবশ্যই অবশ্যই জান্নাতে যাবেন, এবং স্বয়ং আল-াহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট। সুবহানাল-াহ!

তাঁদের এ মাহাত্ম ও মর্যাদা প্রিয় হাবীবের সদকায় আল-াহ প্রদত্ত। রাফেযী, খারেজী, শিয়াসহ বাতিল ফিরকা তাঁদের সম্মান কর"ক আর না-ই কর"ক তাতে তাঁদের বিন্দুমাত্র সম্মানহানি হবে না।

৩. আল-কুরআনের বাণী :

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا

"অতঃপর তারাও যদি এভাবে ঈমান আনতো, যেমন তোমরা এনেছো, তবেই তো তারা হিদায়ত (সঠিক পথের দিশা) পেয়ে যেতো"।[৮]

উপরোক্ত আয়াতে করীমা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মু'মিন ঐ ব্যক্তি যার ঈমান সাহাবা (রা.)-এর ঈমানের মত হবে। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি এবং আমাদের আদর্শ ও মডেল।

৪. আল-কুরআনের বাণী :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং ঐ সব লোক, যারা আল-াহর জন্য

---

৭. ইমাম খাযিন : প্রাগুক্ত খ. ৪, পৃ. ১৬১।

৮. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা বাক্বারা, আয়াত নং-১৬৭, পৃ. ৫২।

আপন ঘরবাড়ী ত্যাগ করেছে ও আল-াহর পথে জিহাদ করেছে, তারা আল-াহর অনুগ্রহের প্রত্যাশী; আর আল-াহ ক্ষমাশীল, দয়াবান"।[৯]

আয়াতের শানে নুযুল :

হযরত 'আবদুল-াহ ইবন জাহ্শের নেতৃত্বে যে সব মুজাহিদ প্রেরিত হয়েছিলেন তাঁদের সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, "যেহেতু তারা অবগত ছিলেন না যে, ঐ দিবসটা রজবের, এ কারণে ঐ দিনে যুদ্ধ করা পাপ তো হয়নি, কিন্তু এর কোন সাওয়াবও পাওয়া যাবে না"। এর জবাবে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাঁদেরকে বলা হয়েছে যে, তাঁদের এ জিহাদে গ্রহণযোগ্য। তাঁদেরকে এ জন্য আল-াহর অনুগ্রহ পাবার প্রত্যাশী থাকা চাই এবং তাদের এ আশা অবশ্যই পূর্ণ হবে।[১০] বুঝা গেল সাহাবী (রা.) যদি গবেষণায় ভুলও করেন তবুও তাঁরা সাওয়াব পাবেন।

৫. আল-কুরআনের বাণী :

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا

"তারাই, যারা বালে, 'তাদের জন্য ব্যয় করো না, যারা রাসূলের নিকট রয়েছে, এ পর্যন্ড় যে, তারা পেরেশান হয়ে যাবে"।[১১]

আয়াতের শানে নুযুল :

'মুরাইসীর' যুদ্ধ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম "কুপের মাথায়" (স্থান বিশেষ) এসে পৌঁছলেন, তখন সেখানে একটি ঘটনা ঘটে যায়। যার বিবরণ নিম্নরূপ :

হযরত 'উমর (রা.)-এর মজদূর জাহ্জাহ্ গিফারী ও মুনাফিক সরদার 'আবদুল-াহ ইবন উবাইর বন্ধু সিনান ইবন দুবার জাহানীর মধ্যে সংঘর্ষ হল। জাহ্জাহ্ মুহাজিরগণকে এবং সিনান আনসারকে আহ্বান করল। তখন

---

৯. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা বাক্বারা, আয়াত নং-২১৮, পৃ. ৭৯।

১০. মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

১১. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা মুনাফিকুন, আয়াত নং-৭, পৃ. ১০০০।

মুনাফিক সরদার ইবন উবাই নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর শানে জঘন্য বেয়াদবীপূর্ণ ও ভিত্তিহীন মন্ড়ব্য করে বকাবকি করল আর বলল, “মদীনায় পৌঁছে আমাদের মধ্য থেকে সম্মানিতরা লাঞ্ছিত লোকদেরকে বহিষ্কার করবে”। আর স্বীয় গোত্রীয় লোকদেরকে বলতে লাগল, “যদি তোমরা তাদেরকে তোমাদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য না দাও তাহলে এরা তোমাদের ঘাড়ের উপর চড়ে বসবে না। এখন তাদের জন্য কিছুই খরচ কর না, যাতে তারা মদীনা থেকে পালিয়ে যায়”। তার এ অশালীন কথা শুনে হযরত যায়দ ইবন আরক্বাম (রা.) সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তাকে বললেন, “আল-াহরই শপথ ! তুই লাঞ্ছিত লোক, স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী, আর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর নূরানী বরকতময় শিরে মি‘রাজের তাজ শোভা পাচ্ছে, পরম করুণাময় আল-াহ তাঁকে সম্মান ও শক্তি দান করেছেন”।

ইবন উবাই বলল, “চুপ কর, আমিতো হাসিঠাট্টা করে এ কথা গুলো বলেছিলাম। হযরত যায়দ (রা.) এ খবর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে পৌঁছে দিলেন, হযরত ‘উমর (রা.) ইবন উবাইকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম নিষেধ করলেন এবং বললেন, “লোকেরা বলবে যে, মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আপন সাহাবীকে হত্যা করেন”।[১২]

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ইবন উবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “তুমি কি এ সব কথা বলেছ” ? সে অস্বীকার করল আর শপথ করে বলল, “আমি কিছুই বলিনি,” তার সাথী যে মজলিস শরীফে উপস্থিত ছিল, সে আরয করতে লাগল, ইবন উবাই বৃদ্ধ লোক। সে যা বলছে, সত্যই বলছে। যায়দ ইবন আরক্বামের হয়ত ধোকা হয়ে গেছে, কথাও হয়ত স্মরণ নেই”। অতঃপর যখন উপরে বর্ণিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হল এবং ইবন উবাইর মিথ্যাবাদিতা প্রকাশ পেল, তখন তাকে বলা

---

[১২]. মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০০; ইমাম খাযিন : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৯২।

হল, "যা! নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে দরখাস্ড় কর! তিনি আল-াহর দরবারে মাগফিরাত কামনা করবেন"। তখন সে ঘাড় ঘুরিয়ে নিল। আর বলতে লাগল, "তোমরা বলছ ঈমান আন, আমি ঈমান নিয়ে এলাম। তোমরা বলছ যাকাত দাও, আমি যাকাত দিলাম। শুধু এখন মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে সাজদাহ করাটাই বাকী রইল"। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়।

উক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হল-

১. সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জন্য সম্পদ ব্যয় করা ঈমানের দলীল।
২. সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জন্য ব্যয়ের ব্যাপারে নিষেধ করা মুনাফিকের লক্ষণ।
৩. সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর দুশমন আল-াহ-রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর দুশমন।
৪. সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সমালোচনা মুনাফিকের লক্ষণ।
৫. মুনাফিকগণ দরবারে নবুয়্যতে মাফ চাওয়াকে শিরক এবং বিদ'আত মনে করে।[১৩]

৬. আল-কুরআনের বাণী :

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُومِ

"সুতরাং আমায় শপথ রইলো ঐসব স্থানের, যেখানে তারকারাজি অস্ড়মিত হয়"।[১৪]

উপরোক্ত আয়াতে করীমায় তারকারাজি বলতে সাহাবায়ে কেরাম উদ্দেশ্য। আর "মাওয়াকি" দ্বারা তাঁদের সাজদার স্থানকে বুঝানো হয়েছে। কোন কোন 'আলিম 'মাওয়াকি' দ্বারা তাঁদের মাযার উদ্দেশ্য করেছেন, যারা জিহাদে আকবর (ধর্মীয় যুদ্ধ) অথবা জিহাদে আসগর (নিজের কুপ্রবৃত্তির বির"দ্ধে জিহাদ) করে শহীদ হওয়ার পর আপন আরামগাহে বিশ্রাম নিচ্ছেন তা-ই উদ্দেশ্য।

মোল-া জিওয়ান (রহ.) বলেন,[১৫]

---

[১৩]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ.২৭।

[১৪]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা ওয়াক্বি'আহ, আয়াত নং-৭৫, পৃ. ৯৬৬।

اَوِ النَّجُوْمِ نَجُوْمُ الصَّحَابَةِ وَ مَوَاقِعُهَا مَسَاجِدُهُمْ اَوْ مَقَابِرُهُمْ

"নক্ষত্ররাজি থেকে সাহাবায়ে কেরাম উদ্দেশ্য, আর 'মাওয়াকি' শব্দের অর্থ তাঁদের সাজদার স্থান অথবা তাঁদের মাযার শরীফ কবর মোবারক"।

'আল-ামা ইসমা'ঈল হক্কী (রহ.) বলেন, [১৬]

وَ قِيْلَ اَلنَّجُوْمُ الصَّحَابَةُ وَ الْعُلَمَاءُ الْهَادُوْنَ وَ مَوَاقِعُهُمْ اَلْقُبُوْرُ

"কোন কোন কুরআন ভাষ্যকার বলেছেন, নুজুম তথা নক্ষত্ররাজি দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম এবং জ্ঞানী পথপ্রদর্শকদের বুঝানো হয়েছে আর 'মাওয়াকি' দ্বারা তাঁদের কবর শরীফ বুঝানো হয়েছে"।

৭. আল-কুরআনের বাণী :

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْاعَنْه ـ اُولٰٓئِکَ حِزْبُ اللّٰهِ ـ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"আল-াহ তাদের প্রতি সন্তুস্ট এবং তারাও আল-াহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা আল-াহর দল। শুনছেন! আল-াহরই দল সফলকাম"।[১৭]

বুঝা গেল সাহাবায়ে কেরাম আল-াহ তা'আলার দল। আল-াহ তাঁদের উপর সুন্তুষ্ট হয়ে গেছেন তাঁদের ঈমান, নিষ্ঠা ও আনুগত্যের কারণে। তারাও আল-াহর উপর সন্তুষ্ট। তাঁরা অবশ্যই সফলকাম তাঁর রহমত ও বদান্যতা দ্বারা।

৮. আল-কুরআনের বাণী :

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ـ اُولٰٓئِکَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ

"ঐ সব দরিদ্র হিজরতকারীদের জন্য, যাদেরকে আপন গৃহ ও সম্পদ থেকে উৎখাত করা হয়েছে তাঁরা আল-াহর অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি চায় এবং আল-াহ ও রাসূলের সাহায্য করে। তাঁরাই সত্যবাদী"।[১৮]

---

[১৫]. মোল-া জিওয়ান : তাফসীরে আহমদী, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

[১৬]. ইসমা'ঈল হক্কী : রূহুল বয়ান, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

[১৭]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা মুজাদালাহ, আয়াত নং-২২, পৃ. ৯৮১।

[১৮]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা হাশর, আয়াত নং-৮, পৃ. ৯৮৩-৯৮৪।

আল-াহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের সততার এবং ত্যাগের মহিমার ঘোষণা দিয়েছেন যাঁরা আল-াহ ও রাসূলের ভালবাসায় নিজের প্রিয় আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ এবং বাসস্থান ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সমস্ড় বিপদাপদ, জুলুম নির্যাতন সহ্য করেছেন।

৯. আল-কুরআনের বাণী :

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْاَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْعَشِيْرَتَهُمْ

"আপনি পাবেন না ঐ সব লোককে, যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে আল-াহ শেষ দিনের উপর এমনি যে, তারা বন্ধুত্ব রাখে ঐ সব লোকের সাথে, যারা আল-াহ ও তাঁর রাসূলের বির"দ্ধাচরণ করেছে, যদিও তারা তাদের পিতা অথবা পুত্র, অথবা ভাই কিংবা নিজ জাতি-গোত্রের লোক হয়"।[১৯]

ঈমানের কারণে তাঁরা আপন রক্তকেও হত্যা করতে ছাড়েনি। যেমন হযরত আবূ 'উবায়দা ইবন জাররাহ্ (রা.) উহুদের যুদ্ধে আপন পিতাকে হত্যা করেছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) বদরের যুদ্ধের দিন আপন পুত্র আবদুর রহমানকে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেছিলেন। অবশ্য নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম তাঁকে ঐ যুদ্ধের অনুমতি দেননি। মাস'আব ইবন 'উমায়র (রা.) আপন ভাই 'আবদুল-াহ ইবন 'উমায়রকে হত্য করেছিলেন। হযরত 'উমর (রা.) আপন মামা 'আস ইবন হিশাম ইবন মুগীরাকে বদরের যুদ্ধের দিন হত্যা করেছিলেন। হযরত 'আলী (রা.), হযরত হামযা (রা.) ও আবূ উবায়দা (রা.) রবীয়ার পুত্র যথাক্রমে ওতবা ও শায়বা এবং ওয়ালীদ ইবন ওতবাকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন। অথচ তারা তাঁদের নিকট আত্মীয় ছিল। আল-াহ ও রাসূলের উপর যাঁরা ঈমান আনে তাঁদের নিকট কাফিরদের সাথে আত্মীয়তার কি-ই বা গুর"ত্ব আছে ?[২০] স্বয়ং আল-াহ এ সমস্ড় মহান বুযুর্গদের সততা, আন্ড়রিকতা, ত্যাগ-তীতিক্ষার সাক্ষী দিচ্ছেন সুবহানাল-াহ!

১০. আল-কুরআনের বাণী :

---

[১৯]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা মুজাদালাহ, আয়াত নং-২২, পৃ. ৯৮০-৯৮১।

[২০]. মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮১।

هُوَالَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ - وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا

“তিনিই হন, যিনি দরূদ প্রেরণ করেন তোমাদের উপর এবং তাঁর ফিরিশতাগণ, যেন তোমাদেরকে অন্ধকাররাশি থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন; এবং তিনি মুসলমানদের উপর দয়ালু”।[২১]

আয়াতে করীমার শানে নুযুল :

হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, যখন اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَائِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ এ আয়াতে করীমা নাযিল হল তখন হযরত সিদ্দিক্বে আকবর (রা.) আরয করলেন; ওহে আল-াহর রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম! যখন আপনাকে আল-াহ তা‘আলা কোন অনুগ্রহ ও মর্যাদা দান করেন, তখন আমরা অনুগ্রহ-প্রার্থীদেরকেও আপনার মাধ্যমে দান করেন”। এ প্রসঙ্গে আল-াহ তা‘আলা উক্ত আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করেন।[২২] মূলত সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মহান আল-াহ স্বয়ং এবং ফিরিস্ড়গণ দরূদ-রহমত বর্ষণ করে থাকেন, এটা কতই না সৌভাগ্যের বিষয়।

“সালাত” শব্দের অর্থ :

আরবী “সালাত” শব্দের অনেক অর্থ পরিলক্ষিত হয়, যেমন-

ইমাম বাগভী (রহ.) বলেন, আল-াহ তা‘আলার পক্ষ থেকে ‘সালাত’ অর্থ নিজের রহমত বর্ষণ করা, আর ফিরিস্ড়দের পক্ষ থেকে ‘সালাত’ অর্থ

اَلْاِسْتِغْفَارُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

“মু’মিন বিশ্বাসীদের জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করা।

বলা হয়ে থাকে[২৩]

الصَّلٰوةُ مِنَ اللّٰهِ عَلَى الْعَبْدِ هِيَ اِشَاعَةُ الذِّكْرِ الْجَمِيْلِ فِىْ عِبَادِهٖ

“আল-াহ তা‘আলার পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি সালাতের অর্থ হলো-আপন বান্দার যিকর-স্মরণের প্রচার-প্রসার ঘটানো। আল-াহর পক্ষ থেকে বান্দার

---

২১. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা আহযাব, আয়াত নং-৪৩, পৃ. ৭৬৪-৭৬৫।

২২. ইমাম বাগভী : মু‘আলিমুত তানযীল, খ. ৩, পৃ. ৫৩৪; মাওলানা সৈয়্যদ মোহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : প্রাগুক্ত পৃ. ৭৬৪।

২৩. ইমাম বাগভী : মু‘আলিমত তানযীল, খ. ৩, পৃ. ৫৩৪।

প্রশংসা হওয়া”। অর্থাৎ : ফিরিস্ড়াদের সামনে আল-াহ তা‘আলার আপন বান্দার প্রশংসা করা।

সানাউল-াহ পানি পথী (রহ.) ‘সালাত’ এর অর্থ বর্ণনায় বলেন,

اَلصَّلٰوۃُ حُسْنُ الثَّنَاءِ مِنَ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلٰی رَسُوْلِہٖ

“আল-াহর পক্ষ থেকে স্বীয় রাসূলের উচ্চাংগের প্রশংসাকে সালাত বলে”।

আবার রূকু‘ সাজদাহ বিশিষ্ট ইবাদতকেও সালাত বলা হয়। আর সালাতকে সালাত এ জন্যে বলা হয় যেহেতু সালাতে اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ পড়া হয়।[২৪] মূলত নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাহাবীদের প্রতি মহান আল-াহ তা‘আলা খুব রহমত বর্ষণ করে থাকেন। এটা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর নিসবতের কারণে অর্থাৎ সাহচর্যের কারণে, তাঁরা যেমন আপন জান-মাল রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর জন্য কুরবান করেছেন, তাই আল-াহ তা‘আলা তাঁদের উপর সন্তুষ্ট, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামও স্বয়ং সাহাবীদের উপর অতিশয় দয়ালু ও অনুগ্রহশীল।

১১. আল-কুরআনের বাণী :

فَاَنْزَلَ اللّٰہُ سَکِیْنَتَہٗ عَلٰی رَسُوْلِہٖ وَعَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ وَاَلْزَمَھُمْ کَلِمَۃَ التَّقْوٰی وَکَانُوْٓا اَحَقَّ بِھَا وَاَھْلَھَا وَکَانَ اللّٰہُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا

“তখন আল-াহ আপন প্রশান্ড়ি আপন রাসূল ও ঈমানদারের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং খোদাভীর“তার বাণী তাদের উপর অপরিহার্য করেছেন; এবং তারা এরই অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত ছিলো এবং আল-াহ সবকিছু জানেন”।[২৫]

আয়াতের শানে নুযুল :

---

[২৪]. কাযী সানাউল-াহ পানি পথী : তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ৩৫২-৩৫৩।

[২৫]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা ফাত্হ, আয়াত নং-২৬, পৃ. ৯১৮-৯১৯।

উপরোক্ত আয়াতে করীমা হুদায়বিয়ার স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তিতে আপাতত: দৃষ্টিতে মুসলমান মানহানিকর কিছু শর্ত ছিল যা সাহাবীদের (রা.) বিচলিত করেছিল। বাহ্যতঃ কাফিরদের বিজয়ী মনে হয়েছিল যখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এ চুক্তি মেনে নিলেন তখন সাহাবীগণ রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সামনে মাথা ঝুকিয়ে নিলেন। তবে এ কথা সত্য যদি সাহাবীগণ (রা.) কাফিরদের মত জিদ ধরতেন তাহলে যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যেত।[২৬]

উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে কাযী সানাউল-াহ পানি পথী (রহ.) বলেন,

حَيْثُ اِطْمَئَنُّوْا اَمَرَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِى الْمَنْعِ عَنِ الْقِتَالِ مَعَ قُدْرَتِهِمْ عَلَيْهِ

"আল-াহ তা'আলা আপন রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ও মু'মিনদের অন্ড়রে প্রশান্ড়ি দান করেছেন, সাহাবীগণ (রা.) আল-াহর হুকুম মান্য করেছেন। যুদ্ধের উপর শক্তি থাকা সত্বেও বিরত থেকেছেন পরহেয করেছেন।

"কলেমাতুত তাক্বওয়া" দ্বারা উদ্দেশ্য :

"সৈয়্যদুনা ইবন 'আব্বাস (রা.) হযরত মুজাহিদ এবং হযরত কাতাদা (রা.)-এর মতে كَلِمَةُ التَّقْوٰى (কলেমাতুত তাক্বওয়া) দ্বারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ অর্থাৎ আল-াহ তা'আলা ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কোন মা'বুদ নেই। এবং আল-াহ মহান" এ বাক্য উদ্দেশ্য।

হযরত 'আত্বা খোরাসানী (রহ.)-এর মতে 'কলেমাতুত তাক্বওয়া' দ্বারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ رَّسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ আল-াহ তা'আলা ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কোন মা'বুদ নেই, হযরত মুহাম্মদ মোস্ড়াফা সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আল-াহর রাসূল" একথাই উদ্দেশ্য। ইমাম ফখর্দ্দীন রাযী (রহ.)-এর মতে 'কলেমাতুত তাক্বওয়া' দ্বারা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ "আল-াহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম কর্ণাময় অতিদয়ালু"। এ বাক্যই উদ্দেশ্য।

---

২৬. মাওলানা সৈয়্যদ মোহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : প্রাগুক্ত পৃ. ৯১৯; দ্বিয়াউল উম্মত : দ্বিয়াউল কুরআন, খ. ৪, পৃ.৫৬২।

উপরোক্ত ভাষ্যগুলোর মূলত উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন-অর্থাৎ একত্ববাদের কথা, ওয়াহ্দানিয়াতের কথা। তাক্বওয়া বা আল-াহভীতিই একত্ববাদের মূল কথা।

আর আল-াহ তা‘আলার বাণী اَلْزَمَ দ্বারা উদ্দেশ্য হল সাহাবীগণ (রা.)কে আল-াহর ভীতির উপর ঐক্য রাখা এবং জাহিলীযুগের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা।

আর আল-াহ তা‘আলার বাণী اَحَقَّ بِهَا দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল-াহ রাসূলের সাহাবীগণই হল তাক্বওয়ার অধিক হকদার[২৭]

১২. আল-কুরআনের বাণী :

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ـ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

“কিন্তু রাসূল এবং যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছেন, তারা নিজ সম্পদ ও জীবন সমূহ দ্বারা জিহাদ করেছে এবং তাদের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে; আর এরাই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে”।[২৮]

উক্ত আয়াতের পূর্বে আল-াহ তা‘আলা মুনাফিকদের কঠোর সমালোচনা করার পর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাহাবীগণ (রা.)-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

‘আল-ামা ইবন কাসীর (রহ.) বলেন,[২৯]

لَمَّا ذَكَرَ تَعَالٰى ذَمَّ الْمُنَافِقِيْنَ وَ بَيَّنَ ثَنَاءَهٗ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

উপরোক্ত আয়াত সমূহে আল-াহ তা‘আলা মুনাফিকদের সমালোচনা এবং মু’মিনদের প্রশংসা করেছেন।

কাযী সানাউল-াহ পানিপথী (রহ.) বলেন,[৩০]

اِنْ تَخَلَّفَ الْخَوَالِفُ وَ لَمْ يُجَاهِدُوْا فَلَا مُنْقَصَةَ فِى الدِّيْنِ فَقَدْ جَاهَدَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُمْ

“মুনাফিকগণ সঙ্গে যায়নি, জিহাদও করেনি, এ কারণে দ্বীনে ইসলামের কোন ক্ষতি হয়নি। তাদের চেয়ে উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ জিহাদ করেছেন”।

---

২৭. কাযী সানাউল-াহ পানি পথী : তাফসীরে মাযহারী, খ. ৯, পৃ. ৩৪।
২৮. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা তাওবা, আয়াত নং-৮৮, পৃ. ৩৬৯।
২৯. ‘আল-ামা ইবন কাসীর : তাফসীরে ইবন কাসীর, খ. ২, পৃ. ৩৮০।
৩০. কাযী সানাউল-াহ পানি পথী : তাফসীরে মাযহারী, খ. ৪, পৃ. ২৭৮।

উপরোক্ত আয়াতে করীমায় আল-াহ তা'আলা সাহাবীগণ (রা.)-এর ভুয়ূসী প্রশংসা করে বলেছে "তাঁদের জন্য সমস্ড় মঙ্গল" অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁদের জন্য প্রভুত কল্যাণ। এতে সাহাবীগণের উচুঁ মর্যাদা ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

১৩. আল-কুরআনের বাণী :

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

"আপনি বলুন, "সমস্ড় প্রশংসা আল-াহরই এবং শান্ড়ি তাঁর মনোনিত বান্দাদের উপর"।[৩১]

উপরোক্ত আয়াতে করীমার তাফসীরে হযরত 'আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,[৩২]

اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ اِصْطَفَاهُمُ اللّٰهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ وَ اٰلِهِ وَ سَلَّمَ

"আল-াহ তা'আলা আপন নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্ড়ফা সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর জন্য তাঁর সাহাবীগণ (রা.)কে মনোনিত করেছেন"।

রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র ভাষায় সাহাবীগণ (রা.)-এর প্রশংসা :

আক্বা মুনিব হযরত মুহাম্মদ মোস্ড়ফা সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আপন সাহাবী (রা.)-এর মাহাত্ম-ফযীলত, উঁচু মর্যাদা, তাঁদের অনন্য শান-শওকত নিজ জবানে পাকে বর্ণনা করেছেন। এতে তাঁদের প্রতি নিজের মুহাব্বত ও ভালবাসাও প্রকাশিত হয়েছে। সাথে সাথে তাঁদের ভুয়ূসী প্রশংসাও করেছেন চমৎকার ভাষায়, নিম্নে কয়েকটি অমিয় হাদীস উপস্থাপন করা হল-

হাদীস নং-১

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে বলতে শুনেছি,[৩৩]

---

[৩১]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা নাম্ল, আয়াত নং-৫৯, পৃ. ৬৯২।

[৩২]. ইমাম তাবারী : আর-রিয়াদুন নাদ্বরাহ, খ. ১, পৃ. ১৮।

لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَّاٰنِىْ اَوْ رَاٰى مَنْ رَّاٰنِىْ

"ঐ মুসলিমকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না যিনি আমাকে দেখেছেন অথবা আমাকে যিনি দেখেছেন তাঁকে দেখেছেন"।

উপরোক্ত হাদীস শরীফে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম সাহাবীগণ (রা.)কে এক মহান শুভ সংবাদ দিয়েছেন। তাঁদেরকে যাঁরা ঈমানের দৃষ্টিতে দেখবে তাঁরা দোযখে প্রবেশ করবেন না। অর্থাৎ তাবি'য়ীগণ (রা.), সুবাহানাল-াহ ! এটা সাহাবীগণের জন্য খুবই সৌভাগ্যের বিষয়।

হাদীস নং-২

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৩৪]

لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا اَدْرَكَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهٗ

"আমার সঙ্গী-সাথী সাহাবীদের মন্দ বল না, গালি দিওনা, আমার সাহাবীদের গালি দিওনা, সে সত্ত্বার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল-াহর রাস্ড়য় খরচ কর তথাপি সাহাবীদের এক মুদ-পরিমাণ হবে না, বরং অর্ধ মুদ পরিমাণও হবে না"।

হাদীস নং-৩

হযরত 'আবদুল-াহ ইবন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,[৩৫]

لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَقَامُ اَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ اَحَدِكُمْ عُمُرَهٗ

"নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাহাবীগণকে গালি দিওনা, তাঁদের এক ঘন্টার মাকাম বা স্ড় র সমস্ড় জীবনের নেকীর চেয়ে উত্তম"।

হাদীস নং-৪

হযরত 'আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত,[৩৬]হযরত জিবরাইল (আ.) দরবারে রেসালতে তশরীফ আনলেন, অতঃপর আরয করলেন, ইয়া

---

৩৩. ইমাম তিরমিযী : আল-জামি', খ. ২, পৃ. ২২৫।

৩৪. ইমাম মুসলিম : আল-জামি' আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৩১০।

৩৫. ইমাম ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭।

রাসূলাল-াহ! সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আপনার নিকট আপনার সাহাবীদের মধ্যে কে উত্তম ? নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ ফরমান اَلَّذِيْنَ شَهِدُوْا بَدْرًا “যাঁরা বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁরাই সর্বোত্তম”। একথা শুনে হযরত জিবরাইল (আ.) বললেন, আসমানেও সে সব ফিরিস্ড়া সর্বোত্তম যাঁরা বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন।

হাদীস নং-৫

হযরত জাবির (রা.) বলেন, আমি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, [৩৭]

لَا يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

“যাঁরা গাছের নীচে (বায়‘আত-এ রিদওয়ান, হুদায়বিয়া) বায়‘আত গ্রহণ করেছেন কেউ দোযখে প্রবেশ করবেন না”।

হাদীস নং-৬

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, [৩৮]

اَكْرِمُوْا اَصْحَابِىْ فَاِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ

“আমার সঙ্গী-সাথী সাহাবীদের সম্মান কর, কেননা তাঁরা তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি”।

হাদীস নং-৭

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, [৩৯]

اِذَا ذُكِرَ اَصْحَابِىْ فَاَمْسِكُوْا

“যখন আমার সাহাবীদের স্মরণ করা হয় তখন সমালোচনা থেকে বিরত থাক”।

---

[৩৬]. ইমাম ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭ ও ২০।

[৩৭]. ইমাম ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১।

[৩৮]. ইবন হাজর মক্কী : আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা-ভূমিকা দ্রষ্ঠব্য।

[৩৯]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : খোলাফায়ে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম, পৃ.৪৩।

অর্থাৎ : তোমরা যখন আমার সাহাবীদের মতবিরোধ গুলো আলোচনা কর তখন যেন তাঁদের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা না হয়। তাঁদের ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখ।

হাদীস নং-৮

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, [৪০]

اَللّٰهَ اَللّٰهَ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرْضًابَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ فَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ

“আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল-াহকে ভয় কর, আমার পরে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাঁদেরকে যেন টারগেট না বানাও, যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালবাসবে সে যেন আমার কারণে তাঁদেরকে ভালবাসবে, আর যে তাঁদের প্রতি দুশমনি রাখে সে যেন আমার কারণে দুশমনি রাখ”।

হাদীস নং-৯

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, আল-াহ তা‘আলা আমাকে মনোনিত করেছেন সাথে সাথে আমার জন্য সঙ্গী-সাথীও মনোনিত করে দিয়েছেন। আমার বন্ধু ও জামাইও মনোনিত করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের ব্যাপারে যারা আমাকে সংরক্ষণ করবেন তাঁকে আল-াহ তা‘আলা হেফাযত করবেন। তাঁদের ব্যাপারে যারা আমাকে কষ্ট দেবে, আল-াহ তা‘আলা তাদেরকে কষ্ট দেবেন। [৪১]

হাদীস নং-১০

হযরত ‘উক্বাইলী (রহ.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, আল-াহ তা‘আলা আমাকে মনোনিত করেছেন সাথে সাথে আমার আসহাব ও জামাতাও মনোনিত করেছেন, অতিশীঘ্রই এমন একটা সময় আসবে যখন তাঁদেরকে মন্দ বলা হবে, তাঁদের ত্রুটি বিচ্যুতি

---

৪০. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

৪১. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

অন্বেষণ করা হবে, তাঁদের সম্মানহানী ঘটানো হবে, তোমরা এদের সাথে খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা, বিয়ে-শাদী বন্ধ রাখ।[৪২]

অতএব বুঝা যাচ্ছে এমন একটা সময় আসবে, যখন সাহাবীগণ (রা.)-এর সমালোচনা করা হবে। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করে দিয়েছেন।

হাদীস নং-১১

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৪৩]

وَ مَنْ اَحْسَنَ الْقَوْلَ فِیْ اَصْحَابِیْ فُهُوَ مُؤْمِنٌ وَ مَنْ اَسَاءَ الْقَوْلَ فِیْ اَصْحَابِیْ فَهُوَ مُنَافِقٌ ۔

"যিনি আমার সাহাবীদের ব্যাপারে উত্তম আলোচনা করলেন তিনিই মু'মিন। আর যে তাঁদের ব্যাপারে সমালোচনা (মন্দ) করল, সে মুনাফিক"।

উপরোক্ত হাদীস শরীফ থেকে এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে, যারা সাহাবীদের ব্যাপারে উত্তম আলোচনা করবেন তারাই মু'মিন আর যারা মন্দ বলবে, সমালোচনা করবে তারাই মুনাফিক।

হাদীস নং-১২

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৪৪]

اِنَّ اللّٰهَ اخْتَارَ اَصْحَابِیْ عَلٰی الثَّقْلَیْنِ سِوَی النَّبِیِّیْنَ وَ الْمُرْسَلِیْنَ ۔

"আল-াহ তা'আলা নবী ও রাসূলগণ (আ.) ব্যতীত সমস্ড় জীন এবং ইনসানের মধ্যে আমার সাহাবীদেরকে মনোনিত করেছেন"। একথা অনায়সে বুঝা যাচ্ছে যে, নবী-রাসূলগণের পর নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাহাবীগণই হলেন হেদায়তের আকাশে উজ্জল নক্ষত্র।

হাদীস নং-১৩

---

৪২. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

৪৩. 'আল-ামা শিবলঞ্জী : নুর্ল আবসার ফী মানাক্বিবে আ-লে বায়তিন নবীয়্যিল মুখতার, পৃ. ৫।

৪৪. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২।

হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন ‘উমর (রা.) থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৪৫]

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ سَبَّ اَصْحَابِیْ -

“যে আমার সাহাবীদেরকে মন্দ বলবে তার উপর আল-াহর অভিশম্পাত”

হাদীস নং-১৪

হযরত বুরায়দাহ (রা.) থেকে বর্ণিত,[৪৬]

مَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ اَصْحَابِیْ یَمُوْتُ بِاَرْضٍ اِلَّا بُعِثَ قَائِدًا وَّ نُوْرًا لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ -

“যখন কোন এলাকায় আমার কোন সাহাবী ইনতিকাল করেন, তখন এলাকার জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ড় তাঁকে নেতা ও আলোকবর্তিকা স্বরূপ প্রেরণ করা হবে”।

হাদীস নং-১৫

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত নূর নবী সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৪৭]

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِرَجُلٍ مِنْ اُمَّتِیْ خَیْرًا اَلْقٰی حُبَّ اَصْحَابِیْ فِیْ قَلْبِهٖ -

“যখন আল-াহ তা‘আলা আমার উম্মতের কোন ব্যক্তির মঙ্গল কামনা করেন তখন তাঁর অন্ড়রে আমার সাহাবীদের ভালবাসা ঢেলে দেন”।

হাদীস নং-১৬

নূর নবী সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৪৮] - مَنْ سَبَّ اَصْحَابِیْ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِیْنَ

“যে ব্যক্তি আমার সাহাবীদের গালি দেবে তার উপর আল-াহ তা‘আলার ফিরিস্ড়াদের এবং সমস্ড় মানুষের অভিশম্পাত”।

হাদীস নং-১৭

---

৪৫. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

৪৬. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

৪৭. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

৪৮. ‘আল-ামা ইউসুফ ইবন ইসমা‘ঈল নাবহানী : আশ-শারফুল মুআব্বাদ লিআ-লে মুহাম্মদ (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম) পৃ. ১০৫।

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৪৯] - شَفَاعَتِىْ مُبَاحَةٌ اِلَّا لِمَنْ سَبَّ اَصْحَابِىْ

“আমার সুপারিশ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু যে আমার সাহাবীদের গালি দেয় (তার জন্য প্রযোজ্য নয়)”।

হাদীস নং-১৮

নবী করীম রউফুর রহীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৫০]

اِذَا رَاَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ اَصْحَابِىْ فَقُوْلُوْا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى شَرِّكُمْ -

“যখন তোমরা ঐ সমস্ড় লোকদের দেখবে যারা আমার সাহাবীদের গালি দিচ্ছে, তখন তোমরা বল, তোমাদের মন্দের উপর আল-াহর লা‘আনত (অভিশম্পাত)”।

হাদীস নং-১৯

আল-াহর প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৫১]

اِنَّ شِرَارَ اُمَّتِىْ اَجْرَؤُهُمْ عَلٰى صِحَابَتِىْ -

“নিশ্চয় আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই মন্দ লোক যে আমার সাহাবীদের মন্দ বলার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করবে”।

হাদীস নং-২০

সরওয়ারে কায়েনাত সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৫২]

اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ -

“আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য, তাঁদের মধ্যে যাঁকেই তোমরা অনুসরণ কর, হেদায়ত প্রাপ্ত হবে”।

হাদীস নং-২১

---

৪৯. ‘আল-ামা ইউসুফ ইবন ইসমাঈল নাবহানী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।
৫০. ‘আল-ামা ইউসুফ ইবন ইসমাঈল নাবহানী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।
৫১. ‘আল-ামা ইউসুফ ইবন ইসমাঈল নাবহানী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।
৫২. ‘আল-ামা ইউসুফ ইবন ইসমাঈল নাবহানী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

হযরত জাবির, হযরত ইমাম হাসান ইবন 'আলী, হযরত ইবন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হাফিয যাহাবী হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৫৩]

يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَسْمَعُوْنَ الرَّافِضَةَ يَرْفُضُوْنَ الْاِسْلَامَ فَاقْتُلُوْهُمْ فَاِنَّهُمْ مُشْرِكُوْنَ -

"শেষ যামানায় রাফিযী নামক একটি দল হবে, যারা ইসলামকে ছুড়ে ফেলবে, তাদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে, কেননা তারা মুশরিক"।

রাফিযী সম্প্রদায়ের 'আক্বীদা-বিশ্বাস : [৫৪]

এই বাতিল সম্প্রদায় হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.), হযরত 'উমর ফার"ক্ব (রা.) এবং হযরত 'আলী (রা.) ছাড়া সকল সাহাবীদের প্রতি অসন্তুষ্ট। তারা মৌজার উপর মাসেহ করা কে অস্বীকার করে। তাদের একটি শাখা 'উলবিয়া হযরত 'আলীকে নবী মনে করে।

সাহাবী (اَلصَّحَابِىُّ) (রা.) পরিচিতি :

আভিধানিক অর্থ : صَحَابِىٌّ শব্দটি صُحْبَةٌ শব্দ থেকে উৎকলিত, এক বচনে صَاحِبٌ ও صَحَابِىٌّ বহুবচনে اَلصَّحَابَةُ ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ সাধারণত : সাঙ্গী-সাথী।[৫৫]

ড. মুহাম্মদ মুস্ড়ফিজুর রহমান বলেন, صَاحِبٌ অর্থ সঙ্গী, সাথী, সহচর, অনুসারী, বন্ধু মালিক, কর্তা ও শাসক ইত্যাদি। বহুবচন, صَحَابَةٌ, صُحْبَانٌ, اَصْحَابٌ ও صَحَبٌ প্রভৃতি।[৫৬]

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান বলেন, صَحَابِىٌّ অর্থ সাহাবী, রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সঙ্গী।[৫৭]

---

৫৩. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।
৫৪. ইমাম নসফী : শরহে আক্বাইদ, পৃ. ১৩।
৫৫. আল-কামুস আল-জদীদ (আরবী-উর্দু) পৃ. ৩৫০।
৫৬. আল-মুনীর (আরবী-বাংলা) পৃ. ৫১৬।
৫৭. আল-মু'জামুল ওয়াফী (আরবী-বাংলা) পৃ. ৬২২।

তাছাড়া শব্দটি আরো বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

১. اِسْتَصْحَبَهُ অর্থ دَعَاهُ اِلَى الصُّحْبَةِ وَلَازَمَهُ সে তাঁকে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য আহবান জানালো এবং স্থায়ী বন্ধুরূপে গ্রহণ করলো।

২. صَحِبَهُ অর্থ رَافَقَهُ সে তার সাথী হয়েছে।[৫৮]
এ অর্থে আরবগণ শব্দটি সচারাচর ব্যবহার করে থাকে, যেমন কারো শুভ কামনায় তারা বলে, صَحِبَكَ اللّٰهُ অর্থাৎ حَفِظَكَ اللّٰهُ وَرَافَقَكَ আল-াহ তোমায় হেফাযত কর“ক এবং তাঁর সাহায্য তোমার সাথী হউক,

৩. অনুরূপ শব্দটি দীর্ঘ বা ক্ষণিক সাহচর্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[৫৯]
صَحَابِيٌّ শব্দের বহুবচন صَحَابَةٌ তবে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সঙ্গী-সাথীদের বুঝানো জন্য শব্দটির বহুবচন صَحَابَةٌ ছাড়াও اَصْحَابٌ এবং صُحْبٌ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৬০]

মোট কথা সাহাবী শব্দটি আভিধানিক অর্থে সঙ্গী, সাথী, একত্রে জীবন যাপনকারী, সাহচর্যে অবস্থানকারী প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

সাহাবী-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় হাদীসবেত্তা ও মনীষীদের থেকে বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা পাওয়া যায়। যেমন-

১. অধিকাংশ মুহাদ্দিসদের মতে, সাহাবী বলা হয়,[৬১]

مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهٖ وَ مَاتَ عَلَى الْاِسْلَامِ

“যিনি মু’মীন অবস্থায় নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং মু’মীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন”।

---

৫৮. আল-কামুসুল মুহীত, খ. ১, পৃ. ৯১।
৫৯. লিসানুল আরব, খ. ২, পৃ. ৭।
৬০. লিসানুর আরব, খ. ২, পৃ. ৭; মু‘জামু লুগাতিল ফুকাহা, পৃ. ২৭১।
৬১. ইব্ন হাজর আসক্বালানী : আল-ইসাবা ফী তামীযীস সাহাবা, খ. ১, পৃ. ৪।

২. ইমাম শাফি‘য়ী (রহ.) বলেন,

مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهٖ وَ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَ لَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ

“যিনি মু’মিন অবস্থায় নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন, মু’মিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন, রাসূলের সাক্ষাৎ ও ইন্ড়িকালের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি মুরতাদ হয়ে গিয়ে থাকলেও”।

ইবন হাজর ‘আসক্বালানী (রহ.) এ সংজ্ঞাটি সমর্থন করেছেন।

৩. ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে সাহাবী তিনি, যিনি ঈমান অবস্থায় নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ঈমান অবস্থায় ইন্ড়িকাল করেছেন। ঈমান আনার পর মুরতাদ হয়ে গেলে তার সাহাবীয়্যাত বাতিল হয়ে যাবে। পুনরায় ইসলাম গ্রহণের পর আবার সাক্ষাৎ করা সাহাবীয়্যাতের জন্য শর্ত। আবার সাক্ষাৎ না হলে তিনি সাহাবীদের অন্ড়র্ভূক্ত হবেন না।

৪. হাফিয ইবন কাসীর সাহাবীর সংজ্ঞায় বলেন,

اَلصَّحَابِيُّ : مَنْ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَالِ اِسْلَامِ الرَّاوِيْ

وَ اِنْ لَمْ تُطِلْ صُحْبَتُهٗ لَهٗ وَ اِنْ لَمْ اِنْ يَرْوِ عَنْهُ شَيْئًا

“যিনি মুসলিম অবস্থায় নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। এ সাক্ষাতের সময় দীর্ঘ হোক অথবা সংক্ষিপ্ত, তিনি তাঁর থেকে কোন হাদীস বর্ণনা কর“ন অথবা না-ই কর“ন”।

৫. বতর“স বুস্ড়ানীর মতে,

مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ اَلثَّقَلَيْنِ (اَلْجِنِّ وَ الْاِنْسِ) مُؤْمِنًا وَ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ

“মানুষ ও জ্বিন হতে যিনি মু’মিন অবস্থায় নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, এবং মু’মিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি সাহাবীর অন্ড়র্ভূক্ত”।

উপরোক্ত সংজ্ঞা সমূহে مُؤْمِنًا بِهِ বলে ঐ সকল জ্বিন ও ইনসানকে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর উপর ঈমান এনেছেন এবং তাঁর অনুসরণ মেনে নিয়েছেন। যেমন বতর“স বুস্ড়নী অত্যন্ড় স্পষ্টভাবেই জ্বিনদেরকেও সাহাবীদের অন্ড়র্ভূক্ত করেছেন। এর দ্বারা আহলি কিতাব, মুশরিক ও মুনাফিক যারা রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর উপর ঈমান আনেনি, তারা সাহাবীদের সংজ্ঞা বহির্ভূত হয়েছে। আর যারা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি ঈমান আনেনি, কিন্তু পূর্ববর্তী কোন নবীর প্রতি ঈমান সহকারে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন তারও সাহাবী নয়। অনুরূপভাবে وَ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ বলে যারা পরবর্তীতে মুরতাদ হয়ে গিয়েছে এবং বেদ্বীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদেরকেও সাহাবী থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। যেমন ‘উবায়দুল-াহ ইবন জাহাশ আল-আসাদী। সে তার স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা.)-এর সাথে মুসলমান হয় এবং হাবশায় হিজরতের পর খৃষ্টান হয়ে যায়। আর খৃষ্টান অবস্থায় তথায় সে মারা যায়। অনুরূপ ‘আবদুল-াহ ইবন খাতাল ফতেহ মক্কার সময় মৃত্যুবরণ করে, রবীয়া ইবন উমাইয়া রোমে গিয়ে খৃষ্টান হয়ে যায় এবং ঐ অবস্থায় মারা যায়, ইবন খালাফ প্রমুখ মুরতাদ। সাহাবী হওয়ার জন্য ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ শর্তটি উলে-খিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। কিন্তু নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর ইন্ড়িকালের পরে বা পূর্বে আবার যদি সে ইসলামে ফিরে আসে এবং রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে দেখার সৌভাগ্য আর না পায়, ইমাম শাফি‘য়ী (রহ.)-এর নিকট তাঁকে সাহাবীদের মাঝে গণ্য করা হবে। অপর দিকে ইমাম আ‘যম আবূ হানিফা (রহ.)-এর মতে তিনি আর সাহাবী থাকবে না।[৬২]

---

৬২. ইব্ন হাজর আসক্বালানী : আল-ইসাবা ফী তামীযীস সাহাবা, খ. ১, পৃ. ৫; ড. মাহমূদ আত-তাহহান : তাইসীর“ মুস্ড়লাহিল হাদীস (আরবী-বাংলা, ইসলামীয়া কুতুবখানা, ঢাকা) পৃ. ১৭৫-১৭৬।

৬. কারো কারো মতে, নিম্নোক্ত চারটি গুণের মধ্যে কোন একটি কারো মধ্যে পাওয়া না গেলে তাকে সাহাবী বলে গণ্য করা যাবে না।
   ক. নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে দীর্ঘ সাহচর্য।
   খ. নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর থেকে হাদীস বর্ণনা।
   গ. নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে কমপক্ষে একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ।
   ঘ. নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সমীপে শাহাদাতবরণ কামনাকারী।[৬৩]

এ সংজ্ঞা মোতাবেক অনেকেই সাহাবীদের আওতাবহির্ভূত হয়ে পড়েন। কেননা, এমন অনেক সাহাবী আছেন, যাঁরা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি, কোন যুদ্ধেও অংশ গ্রহন করেননি, এমনকি দীর্ঘ সাহচর্যও লাভ করেননি।

৭. হযরত সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রা.) বলেন, সাহাবী হওয়্যার জন্য এক বা দু'বছর নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাহচর্য লাভ এবং তাঁর সাথে দু'একটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা শর্ত।[৬৪]

   হযরত সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রা.)-এর উক্ত সংজ্ঞা সঠিক বলে ধরে নিলে হযরত 'আবদুল-াহ আল-বাজালী (রা.) সাহাবী হতে বাদ পড়ে যান। হাফিয ইরাকী (রহ.) বলেন, সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়িবের এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়। কেননা এ সনদে মুহাম্মদ ইবন 'উমর আল-ওয়াকিদী নামে একজন বর্ণনাকারী আছেন, যিনি হাদীসে দূর্বল বর্ণনাকারী।[৬৫]

   ইবনুজ জাওযী (রহ.) বলেন, আলেমদের সাধারণ অভিমত সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রা.)-এর বর্ণনার বিপরীত, কেননা তাঁরা 'আবদুল-াহ আল-বাজালী (রা.)কে সাহাবীদের মাঝে গণ্য করেন। যদিও তাঁর জন্ম ১০ম

---

৬৩. ড. মাহমূদ আত-তাহহান : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।
৬৪. ইবনুস সালাহ (রহ.) : মুকাদ্দামা, পৃ. ১১৯।
৬৫. শিব্বির আহমদ উসমানী : ফতহুল মুলহীম, খ. ৪, পৃ. ৩২।

হিজরীতে। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর ইন্ড়িকালের সময় তিনি অল্পবয়স্ক ছিলেন। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম সাথে কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ পাননি।[৬৬]

মুহাদ্দিসদের এক জামা'আত এবং উসুলবিদদের মতে, সাহাবী হওয়ার জন্য শর্ত হলো দীর্ঘ সময় রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাহচর্য লাভ করা। কেননা সাধারণ পরিভাষায় যদি বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তি অমুকের সাথী তার বন্ধু, তাহলে এর দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, ঐ ব্যক্তি একটা উলে-খযোগ্য সময়কাল তার সাহচর্যে অতিবাহিত করেছে। পক্ষান্ড়রে, কোন ব্যক্তি কারো সাথে স্বল্প সময়ের জন্য সাক্ষাৎ করলে তার সাথে উঠা-বসা এবং কথাবার্তা বিনিময়ের সুযোগ না পেলে সাধারণভাবে তাকে ঐ ব্যক্তির বন্ধু হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় না।[৬৭]

৮. ক্বারী আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন আত-তৈয়্যব এর অভিমত হল, অল্প এবং অধিক উভয় ক্ষেত্রেই সুহবত শব্দের ব্যবহার হলেও সাধারণত: পরিভাষিক অর্থে সাহাবী ঐ ব্যক্তিকে বলে, যিনি দীর্ঘ সময় নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাহচর্য লাভ করেছেন।[৬৮]

৯. কিছু সংখ্যক রিজাল শাস্ত্রবিদ সাহাবীর সংজ্ঞা বলেছেন,

هُمُ الَّذِيْنَ شَهِدُوْا الْوَحْىَ التَّنْزِيْلَ وَ عَرَّفُوْا التَّفْسِيْرَ وَ التَّاْوِيْلَ

"যাঁরা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর উপর কুরআন অবতরণ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাফসীর ও তা'বীল সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছেন"।[৬৯]

১০. একদল 'আলিমের মতে, যে ব্যক্তি বয়:প্রাপ্ত হওয়ার পর একবার নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি

---

৬৬. ইবনুজ জাওযী : তালকীহু ফুহসি আহলিল আসার, পৃ. ৭৭।
৬৭. ইবনুস সালাহ (রহ.) : মুকাদ্দামা, পৃ. ১১৮-১১৯।
৬৮. উসওয়াতুস সাহাবা, খ. ১, পৃ. ১৬।
৬৯. কিতাবুল জরহি ওয়াত তা'দীল, খ. ১, পৃ. ৭।

ওয়াসাল-ামকে দেখেছেন তিনি সাহাবী, আর যিনি অপ্রাপ্ত বয়সে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে দেখেছেন, তিনি এ হিসেবে সাহাবী যে, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম তাঁকে দেখেছেন। 'আমির ইবন ওয়াসিল আল-কিনানী আবূত তোফায়েল (রা.) ১০০ হিজরীর কিছুদিন পরেই ইন্ড়িকাল করেন। তিনিই সর্বশেষ সাহাবী।[৭০] শিশু অবস্থায় তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে দেখেছেন। যদি কেউ নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর ইন্ড়িকালের পরে দাফনের পূর্বে তাঁকে দেখে থাকেন যেমনটি ঘটেছিল প্রখ্যাত আরবী কবি আবূ জুয়ায়িব আল-হুজালীর ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ড় হবে ? 'আলেমদের মাঝে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে গ্রহণযোগ্য মত হল এমন ব্যক্তি সাহাবীদের অন্ড়র্ভূক্ত হবেন না।[৭১]

পরিশেষে জানা যায়, উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর মাঝে প্রথম সংজ্ঞাটি অধিক বিশুদ্ধ বলে মনে হয়। কেননা, তাতে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি সাহাবীর অন্ড়র্ভূক্ত হবেন, যিনি ঈমান অবস্থায় নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাক্ষাত ও সাহচর্য লাভ করেছেন এবং ঈমানের উপর ইন্ড়িকাল করেছেন। সংজ্ঞাটি অত্যন্ড় ব্যাপক অর্থবোধক, যা ইতি:পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

সাহাবী হওয়া জানার উপায় :

কে সাহাবী তা জানার জন্য ছয়টি উপায় আছে।[৭২] যথা :

১. **খবরে মুতাওয়াতিরের মাধ্যমে :**[৭৩] যেমন হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.), হযরত 'উমর ফার"ক্ব (রা.), হযরত 'উসমান যুননুরায়ন (রা.) ও হযরত 'আলী মুরতুজা (রা.) প্রমুখ আশারায়ে মুবাশ্শারা (রা.) সাহাবায়ে কেরাম। এর মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর সাহাবীয়্যত

---

৭০. উসূদুল গাবাহ, খ. ৩, পৃ. ৯৭।

৭১. ইব্ন হাজর আসক্বালানী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭।

৭২. ড. মাহমুদ আত-তাহহান : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

৭৩. **খবরে মুতাওয়াতিরের সংজ্ঞা :** যে খবর/হাদীসকে এত অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, যাদের মিথ্যার উপর ঐক্যবদ্ধতা পোষণ করাকে সাধরণত অসম্ভব মনে হয়।

অস্বীকারকারী কাফির হবে। কারণ তাঁর সাহাবী হওয়া কুরআন মজীদ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন- আল-াহ তা'আলা বলেন,

اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

"যখন আপন সঙ্গীকে ফরমাচ্ছিলেন, 'দুঃখিত হয়োনা নিঃসন্দেহে আল-াহ আমাদের সাথে আছেন"।[৭৪]

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) ছাড়া অন্যান্য সাহাবীদের সাহাবীয়্যাতকে কেউ অস্বীকার করলে সে কাফির হবে না।

২. খবরে মুস্ড়াফিদ্বের মাধ্যমে।[৭৫]
৩. খবরে মশহুরের মাধ্যমে।[৭৬]
৪. এক সাহাবী অপর সাহাবীর ব্যাপারে সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে।
৫. নির্ভরযোগ্য তাবি'য়ীর জানানোর মাধ্যমে।
৬. সাহাবী নিজের দাবীর মাধ্যমে যে, তিনি সাহাবী, যদি তাঁর দাবীর যথার্থতা প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ কোন সাহাবীর নিজের ব্যাপারে সাহাবী হওয়ার দাবী ঐ সময় গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা সাধারণ ও শর'য়ী দৃষ্টিতে সম্ভাব্য হবে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর ওফাতের একশ বছর পর সাহাবী হওয়ার দাবী করে, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, হযরত ইবন 'উমর (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম জীবনের শেষ দিকে এসে বলেন, আজ যাঁরা পৃথিবীতে জীবিত আছে একশ বছর পর তাদের কেউ আর জীবিত থাকবে না।[৭৭]

সাহাবী হওয়ার দাবী করলে তার হুকুম :

কেউ নিজেকে সাহাবী হওয়ার দাবী করলে সে দাবী গ্রহণযোগ্য হবে কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন-

---

৭৪. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা তাওবা আয়াত নং ৪০ পৃ. ৩৫৭।
৭৫. খবরে মুস্ড়াফিদ্বের সংজ্ঞা : খবরে মুস্ড়াফিদ্ব খবরে মশহুরের সমার্থবোধক।
৭৬. খবরে মশহুরের সংজ্ঞা : যে খবর/হাদীসকে প্রতিটি স্ড়রে তিন বা ততোধিক রাবী বর্ণনা করেছেন।
৭৭. ড. মাহমুদ আত-তাহহান : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

১. কতিপয় মনীষীর অভিমত হল, এমন ব্যক্তি সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হবেন না। কেননা, কেউ নিজেকে আদিল বলে দাবী করলে তার দাবী গ্রহণযোগ্য হয় না। তেমনিভাবে কেউ নিজেকে সাহাবী বললে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. অধিকাংশ মনীষীর অভিমত হল, এমন ব্যক্তি সাহাবী হবেন। কারণ ন্যায়পরায়ণ (আদিল) ব্যক্তির খবর তার রেওয়াতের ব্যাপারে গৃহীত হবে। এমনিভাবে তার এই মর্মে খবর প্রদান করা যে, "রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে"- এটিও গ্রহণযোগ্য হবে।

মোল-া 'আলী ক্বারী (রহ.) প্রথম দলের দলীলের জবাবে বলেন যে, নিজেকে আদিলের দাবীদার যদি অবস্থা অজ্ঞাত مَجْهُوْلُ الْحَالِ হয়, তাহলে তার দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। আর যদি তিনি ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ তথা তার আদিল হওয়াটা মশহুর হয় তাহলে তার দাবী গ্রহণযোগ্য হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে আদিল বলে দাবী করে তার সাথে নিজেকে সাহাবী দাবীকারী ব্যক্তিকে কিয়াস করা ঠিক হবে না। কেননা, আদিল ব্যক্তির আদালত যদি মশহুর হয়, তাহলে তার আদিল হওয়ার সংবাদ প্রদানই গ্রহণযোগ্য হয়। তেমনি কোন ব্যক্তি নিজেকে সাহাবী বলে সংবাদ দিলে সেটা সম্ভাব্য হয়। তাহলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে।[৭৮]

সাহাবীদের (রা.) স্ড়র বিন্যাস :

আল-াহ তা'আলার খুবই পছন্দনীয় বান্দা হলেন, আম্বিয়া ও রাসূলগণ (আ.) নবুয়্যতের দিক দিয়ে সকল নবী-রাসূল এক সমান। তবে মর্যাদার দিক দিয়ে একে অপরের চেয়ে মর্যাদাশীল, যেমন : আল-াহ তা'আলা বলেন,

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ -

"এরা রাসূল, আমি তাদের মধ্যে এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠ করেছি"।[৭৯]

অনুরূপভাবে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাহাবীদের মধ্যেও "সাহাবা" হওয়ার বিষয়ে সকলে এক

---

৭৮. ড. মাহমুদ আত-তাহহান : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

৭৯. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান, সূরা বাক্বারা, আয়াত নং-২৫৩, পৃ. ৯৩।

বরাবর হলেও মর্যাদার দিক দিয়ে এক বরাবর নয়। ইসলাম গ্রহণের অগ্রগামীতা, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সান্নিধ্য গ্রহণ, হিজরত ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ এবং ইসলামের খেদমত করার দিক দিয়ে একজন অপর জনের উপর মর্যাদাশীল। হাদীসে কুদসীতে স্বয়ং আল-াহ তা‘আলা এরশাদ করেন।[৮০]

يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اَصْحَابَکَ عِنْدِیْ بِمَنْزَلَةِ النُّجُوْمِ فِی السَّمَاءِ بَعْضُهَا اَقْوَی مِنْ بَعْضٍ -

“ওহে মুহাম্মদ ! সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম নিশ্চয় আপনার সঙ্গী-সাথী সাহাবীগণ আমার কাছে আসমানের নক্ষত্রের ন্যায়। তাঁরা কতেক কতেকের উপর অধিক শক্তিশালী”।

ইমাম আবুল মনসুর মাতুরিদী (রহ.) ও ড. সুবহী সালেহ সাহাবীদের যোগ্যতার উপকরণসমূহের ভিত্তিতে ‘উলামায়ে আহলে সুন্নাত সর্বসম্মতিক্রমে কুরআন মজিদ ও হাদীসের আলোকে আল-াহ রাসূলের সাহাবীদের বার স্ড়রে বিন্যস্ড় করেছেন।[৮১]

প্রথম স্ড়র :

সাহাবীগণের সর্বপ্রথম স্ড়রে রয়েছেন খোলাফায়ে রাশেদা তথা সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত চার জন সাহাবী রাদ্বিআল-াহু তা‘আলা ‘আনহুম। তাঁরা হলেন, যথাক্রমে,

১. সৈয়্যদুনা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)
২. সৈয়্যদুনা হযরত ‘উমর ফার“ক্ব (রা.)
৩. সৈয়্যদুনা হযরত ‘উসমান গণী যিননুরাইন (রা.)
৪. সৈয়্যদুনা হযরত ‘আলী (রা.)

দ্বিতীয় স্ড়র :

---

৮০. ওলিউদ্দীন আল-খতবি : মিশকাত শরীফ, পৃ. ৫৪৪।

৮১. হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ আজিজুর রহমান : শ্রেষ্ঠ নবীর-শ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) পৃ. ৪১।

দ্বিতীয় স্ড়রের সাহাবী হলেন ‘আশারাহ মুবাশশারা অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ জন সাহাবী রাদ্বিআল-াহু তা‘আলা ‘আনহুম। তাঁদের নাম যথাক্রমে-[৮২]

১. সৈয়্যদুনা আবূ বকর সিদ্দিক্ব রাদ্বিআল-াহু তা‘আলা ‘আনহু।
২. সৈয়্যদুনা হযরত ‘উমর ফার“ক্ব রাদ্বিআল-াহু তা‘আলা ‘আনহু।
৩. সৈয়্যদুনা হযরত ‘উসমান গণী যিননুরাইন রাদ্বিআল-াহু তা‘আলা ‘আনহু।
৪. সৈয়্যদুনা হযরত ‘আলী রাদ্বিআল-াহু তা‘আলা ‘আনহু।
৫. সৈয়্যদুনা হযরত তালহা রাদ্বিআল-াহু তা‘আলা ‘আনহু।
৬. সৈয়্যদুনা হযরত যুবায়র ইবনুল ‘আওয়াম রাদ্বিআল-াহু তা‘আলা ‘আনহু।
৭. সৈয়্যদুনা হযরত ‘আবদুর রহমান ইবন ‘আউফ রাদ্বিআল-াহু তা‘আলা ‘আনহু।
৮. সৈয়্যদুনা হযরত সা‘দ ইবন আবি ওয়াক্বাস রাদ্বিআল-াহু তা‘আলা ‘আনহু।
৯. সৈয়্যদুনা হযরত সা‘ঈদ ইবন যায়দ রাদ্বিআল-াহু তা‘আলা ‘আনহু।
১০. সৈয়্যদুনা আবূ ‘উবায়দা ইবন জাররাহ্ রাদ্বিআল-াহু তা‘আলা ‘আনহু।

তৃতীয় স্ড়র :

হিজরী দ্বিতীয় সালে মদীনা ত্বৈয়বা থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বদর নামক প্রান্ড়রে কাফিরদের বির“দ্ধে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে যে ৩১৩ জন জলীলুল কদর সাহাবী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁরাই হলেন তৃতীয় স্ড়রের সাহাবী রাদ্বি আল-াহু তা‘আলা ‘আনহুম। তাঁদের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে।

---

[৮২]. ইমাম বুখারী : আল-জামি‘ আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫১৮ (১৪ পারা) ; ‘আল-াামা তাফতাজানী : শরহে ‘আকাঈদে নাসফী পৃ. ১৫১।

তাঁদের শানে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, [৮৩]

لَعَلَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ اِلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِعْلَمُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اَوْ فَقَدْغَفَرْتُ لَكُمْ ـ

“আল-াহ তা‘আলা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মহান সাহাবীদের সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন, তোমরা যা চাও করতে পার, নিশ্চয় তোমাদের জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়েছে, অথবা আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি”।

তাঁদের শানে কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে আরো বহু বর্ণনা রয়েছে।

চতুর্থ স্ড়র :

তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে মদীনা ত্বৈয়বা হতে পাঁচ মাইল পশ্চিমে উহুদ প্রান্ড়রে যে সমস্ড় সাহাবী নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে কাফিরদের বির“দ্ধে যুদ্ধ করেছেন তাঁরাই হলেন চতুর্থ স্ড়রের সাহাবী, রাদ্বি আল-াহু তা‘আলা ‘আনহুম। তাঁদের সংখ্যা ছিল সাতশত। তাঁদের অনেক ফদ্বীলত ও মর্যাদা রয়েছে। তাঁদের শানে কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে অনেক বর্ণনা রয়েছে।

পঞ্চম স্ড়র :

হুদায়বিয়া নামক স্থানে যাঁরা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র হাত মোবারকে ইসলামের পক্ষে কাফিরদের বির“দ্ধে যুদ্ধ করার উপর যে শপথ বা বায়‘আত গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাই হলেন পঞ্চম স্ড়রের সাহাবী, রাদ্বি আল-াহু তা‘আলা ‘আনহুম। সময় ছিল ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মাস। এঁদের সংখ্যা প্রায় ১৪০০। তাঁদের শানে আল-াহ ও রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম অনেক ফদ্বীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন।

৬ষ্ঠ স্ড়র :

৬ষ্ঠ স্ড়রের সাহাবী হলেন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর পরিবার-পরিজনদের সদস্যবৃন্দ, যাঁদেরকে আহলে বায়তে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বলে। তাঁদের শানে কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে বহু বর্ণনা রয়েছে।

---

[৮৩]. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৬৭ (১৬ পারা)

সপ্তম স্ড়র :

মক্কা মুকাররমায় আকাবা নামক স্থানে নবুয়্যতের দশম বছর ৬ জন মদীনাবসী একাদশ বছর ১২ জন এবং দ্বাদশ বছর সত্তর জন সাহাবী নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র হাত মোবারকে বায়'আত গ্রহণ করেন, তাঁরাই হলেন সপ্তম স্ড়রের সাহাবী। তাঁদের শানে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অষ্টম স্ড়র :

ঐ সমস্ড় মহান সাহাবী যাঁরা মক্কার কাফিরদের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ঈমানকে হেফাযত করার মানসে, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর আদেশে নিজেদের ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন এবং প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে নবুয়্যতের পঞ্চম বছর সুদূর আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। তাঁরাই হলেন অষ্টম স্ড়রের সাহাবী। সংখ্যায় তাঁরা এগার জন পুর"ষ চার জন মহিলা ছিলেন। এর কিছু দিন পর জা'ফর ইবন আবূ তালেবের নেতৃত্বে আরো ৮৩ জন সাহাবী নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর আদেশে হাবশায় হিজরত করেছেন।

নবম স্ড়র :

নবুয়্যতের ত্রয়োদশ বছর আল-াহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম সাহাবায়ে কেরাম (রা.)কে মদীনায় হিজরতের জন্য আদেশ করেন, যে সমস্ড় সাহাবী নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর পূর্বে মদীনা হিজরত করেন তাঁরা নবম স্ড়রের সাহাবী।

দশম স্ড়র :

ঐ সমস্ড় সাহাবী যাঁরা বদর যুদ্ধ ও উহুদ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে মদীনা ত্বৈয়বায় হিজরত করেছেন।

একাদশ স্ড়র :

ঐ সমস্ড় সাহাবী যাঁরা হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদীনা ত্বৈয়বায় হিজরত করেছেন।

দ্বাদশ স্ড়র :

উপরোলি-খিত সাহাবীগণ ব্যতীত অপরাপর সাহাবীগণ এ স্ড়রের অন্ড়র্ভূক্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

খোলাফায়ে রাশেদা (রা.)-এর ফদ্বীলত ও মর্যাদা

খোলাফায়ে রাশেদা (রা.)-এর ফদ্বীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে আল-াহ তা‘আলা বলেন,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ـ

“মুহাম্মদ আল-াহর রাসূল; এবং তাঁর সঙ্গে যারা আছে, কাফিরদের উপর কঠোর এবং পরস্পরের মধ্যে দয়াশীল, তুমি তাদেরকে দেখবে র“কু‘কারী, সাজদারত, আল-াহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে”।

(সূরা ফত্হ, আয়াত নং-২৯)

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম চার খলীফা (রা.)-এর ফদ্বীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে এরশাদ করেন-

اَبُوْ بَكْرٍ تَاجُ الْاِسْلَامِ وَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةُ الْاِسْلَامِ وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ اِكْلِيْلُ الْاِسْلَامِ وَ عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ طَبِيْبُ الْاِسْلَامِ ـ

“আবূ বকর হলেন ইসলামের তাজ-মুকুট, ‘উমর ইবনুল খাত্তাব হলেন ইসলামের লেবাস-পোশাক, ‘উসমান ইবন ‘আফ্ফান হলেন ইসলামের মালা আর ‘আলী ইবন আবূ তালিব হলেন ইসলামের ডাক্তার”।

[‘আল-ামা আবদুর রহমান সাফুরী (রহ.) : নুযহাতুল মাজালিস, খ. ২, পৃ. ২২৫।]

আল-কুরআনের আলোকে খোলাফায়ে রাশেদা (রা.)-এর ফদ্বীলত ও মর্যাদা :

প্রথম স্ড়রের সাহাবী সৈয়্যদুনা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব, সৈয়্যদুনা হযরত ‘উমর ফার“ক্ব, সৈয়্যদুনা হযরত ‘উসমান গণী যিন নুরাইন এবং সৈয়্যদুনা হযরত ‘আলী মুরতুদ্বা রাদ্বি আল-াহু তা‘আলা ‘আনহুম-এর ফদ্বীলত মর্যাদা, আত্ম-ত্যাগ ইসলামে এত বেশী যে যার বর্ণনা তুলে ধরা প্রায় অসম্ভব। এর পরও আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু আলোচনা উপস্থাপন করা হল :

১. আল-কুরআনের বাণী :

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ـ

“মুহাম্মদ আল-াহর রাসূল; এবং তাঁর সঙ্গে যারা আছে, কাফিরদের উপর কঠোর এবং পরস্পরের মধ্যে দয়াশীল, তুমি তাদেরকে দেখবে র“কু‘কারী, সাজদারত, আল-াহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে”।[৮৪]

উপরোক্ত আয়াতে করীমার তাফসীর করতে গিয়ে ‘আল-ামা ‘আলা উদ্দীন বাগদাদী খাযিন(রহ.) বলেন,[৮৫]

وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ দ্বারা আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) উদ্দেশ্য।

اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ দ্বারা হযরত ‘উমর ফার“ক্ব (রা.) উদ্দেশ্য।

رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ দ্বারা হযরত ‘উসমান গণী যিন নুরাইন (রা.) উদ্দেশ্য।

تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا দ্বারা হযরত ‘আলী মুরতুদ্বা (রা.) উদ্দেশ্য।

فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ـ দ্বারা অবশিষ্ট সাহাবী (রা.) উদ্দেশ্য।

উক্ত তাফসীর বাস্ড়বতার নিরেখে যথাযথ, কেননা চারজন খলীফার ব্যাপারে আয়াতে কুরআনী যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

বাস্ড়বিক পক্ষেই হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) শিশুকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ড়, মক্কা মুকাররমায়, গারে সওরে, পাহাড়ে-পর্বতে, বাগানে-বাজারে, মর“ভূমি-মর“প্রান্ড়রে, মদীনা ত্বৈয়বার অলি-গলিতে, সফরে-হাদ্বরে গুহার মধ্যে সর্বোপরি মাযার শরীফে আপন হাবীব সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সঙ্গেই রয়েছেন। এটাই হলো مَعِيَّتْ মাইয়্যত বা সাহচর্য বা সাথে, তিনিই নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর আপন সঙ্গী-সাহাবী। সেজন্য مَعَهٗ দ্বারা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)ই উদ্দেশ্য।

---

[৮৪]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা ফত্হ, আয়াত নং-২৯, পৃ. ৯১৯-৯২০।

[৮৫]. ইমাম খাযিন : তাফসীরে খাযিন, খ. ৪, পৃ. ১৭৩।

আর 'উমর ফার"ক্ব (রা.) সত্যিই কাফিরদের উপর, বুত-মুর্তির উপর, তাওহীদ ও রেসালতের অমান্যকারীর উপর কুরআনী হুকুম অনুযায়ী খুবই কঠোর ছিলেন। তিনি ন্যায় ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন, মুনাফিকদের গর্দান উড়িয়ে দিয়েছেন, তিনি কাফির-মুনাফিক ও মুশরিকদের উপর বাস্ড়বিকই কঠোর ছিলেন। সে জন্য তাঁর বেলায় اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ আয়াতে করীমা প্রযোজ্য।

আর হযরত 'উসমান (রা.) খুবই দয়ালু ছিলেন, তাঁর ধৈর্য্যশীলতা ও লজ্জাশীলতা আসমান-জমিনে মশহুর ছিল। তাঁর শানে رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ প্রযোজ্য। হযরত 'আলী (রা.) প্রত্যেক সালাতের প্রত্যেক রাকা'আতের দু'সাজদার মাঝখানে আল-াহ তা'আলার দিদারে মশগুল থাকতেন। তাঁর বর্দান্যতা ও দানশীলতা আরবের প্রত্যেকে অবগত আছে। সুতরাং তাঁর শানে تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا প্রযোজ্য।[৮৬]

২. আল-কুরআনের বাণী :

وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ - تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا

"এবং আমি নুহকে আরোহণ করালাম তক্তা ও পেরেকসম্পন্ন বস্তুর উপর; যা আমার দৃষ্টিরই সামনাসামনি ভাসমান"।[৮৭]

ইমাম কুসাই (রহ.) স্বীয় কিতাব কাসাসুল আম্বিয়ায় উলে-খ করেছেন যে, হযরত নুহ (আ.) যখন নৌকার কিছু অংশ বানাতেন তখন জমিনের এক জাতীয় পোকা তা রাতে খেয়ে ফেলত। হযরত নুহ (আ.) আল-াহর দরবারে এ বিষয়ে আপত্তি জানালেন। তখন আল-াহ তা'আলা বললেন, আমার সৃষ্টির আকাবেরদের নাম লিখে দাও। নূহ (আ.) আরয করলেন, ওহে আল-াহ এরা কারা ? তখন আল-াহ তা'আলা এরশাদ ফরমান,

هُمْ اَصْحَابُ نَبِىِّ مُحَمَّدٍ اَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرٌ وَ عُثْمَانٌ وَ عَلِىٌّ -

"তাঁরা হলো আমার নবী হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথী-সাহাবী আবূ বকর, 'উমর, 'উসমান এবং 'আলী (রা.)"।

---

[৮৬]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬।

[৮৭]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা ক্বামার, আয়াত নং-১৩-১৪, পৃ. ৯৫২।

অতঃপর হযরত নুহ (আ.) নৌকার চার কোণায় চার জনের নাম লিপিবদ্ধ করে দিলেন ফলে তা সুরক্ষিত হল।

অথচ নুহ (আ.) আমাদের নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম থেকে অনেক বছর পূর্বে দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছিলেন, এবং তাঁর নৌকা এ চার জন হযরাতের উসিলায় সুরক্ষিত হয়েছিল। তাঁরা এমনই শানের অধিকারী।[৮৮]

৩. আল-কুরআনের বাণী :

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ -

"এবং আমি তাদের বক্ষসমূহ থেকে হিংসা বিদ্বেষকে টেনে বের করে নিয়েছি"।[৮৯]

যা দুনিয়ায় তাদের মধ্যে ছিল; এবং স্বভাব-প্রকৃতিকে পরিস্কার করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব ব্যতীত আর কিছুই বাকী থাকেনি। হযরত 'আলী মুরতাদ্বা (রা.) বলেন, এটা আমরা, বদরযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এটাও তাঁর থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, "আমি আশা করি যে, আমি, 'উসমান, তালহা এবং যুবায়র (রা.) ঐ সবের অন্ড়র্ভূক্ত রয়েছি, যাঁদের প্রসঙ্গে আল-াহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতে করীমা নাযিল করেছেন। হযরত 'আলী (রা.) এ বাণী রাফেযী (শিয়া) সম্প্রদায়ের ভ্রান্ড়-'আকীদার মূলোৎপাটন করে দিয়েছে।[৯০]

হযরত 'আল-ামা শীবলঞ্জী (রহ.) "উমদাতুত তাহক্বীক্ব" গ্রন্থের সূত্রে লেখেছেন, ক্বিয়ামতের দিনে লাল ইয়াকুত পাথর দিয়ে তৈরী একটি আসন বানানো হবে, যার দৈর্ঘ হবে বিশ মাইল। আল-াহ তা'আলার পরিকল্পনায় সবকিছু ঠিক ঠাক হবে, সেখানে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) সে আসনে সমাসীন হবেন। অতঃপর হলুদ ইয়াকুত পাথরের অপর একটি আসন নিয়া হবে, সেখানে হযরত 'উমর ফার"ক্ব সমাসীন হবেন। অতঃপর সবুজ ইয়াকুত পাথরের অপর একটি আসন নেয়া হবে তথায় হযরত 'উসমান গণী সমাসীন

---

৮৮. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭; 'আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

৮৯. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা আ'রাফ, আয়াত নং-৪৩, পৃ. ২৮৭।

৯০. মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭।

হবেন, অতঃপর অপর একটি সাদা ইয়াকুত পাথরের আসন নেয়া হবে সেখানে হযরত ‘আলী সমাসীন হবেন। তারপর আল-াহ তা‘আলা ঐ চার আসনকে নীচে নামার হুকুম দিবেন। সেগুলো আল-াহর ‘আরশ ‘আযীমের ছায়ার নীচে আবতরণ করবে। অতঃপর জ্যোতির্ময় মুতি সমূহের অনিন্দ্যসুন্দর একটি তাবু তার উপর টাঙ্গানো হবে। ঐ তাবু এত বেশী প্রশস্থ হবে যে, যদি সাত আসমান ও সাত জমিনে যা আছে একত্রিত করা হলে ঐ তাবুর এক কোণ পরিমাণ হবে না।

তাঁরা একে অপরের সামনে আপন ভাইয়ের মত উপবেসন করবেন।

اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ -

“তাঁরা একে অপরের সামনে মুখমুখি হয়ে ঐ আসনে সমাসীন হবেন”।

অতঃপর আল-াহ তা‘আলা জাহান্নামকে নির্দেশ দিবেন, “সমস্ড় কাফির ও রাফিযীকে বাইরে নিক্ষেপ কর, আল-াহ তা‘আলা তাদের চোখ থেকে পর্দা তুলে নেবেন। ঐ সমস্ড় কাফির ও রাফিযী নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর উম্মতদেরকে জান্নাতে দেখতে পরে, অতঃপর তারা বলবে, “মানুষ তাঁদের (সাহাবীদের) প্রতি মুহাব্বতের কারণে সৌভাগ্যমন্ডিত হয়েছে”। আর “আমরা তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ আর শত্রুতার কারণে হতভাগা হয়ে গেলাম”। তারপর আল-াহ তা‘আলা তাদেরকে জাহান্নামে ফেরৎ পাঠাবে।[৯১]

সুতরাং তাঁরাই সফলকাম যাঁরা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর গোলামদের গোলামী করে নিজেকে জান্নাতী বানাতে পারবে।

৪. আল-কুরআনের বাণী :

وَالْعَصْرِ - اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ - اِلَّاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ - وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ -

“১. ঐ মাহবুবের যুগের শপথ, ২. নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, ৩. কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে ও একে অপরকে সত্যের জন্য জোর দিয়েছে এবং অপরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে”।[৯২]

---

[৯১]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

[৯২]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা আসর, পৃ. ১০৯৫।

'আল-ামা শিবলঞ্জী (রহ.) 'তাফসীরে খত্বীব'-এর সূত্রে হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর নিকট সূরা আসর তেলাওয়াত করলাম এবং আরয করলাম অনুগ্রহ পূর্বক তাফসীর বলুন ইয়া রাসূলাল-াহ! তখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এরশাদ ফরমান,

وَالْعَصْرِ তোমাদের প্রভু দিনের শেষ সময়ের শপথ করেছেন।

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ আয়াত দ্বারা বদবখত আবূ জাহাল উদ্দেশ্য।

اِلَّاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আয়াত দ্বারা হযরত আবূ বকর (রা.) উদ্দেশ্য।

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ আয়াত দ্বারা হযরত 'উমর (রা.) উদ্দেশ্য।

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ আয়াত দ্বারা হযরত 'উসমান (রা.) উদ্দেশ্য।

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ আয়াত দ্বারা হযরত 'আলী (রা.) উদ্দেশ্য।

হযরত 'আবদুল-াহ ইবন আব্বাস (রা.)ও মিম্বরে উঠে সাহাবীদের সামনে এভাবেই তাফসীর করেছেন।[৯৩]

হাদীসের আলোকে খোলাফায়ে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম :

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে অন্ড়রের অন্ড়স্থল থেকে ভালবাসতেন তাঁরা অর্থাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব, হযরত 'উমর ফার"ক্ব, হযরত 'উসমান গণী যিন নূরাইন ও হযরত 'আলী মুরতাদ্বা রাদ্বি আল-াহু 'আনহুম। নিজেদের জান-মাল, ইজ্জত-সম্মান, সহায়-সম্বল যা কিছু ছিল সবই নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে উৎসর্গ করেছেন। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামও তাঁদেরকে মুহাব্বত করতেন, ভালবাসতেন, সবসময় তাঁদেরকে সাথে সাথে রাখতেন, তাঁদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদও দিয়েছেন। তাঁদের জন্য অনেক

[৯৩]. 'আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

গায়বী সংবাদও প্রদান করেছেন। তাঁদের প্রশংসায় স্বয়ং নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম পঞ্চমুখ। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাম্মধ্যে কয়েকটি নিয়ে উপস্থাপন করা হল-

হাদীস নং-১

‘আল-ামা শিবলঞ্জী (রহ.) “আর-রাউদ্বুল কায়িক্ব” গ্রন্থের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, [৯৪] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন।

خَلَقَنِىَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ جَوْهَرَةٍ مِنْ نُوْرٍ -

“আল-াহ তা‘আলা আমাকে জ্যোতির্ময় জাওহর থেকে সৃষ্টি করেছেন”। অতঃপর এর প্রতি স্বীয় রহমতের দৃষ্টিপাত করলেন, আমি লজ্জায় ঘর্মাক্ত হয়ে গেলাম। আমার থেকে চার ফোটা ঘাম ঝরে পড়ল, ওহে আবূ বকর প্রথম ফোটা দিয়ে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, দ্বিতীয় ফোটা দিয়ে ‘উমরকে, তৃতীয় ফোটা দিয়ে ‘উসমানকে এবং চতুর্থ ফোটা দিয়ে ‘আলীকে সৃষ্টি করেছেন।

فَنُوْرُكَ يَا اَبَا بَكْرٍ وَ نُوْرُ عُمَرٍ وَ عُثْمَانَ وَ عَلِيٍّ مِنْ نُوْرِىْ -

“ওহে আবূ বকর তোমার নূর এবং ‘উমর, ‘উসমান ও ‘আলীর নূর আমার নূর থেকে সৃজিত”। [৯৫]

হাদীস নং-২

হযরত আবূ সা‘ঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম শবে মি‘রাজে জান্নাতে গমন করেছেন, জান্নাতের বাগানে তিনি ভ্রমণ করেছেন এমন সময় তাঁর হাত মোবারকে একটি ফল আসল, তিনি বলেন, আমি ফলটি ধরে ফেললাম, আমি দেখলাম হঠাৎ করে ফলটি চার টুকরা হয়ে ভাগ হয়ে গেল, এবং প্রত্যেক টুকরা থেকে একজন হুর বের হল, তারা এমনই সুন্দর যে, যদি তাদের হাতের নখ পৃথিবীতে প্রকাশিত হয় তাহলে পৃথিবীবাসী ও আসমানবাসী সকলে ফিৎনায় নিমজ্জিত হয়ে পড়বে। আর যদি আপন হাত বাইরে বের করে তাহলে তাদের

---

[৯৪]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

[৯৫]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

জ্যোতি চন্দ্র-সূর্যের জ্যোতির চেয়ে উজ্জল হবে। আর যদি তারা যদি মুচকি হাসি দেয় তাহলে তাদের মুখের খোশবোতে পৃথিবী ও আসমান সুগন্ধিময় হয়ে যাবে। আমি একজন হুরকে প্রশ্ন করলাম তুমি কার জন্য ? সে জবাব দিল, আমি আবূ বকরের জন্য, আমি বললাম, তুমি স্বীয় স্বামীর মহলে চলে যাও, ফলে সে চলে গেল। দ্বিতীয় হুরকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কার জন্যে ? সে উত্তর দিল, আমি 'উমরের জন্য, আমি বললাম তুমি তোমার স্বামীর মহলে চলে যাও, সে চলে গেল। তৃতীয় জনকে বললাম তুমি কার জন্য ? সে বলল, আমি সে ব্যক্তির জন্য যে মযলুম অবস্থায় শহীদ হবেন, নিজের রক্তে রঞ্জিত হবেন তিনি হলেন 'উসমান। আমি বললাম স্বীয় স্বামীর ঘরে চলে যাও, সে চলে গেল। চতুর্থ জনকে বললাম, তুমি কার জন্য ? প্রথমত সে নিরব রইল, অতঃপর বলল, আল-াহর শপথ, আমাকে আল-াহ তা'আলা মা ফাতিমার সৌন্দর্যের উপর সৃষ্টি করেছেন, আমার নামও রেখেছেন ঐ নামে, আল-াহ তা'আলা আমাকে হযরত 'আলীর সাথে ফাতিমার শাদীর এক হাজার বছর পূর্বে শাদী দিয়েছেন।[৯৬]

হাদীস নং-৩

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, [৯৭] - لَايَجْتَمِعُ حُبُّ هٰؤُلَاءِ الْاَرْبَعَةِ اِلَّا فِىْ قَلْبِ مُؤْمِنٍ

"আবূ বকর, 'উমর, 'উসমান এবং 'আলীর মুহাব্বত শুধু মু'মিনের কলবেই পাওয়া যায়"।

হাদীস নং-৪

হযরত 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম থেকে বর্ণনা করেছেন,[৯৮]

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى عَزَّ وَ جَلَّ اِفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ حُبَّ اَبِىْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ وَ عَلِيٍّ كَمَا اِفْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّلٰوةَ وَ الزَّكٰوةَ وَ الصَّوْمَ وَ الْحَجَّ فَمَنْ اَبْغَضَ وَاحِدًا مِّنْهُمْ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ لَهٗ صَلٰوةً وَّ لَا زَكٰوةً وَّ لَا صَوْمًا وَّ لَا حَجًّا يَحْشُرُهٗ مِنْ قَبْرِهٖ اِلَى النَّارِ

---

[৯৬]. 'আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।
[৯৭]. 'আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।
[৯৮]. 'আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

“নিশ্চয়ই আল-াহ তা‘আলা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক, হযরত ‘উমর ফার“ক্ব, হযরত ‘উসমান গণী ও হযরত ‘আলী (রা.)-এর ভালবাসা তোমাদের উপর আবশ্যিক করেছেন, যেরূপ সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্ব তোমাদের উপর ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি তাঁদের মধ্যে যে কোন একজনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে তার সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্ব আল-াহ তা‘আলা কবুল করবেন না। তাকে কবর থেকে তুলে সোজা জাহান্নামে প্রেরণ করবেন।

হাদীস নং-৫

হযরত জাবের ইবন ‘আবদুল-াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বলেছেন, আল-াহ তা‘আলা আমার সাহাবীদের উভয় জাহানে পছন্দ করেছেন।[৯৯]

وَاخْتَارَ لِىْ مِنْ اَصْحَابِىْ اَرْبَعَةً اَبَا بَكْرٍ وَّ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ وَ عَلِيًّا فَجَعَلَهُمْ خَيْرَ اَصْحَابِىْ وَ فِىْ اَصْحَابِىْ كُلِّهِمْ خَيْرٌ ـ

“আমার জন্য আমার চারজন সাহাবী পছন্দ করেছেন এবং তাঁরা হলেন আবূ বকর সিদ্দিক্ব, ‘উমর, ‘উসমান এবং ‘আলী। অতঃপর তাঁদেরকে শ্রেষ্ঠ সাহাবী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমার সকল সাহাবীদের মধ্যে তাদেরকে শ্রেষ্ঠ করেছেন”।

হাদীস নং-৬

হযরত ‘আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আমাকে বলেছেন,[১০০]

يَا عَلِىُّ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ اَنْ اَتَّخِذَ اَبَا بَكْرٍ وَزِيْرًا وَّ عُمَرَ مُشِيْرًا وَ عُثْمَانَ سَنَدًا وَ اِيَّاكَ ظَهِيْرًا اَنْتُمْ اَرْبَعَةٌ فَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَكُمْ فِىْ اُمِّ الْكِتَابِ لَا يُحِبُّكُمْ اِلَّا مُؤْمِنٌ وَ لَا يُبْغِضُكُمْ اِلَّا فَاجِرًا خَلَائِفُ نَبُوَّتِىْ وَ عَقْدَةُ ذِمَّتِىْ وَ حُجَّتِىْ عَلٰى اُمَّتِىْ لَا تُقَاطَعُوْا ، وَلَا تُدَابَرُوْا ، وَلَا تُعَاقُوْا ـ

ওহে ‘আলী! আল-াহ তা‘আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আবূ বকরকে প্রধান মন্ত্রী ‘উমরকে উপদেষ্টা, ‘উসমানকে সাহারা-সনদ এবং তোমাকে নিজের সাহায্যকারী বানানোর জন্য।

---

[৯৯]. ইমাম ত্বাবারী : আর-রিয়াদ্বুন-নাদ্বরাহ, খ. ১, পৃ. ৪৭।

[১০০]. ইমাম ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৭।

অতঃপর আল-াহ তা‘আলা কুরআন মজীদে (উম্মুল কিতাব) প্রতিশ্র“তি গ্রহণ করেছেন যে, মূ’মিন ব্যতীত কেউই তোমাদের মুহাব্বত করবে না, ফাসিক-ফাজির ব্যতীত কেউ তোমাদের প্রতি শুত্র“তা রাখবে না, তোমরা আমার নবুয়্যতের খলীফা-প্রতিনিধি, আমার পক্ষে বায়‘আত গ্রহণকারী, এবং আমার উম্মতের উপর তোমরা দলীল। আমার উম্মতের লোকেরা তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না, তোমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না, এবং তোমাদের নাফরমানীও করবে না”।

হাদীস নং-৭

হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[১০১] يُحِبُّهُمْ يَعْنِىْ اَلْاَرْبَعَةُ اَوْلِيَاءُ اللّٰهِ وَيَبْغِضُهُمْ اَعْدَاءُ اللّٰهِ -

“আল-াহর প্রকৃত বন্ধুরাই এই চারজনকে ভালবাসবেন, আল-াহর দুশমনরাই তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে”।

হাদীস নং-৮

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম এরশাদ করেছেন, [১০২]

اَبُوْبَكْرٍ وَزِيْرِىْ وَالْقَائِمُ فِىْ اُمَّتِىْ وَ عُمَرُ حَبِيْبِىْ وَ يَنْطِقُ عَلٰى لِسَانِىْ وَ عُثْمَانُ مِنِّىْ وَعَلِىٌّ اَخِىْ وَصَاحِبُ لِوَائِىْ -

“আবূ বকর আমার প্রধান মন্ত্রী, ‘উমর আমার প্রিয় বন্ধু, তিনি আমার কথাই বলেন, ‘উসমান আমার থেকে, ‘আলী আমার ভাই এবং আমার পতাকার বাহক”।

হাদীস নং-৯

ইমাম জা‘ফর সাদিক (রা.) তাঁর পিতা থেকে, এবং দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বলেছেন, আমি কি তোমাকে আরশের উপর কী লেখা আছে তার

---

[১০১]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭।

[১০২]. ইমাম ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৭।

সংবাদ দেব না ? আমি আরয করলাম হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল-াহ ! অবশ্যই দেবেন। তিনি এরশাদ করেছেন, আরশের উপর লেখা আছে-[১০৩]

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَبُوْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقُ ، عُمَرُ الْفَارُوْقُ عُثْمَانُ الشَّهِيْدُ ، عَلِيُّ نِ الرِّضَا

“আল-াহ তা‘আলা ব্যতীত ইবাদাতের উপযুক্ত আর কোন মা‘বুদ নেই, হযরত মুহাম্মদ মোস্ড়ফা সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম আল-াহ তা‘আলার রাসূল, আবূ বকর মহা সত্যবাদী, ‘উমর হক আর বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী, ‘উসমান শহীদ, আর ‘আলী সন্তুষ্ট”।

হাদীস নং-১০

হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, [১০৪] আমি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম থেকে ‘লেওয়ায়ে হামদ’ সম্পর্কে আরয করলাম, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন, উহার তিন কোণা হবে, প্রথম কোণায় লিপিবদ্ধ থাকবে বিছমিল-াহির রাহমানির রাহিম ও সূরা ফাতেহা, দ্বিতীয় কোণায় লিপিবদ্ধ থাকবে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ‘আল-াহ ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কোন মা‘বুদ নেই, হযরত মুহাম্মদ মোস্ড়ফা সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আল-াহ তা‘আলার রাসূল”। তৃতীয় কোণায় লিপিবদ্ধ থাকবে

اَبُوْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقُ ، عُمَرُ الْفَارُوْقُ ، عُثْمَانُ ذُوْ النُّوْرَيْنِ ، عَلِيُّ نِ الْمُرْتَضٰى -

“আবূ বকর মহা সত্যবাদী, ‘উমর হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী, ‘উসমান দুই নূরের মালিক আর ‘আলী সন্তুষ্ট”।

হাদীস নং-১১

‘আল-ামা ‘আবদুর রহমান সাফূরী (রহ.)“কিতাবুল ফিরদাউস”-এর সূত্রে হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন মাস‘উদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম

---

[১০৩]. ইমাম ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৪।

[১০৪]. ইমাম ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮।

সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, [১০৫]

اَبُوْ بَكْرٍ تَاجُ الْاِسْلَامِ وَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةُ الْاِسْلَامِ وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ اِكْلِيْلُ الْاِسْلَامِ وَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ طَبِيْبُ الْاِسْلَامِ -

“আবূ বকর হলেন ইসলামের তাজ-মুকুট, ‘উমর ইবনুল খাত্তাব হলেন ইসলামের লেবাস-পোশাক, ‘উসমান ইবন ‘আফ্ফান হলেন ইসলামের মালা আর ‘আলী ইবন আবূ তালিব হলেন ইসলামের ডাক্তার”।

একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা :

ইমাম শাফি‘য়ী (রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, [১০৬] আমি মক্কা মুকাররমায় আসকাফ নামক এক খৃষ্ঠানকে কা‘বা শরীফ তাওয়াফ করতে দেখলাম, আমি তাকে বললাম, তুমি কখন তোমার বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়েছ ? সে বলল, আমি উত্তম প্রতিদান পেয়েছি। ইমাম শাফি‘য়ী (রহ.) বলেন, আমি তাকে বললাম, তা কিভাবে ? সে উত্তরে বলল, “আমি একবার সাগরে নৌকায় ভ্রমণকারী ছিলাম, আমরা যখন সাগরের মাঝ বরাবর পৌছলাম তখন হঠাৎ করে আমাদের নৌকা ভেঙ্গে গেল। আর পানির ঢেউয়ের সাথে হাবুডুবু খাচ্ছি। ঢেউ আমাকে এদিক সেদিক নিয়ে চলল, এমনকি আমাকে একটি দ্বীপে নিক্ষেপ করল, যাতে অসংখ্য গাছ ছিল, যার ফল মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি আর মাখনের চেয়েও নরম। সেখানে একটি মিষ্টি পানির নহরও আছে, আমি আল-াহ তা‘আলার দরবারে শোকর আদায় করলাম আর মনে মনে বললাম যাক! এখান থেকে ফল-মূল আর পানি খেয়ে বাচা যাবে। এমন কি আল-াহ তা‘আলা আমার ব্যাপারে কোন ফয়সালা দেবেন। যখন সন্ধ্যা হল আমি জন্তু-জানোয়ারের ভয়ে একটি গাছে উঠে গেলাম, আর গাছের ডালে শুয়ে গেলাম। রাত যখন গভীর হল তখন দেখলাম একটি জানোয়ার পানিতে নেমে নিম্ন বর্ণিত কবিতার মাধ্যমে আল-াহর তাসবীহ পাঠ করছে।

---

[১০৫]. ‘আল-ামা ‘আবদুর রহমান সাফূরী : নুযহাতুল মাজালিস, খ. ২, পৃ. ২২৫।

[১০৬]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭০।

(١) لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ ☆ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ

(٢) اَبُوْبَكْرِنِ الصِّدِّيْقُ صَاحِبُهُ فِى الْغَارِ ☆ عُمَرُ الْفَارُوْقُ فَاتِحُ الْاَمْصَارِ

(٣) عُثْمَانُ الْقَتِيْلُ فِى الدَّارِ ☆ عَلِيٌّ سَيْفُ اللّٰهِ عَلٰى الْكُفَّارِ

(٤) فَعَلٰى مُبْغَضِهِمْ لَعْنَةُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارِ ☆ وَمَاْوَاهُ النَّارُ وَ بِئْسَ الْقَرَارِ

(٥) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الصَّادِقُ الْوَعْدِ وَ الْوَعِيْدِ ☆ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ الْهَادِى الرَّشِيْدِ

(٦) اَبُوْ بَكْرِنِ الْمُوَفَّقُ لِلتَّشْدِيْدِ ☆ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سُوْرٌ مِنْ حَدِيْدٍ

(٧) عُثْمَانُ الْفَضْلُ الشَّهِيْدُ ☆ عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ ذُوْ الْبَائِسِ الشَّدِيْدِ

(٨) فَعَلٰى مُبْغَضِهِمْ لَعْنَةُ الْمَلِكِ الْمَجِيْدِ

১. মহা পরাক্রমশালী, প্রতাবশালী আল-াহ ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কোন মা‘বুদ নেই। স্বয়ং সম্পূর্ণ ক্ষমতার মালিক, অদৃশ্যের সংবাদাতা নবী মুহাম্মদ মোস্ড়াফা সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আল-াহর রাসূল।

২. মহাসত্যবাদী আবূ বকর গুহার মধ্যে তাঁর সাথী, আর ‘উমর বিশ্বজয়ী।

৩. ‘উসমান আপন ঘরে শাহাদাত বরণকারী, আর ‘আলী কাফিরদের উপর আল-াহর তরবারী।

৪. তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণকারীর উপর মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালীর অভিশম্পাত, আর তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম। যা বড়ই মন্দ ঠিকানা।

৫. ভয়প্রদর্শনকারী, প্রতিশ্রুতি পালনকারী মহাসত্যবাদী আল-াহ তা‘আলা ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কোন মা‘বুদ নেই। আর সরল-সঠিক পথের সন্ধানদাতা, মহান পথ প্রদর্শক, আল-াহর রাসূল হলেন মুহাম্মদ মোস্ড়াফা সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম

৬. আবূ বকরকে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের সুযোগ দেয়া হয়েছে, আর ‘উমর কাফিরদের উপর লোহার চেয়েও অধিক কঠোর।

৭. ‘উসমান অনেক মর্যাদার অধিকারী ও শহীদ আর ‘আলী হলেন মহা শক্তিশালী।

৮. অতএব, তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীর উপর আল-াহর লা‘আনত।

ঐ খৃষ্টান বলল, অতঃপর আমি জঙ্গলের দিকে গেলাম সেখানে আশ্চর্যজনক সব জীব-জন্তু দেখলাম। কতগুলোর মুখ মানুষের মত দেখতে, আমি ভয়ে পালাতে চাইলাম, আমাকে সে বিশুদ্ধ ভাষায় বলল, দাড়াও। আমি দাড়িয়ে গেলাম, সে বলল, সঠিক ধর্মের ফিরে এসো। আমি মুসলমান জিনদের ঘরে গমন করেছি, তাদের মধ্যে তারাই মুক্তি পাবে যারা মুসলমান হয়েছে। আমি বললাম, আমি কিভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব ? সে বলল, তুমি বল,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ আমি এ কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম। তার পর সে বলল,

تَمِّمْ اِسْلَامَکَ بِالتَّرْضٰی عَلٰی اَبِیْ بَکْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ وَ عَلِیٍّ -

‘আবূ বকর, ‘উমর, ‘উসমান ও ‘আলীকে সন্তুষ্ট করে তোমার ইসলাম গ্রহণকে পরিপূর্ণ কর”।

আমি তাকে বললাম, তুমি এ ধর্ম সম্পর্কে কিতাবে অবগত হয়েছে ? সে বলল, আমাদের মধ্যে একদল নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে এসেছিলেন, তারা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে বলতে শুনেছেন, যখন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে তখন জান্নাত বিশুদ্ধ ভাষায় বলবে আয় আল-াহ আমার সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা পূর্ণ করুন, আমার আরকান পূর্ণ করে দিন, আল-াহ তা‘আলা বলবেন,

قَدْ شَیَّدْتُّ اَرْکَانَکَ بِاَبِیْ بَکْرٍ وَّ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ وَ عَلِیٍّ وَ زَیَّنْتُکَ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ -

“আমি তোমার আরকান আবূ বকর, ‘উমর, ‘উসমান এবং ‘আলীর সাথে মজবুত করেছি আর তোমাকে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনের মাধ্যমে সৌন্দর্য মন্ডিত করলাম”।

এরপর ঐ জানোয়ার আমাকে বলল, তুমি কি এখানে থাকতে চাও নাকি দেশে চলে যাবে ? আমি দেশে ফিরে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। সে বলল, একটু অপেক্ষা কর ধৈর্য্য ধারণ কর, বাহন এসে যাবে, কিছুক্ষণ পর একটি নৌকা আসল, আমি ইশারা করলাম। নৌকা এসে গেল, সে নৌকায় বারজন ছিল তারা সকলে খৃষ্টান, তারা আমাকে বলল, তোমাকে এখানে কে পাঠিয়েছে ?

আমি সব ঘটনা খুলে বললাম, তারা সকলে অবাক হয়ে গেল। তারা সকলে মুসলমান হয়ে গেল, সুবহানাল-াহ

উপরোক্ত ঘটনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, সাগর-জঙ্গলের বাসিন্দারা জন্তু-জানোয়ার খোলাফায়ে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম সম্পর্কে অবগত আছে সর্বোপরি পথ হারা মানুষদের তারা পথ প্রদর্শনও করে থাকে। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রিয় সাহাবী, খোলাফায়ে কেরামের নাম নিয়ে সত্যের পথে আহবান করে থাকে।

অতঃপর সাগর-মহাসাগর, মুর ভূমি, বন-জঙ্গলের অধিবাসী পর্যন্ড় সেখানে খোলাফায়ে রাসূলকে ভালবাসে সেখানে মানুষ কেন তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে ?

হযরত শায়খান-আবূ বকর সিদ্দিক্ব ও 'উমর ফার ক্ব সম্পর্কে হাদীসের বাণী :

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব ও হযরত 'উমর ফার ক্ব (রা.) সম্পর্কে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামও হাদীস বর্ণনা করেছেন, কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

হাদীস নং-১

শেরে খোদা মাওলা 'আলী (ক.) বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এরশাদ করেছেন, [১০৭]

اَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ سَيِّدَا كُهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ اِلَّا النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ لَاتُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ مَادَامَا حَيَّيْنِ ـ

"হযরত আবূ বকর ও হযরত 'উমর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রোঢ় বেহেস্ড় বাসীদের সরদার, নবীগণ ও রাসূলগণের ব্যতিত, ওহে 'আলী যতদিন তাঁরা জীবিত থাকবেন ততদিন এ খবর দিও না"।

হাদীস নং-২

হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমরা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে বসা ছিলাম, নবী করীম

[১০৭]. ইমাম তিরমিযী : আল-জামি' (করাচী : সা'ঈদ কোম্পানী) খ. ২, পৃ. ২০৭।

সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, আমি জানিনা তোমাদের এ নশ্বর পৃথিবীতে কতদিন বেঁচে থাকব।[১০৮]

فَاقْتَدُوْا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِىْ وَ اَشَارَ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ

“আবূ বকর ও ‘উমর (রা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত পূর্বক নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন, তোমরা আমার পরবর্তীতে তাদের অনুসরণ কর”।

এ হাদীসের মাধ্যমে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম একথা ঘোষণা করেছেন, ওফাতের পরে কারা উম্মতকে পরিচালনা করবেন, কে খলীফা হবে এটা অদৃশ্যের সংবাদ বৈ আর কিছু নয়।

হাদীস নং-৩

হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন হানত্বাব (রা.) মুরসাল[১০৯] হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, - هٰذَانِ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ

“এরা দু’জন (আবূ বকর ও ‘উমর) আমার কান ও চোখ”।[১১০]

হাদীস নং-৪

হযরত আবূ সা‘ঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক নবীর জন্য দু’জন আসমানবাসী আর দু’জন জমিনবাসী উযীর হয়ে থাকেন, আসমানবাসী আমার দুজন উযীর হলেন হযরত জিবরাইল ও মিকাঈল (আ.)[১১১] - وَاَمَّاوَزِيْرَاىَ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ فَاَبُوْبَكْرٍ وَّ عُمَرُ

---

[১০৮]. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৭।

[১০৯]. **মুরসাল হাদীসের সংজ্ঞা :** যে হাদীসের সনদে শেষের দিকে রাবী বিলুপ্ত হয় অর্থাৎ তাবে‘য়ী সাহাবীকে বাদ দিয়ে সরাসরী নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সে হাদীসকে মুরসাল হাদীস বলে।

[১১০]. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৮।

[১১১]. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৮।

“আর জমিনবাসীর মধ্যে আমার উযীর হলেন হযরত আবূ বকর ও হযরত ‘উমর”।

হাদীস নং-৫

হযরত ‘আয়িশা সিদ্দিক্বা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক পূর্ণিমার রাতে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম তাঁর পবিত্র মাথা মোবারক আমার কোলে রেখে আরাম ফরমাচ্ছিলেন, আমি আরয করলাম, [১১২]

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! هَلْ تَكُوْنُ لِاَحَدٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ عَدَدَ نُجُوْمِ السَّمَاءِ -

“কারো সৎকাজ কি আসমানের তারকার সমান হবে” ? নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করলেন, হ্যাঁ, তিনি হলেন ‘উমর। অর্থাৎ ‘উমর (রা.)-এর সৎকাজ তারকার সমপরিমাণ হবে। হযরত ‘আয়িশা আবার আরয করলেন,

فَاَيْنَ حَسَنَاتُ اَبِىْ بَكْرٍ -

“আমার বাবা আবূ বকরের সৎকাজ কোথায় গেল”? নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করলেন,

اِنَّمَا جَمِيْعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ اَبِىْ بَكْرٍ -

“নিশ্চয় নিশ্চয় হযরত ‘উমরের সমস্ড় সৎকাজ হযরত আবূ বকরের একটি মাত্র সৎকাজের মত”।

সুবহানাল-াহ ! কুলকায়েনাতের প্রাণস্পন্দন নবী করীম রউফুর রহীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আকাশের তারকার সংখ্যা কত তা যেমন জানেন অনুরূপ হযরত ‘উমর (রা.)-এর নেক কাজের পরিমাণও অবগত আছেন, মূলতঃ তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম) এ বিশ্বভ্রম্মন্ডে যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে সব বিষয়ে খবর রাখেন। এটা তাঁর (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম) প্রতি আল-াহ তা‘আলার অনুগ্রহ বিশেষ।

---

[১১২]. শায়খ ওলিউদ্দীন আল-খতীব : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু মিন মানাকিবি আবি বকর ও ‘উমর, পৃ. ....

হাদীস নং-৬

হযরত ‘আম্মার ইবন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত,[১১৩] তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর মহান দরবারে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ! আমাকে হযরত ‘উমর (রা.)-এর ফযীলত সম্পর্কে বলুন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বলেন, ওহে ‘আম্মার ! তুমি আমার কাছে ঐ বিষয়ে জানতে চেয়েছ যার সম্পর্কে আমি হযরত জিবরাইল (আ.)কে প্রশ্ন করেছিলাম, হযরত জিবরাইল (আ.) আমাকে বললেন,

يَا مُحَمَّدُ لَوْ مَكَثْتُ مَعَكَ مَا مَكَثَ نُوْحٌ فِيْ قَوْمِهٖ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا اُحَدِّثُكَ فِيْ فَضَائِلِ عُمَرَ مَا نَفَدَتْ ـ

“ইয়া রাসূলাল-াহ ! আমি যদি আপনার সাথে নূহ (আ.)-এর বয়স নয়শত পঞ্চাশ বছর পর্যন্ড় অবস্থান করি এবং হযরত ‘উমরের ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকি তবুও তা শেষ হবে না”।

وَاِنَّ عُمَرَ لَحَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ اَبِيْ بَكْرٍ ـ

“আর নিশ্চয় নিশ্চয় হযরত ‘উমরের সমস্ড় সৎকাজ হযরত আবূ বকরের একটি মাত্র সৎকাজের মত”।

হাদীস নং-৭

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[১১৪]

عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ اَهْلِيْ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ اَهْلُ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ اَهْلِيْ

“হযরত ‘আলী, মা ফাতিমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন আমার আহলে বায়তের অন্ড়র্ভূক্ত। হযরত আবূ বকর ও হযরত ‘উমর আল-াহ তা‘আলার আহলের অন্ড়র্ভূক্ত, তাঁরা আমার আহলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ”।

হাদীস নং-৮

---

[১১৩]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২।

[১১৪]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, [১১৫]

لَا يَجْتَمِعُ حُبُّ عَلِيٍّ وَّ بُغْضُ اَبِىْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ فِىْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ -

“হযরত ‘আলীর প্রতি ভালবাসা এবং হযরত আবূ বকর ও হযরত ‘উমরের প্রতি বিদ্বেষ মু’মিনের কলবে একত্রিত হতে পারে না”।

হাদীস নং-৯

হযরত ইমাম হাসান (রা.) এরশাদ করেছেন, [১১৬] একবার নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত আবূ বকর ও হযরত ‘উমর (রা.)-এর দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক এরশাদ করেছেন, আমি তোমরা দু’জনকে ভালবাসি, আর আমি যাকে ভালবাসি আল-াহ তা‘আলাও তাকে ভালবাসতে থাকেন। আল-াহ তা‘আলাও তোমাদের দু’জনকে ভালবাসেন, ফিরিস্ড়রাও তোমাদের দু’জনের সাথে ভালবাসা রাখেন, কেননা আল-াহ তা‘আলা তোমাদেরকে ভালবাসেন, আর তাদেরকে আল-াহ ভালবাসেন যারা তোমাদেরকে ভালবাসেন। যারা তোমাদের সাথে শত্র“তা পোষণ করে, আল-াহও তাদের প্রতি শত্র“তা পোষণ করেন।

হাদীস নং-১০

হযরত ‘আলী (রা.) এরশাদ করেছেন, [১১৭]

مَا وُلِدَ فِى الْاِسْلَامِ مَوْلُوْدٌ اَزْكٰى وَ اَطْهَرُ مِنْ اَبِىْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ -

“ইসলাম ধর্মের মধ্যে হযরত আবূ বকর ও হযরত ‘উমরের চেয়ে অধিক পূতপবিত্র কেউ ভূমিষ্ট হয়নি”।

হাদীস নং-১১

হযরত ‘আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, [১১৮] ‘আল-াহর রাসূলের দরবারে আরয করা হল-আপনার পরে কাকে বিচারক-শাসক নিযুক্ত করব, নবী

---

[১১৫]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
[১১৬]. ‘আল-ামা ‘আবদুর রহমান সাফূরী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০২।
[১১৭]. ‘আল-ামা ‘আবদুর রহমান সাফূরী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৩।
[১১৮]. ‘আল-ামা ‘আবদুর রহমান সাফূরী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০২।

করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, তোমরা যদি আবূ বকরকে শাসক বানাও তাহলে তোমরা তাঁকে বিশ্বস্ড়, দুনিয়াবিমুখ, আখিরাতের প্রতি মনোনিবেশ পাবে। আর যদি তোমরা হযরত 'উমরকে শাসক বানাও তাহলে তাঁকে তোমরা খুবই বিশ্বস্ড়, আল-াহ তা'আলার বেলায় কোন সমালোচকের সমালোচনায় ভয় পাবে না। আর যদি কখনো তোমরা হযরত 'আলীকে শাসক বানাও তাহলে তাঁকে সঠিক পথের পথ প্রদর্শক, হেদায়ত প্রাপ্ত এবং তিনি তোমদেরকে সঠিক পথে নিয়ে যাবেন।

হাদীস নং-১২

হযরত 'আবদুল-াহ ইবন 'আব্বাস (রা.)-এর বাণী, [১১৯] "আল-াহর শপথ ! হযরত আবূ বকর ও হযরত 'উমরকে খলীফা বানানোর ব্যাপারে কুরআন মজীদে দিক নির্দেশনা রয়েছে"। আল-াহ তা'আলার বাণী,

وَاِذ اَسَرَّ النَّبِی الٰی بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِیْثًا -

"এবং যখন নবী আপন এক বিবিকে একটা গোপন কথা গোপনে বলেছিলেন"।[১২০]

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.)কে গোপনে বলেছিলেন,

اَبُوْکَ وَ اَبُوْ عَائِشَةَ اَوْلِیَاءُ النَّاسِ بَعْدِیْ - فَاِیَّاکِ اَنْ تُخْبِرِیْ بِهٖ اَحَدًا -

"তোমার পিতা এবং 'আয়িশার পিতা আমার পরে মানুষের প্রশাসক হবেন। দেখো! একথা কাউকেও বল না"।

মূলতঃ শায়খান হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব ও হযরত 'উমর ফার"ক্ব (রা.)-এর ফযীলত, মান-মর্যাদা, তাঁদের সম্পর্কে গুপ্ত রহস্য আল-াহ ও রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামই সর্বাধিক জ্ঞাত।

হযরত শায়খান (রা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের শাস্ড়ি :

---

[১১৯]. 'আল-ামা 'আবদুর রহমান সাফূরী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৪।

[১২০]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা তাহ্রীম, আয়াত নং-৩, পৃ. ১০০৮।

ইমাম মুসতাগফিরী (রহ.) পূর্ববর্তী বুযুর্গদের থেকে একটি ঘটনা নকল করেছেন, [১২১] তাঁদের মধ্যে একজন বলেন, "আমার এক প্রতিবেশী ছিল, যে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) ও হযরত 'উমর ফার"ক্ব (রা.)-এর ব্যাপারে তীব্র সমালোচনা করত, আমি এক রাত নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে স্বপ্নে দেখলাম, হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) তাঁর ডান পার্শ্বে হযরত 'উমর ফার"ক্ব (রা.) তাঁর বাম পার্শ্বে রয়েছেন। আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর নিকট আরয করলাম ইয়া রাসূলাল-াহ ! আমার এক প্রতিবেশী এ দু'জন মহান ব্যক্তিদের সাথে বেয়াদবী করার মাধ্যমে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ ফরমান, তাকে হত্যা করে দাও, যখন সকাল হল আমি চিন্ড়া করলাম দেখি ঐ প্রতিবেশীর কি অবস্থা ? যখন আমি তার মহল-ায় পৌঁছলাম তখন দেখলাম তার ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ বের হচ্ছে, আমি পথিককে জিজ্ঞাসা করলাম এখানে কি হয়েছে ? সে বলল, তার ঘরে কে বা কারা ঢুকে তাকে হত্যা করে দিয়েছে। ইমাম মুসতাগফিরী (রহ.) দালায়িলুন নবুয়্যত গ্রন্থে এক বুযুর্গ ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন, [১২২] তিনি বলেন, আমি ছোট বেলায় এক ব্যক্তির ছাত্র ছিলাম। সে আমাকে রাফিযী মাযহাবের শিক্ষা দিত, সে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) ও হযরত 'উমর ফার"ক্ব (রা.)কে গাল-মন্দ করত। এক রাত্রিতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়েছে, সকলে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ। আচমকা আমার দৃষ্টি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি পড়ল, তিনি সেখানে সমাসীন আছেন, তাঁর ডান পার্শ্বে একজন বাম পার্শ্বে আরেকজন ব্যক্তি উপবিষ্ট আছেন, লোক সকল নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ - বলছেন, আমিও তাঁর নিকটবর্তী হলাম

---

[১২১]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১, সূত্র : 'আল-ামা জামী (রহ.) লেখিত শাওয়াহিদুন নবুয়্যত (উর্দু)

[১২২]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

যাতে করে তাঁকে দরূদ-সালাম জানাতে পারি। তখন ঐ দু'জন মহান বুযুর্গ ব্যক্তির মধ্যে একজন বললেন, ইয়া রাসূলাল-াহ ! এ ব্যক্তি আমাদের থেকে কিছু চাচ্ছেন, তখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আমাকে পাকড়াও করতে চাইলে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে সময় আমার চুল-দাড়ী সব ঝরে পড়ে গেল। আমি এভাবে চার মাস অতিবাহিত করলাম, একদা আমার এক বন্ধু আমাকে দেখতে আসল, সে আমাকে বলল, তোমার কি অবস্থা ? অনেক ডাক্তার বৈদ্য তোমার চিকিৎসা করেছে কিন্তু কোন ফলপ্রসু হয়নি। আমি আমার মনের কথা বন্ধুকে সত্য সত্যই বলে দিলাম যে, ঐ দু'বুযুর্গের প্রতি আমার সামান্য বিদ্বেষ ছিল। সে বলল, তুমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সামনে কেন তাওবা করলে না। তোমার কি এটা জানা নেই, দরূদ-সালাম যা পাঠ করা হয় তা তাঁর সামনে উপস্থাপন করা হয় ? আমি সে সময় এক বদনা পানি চাইলাম, অতঃপর ওযু করলাম, দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলাম এবং আরযি পেশ করলাম, "ওহে আল-াহ ! আমি তাওবা করছি এবং শায়খাইন (রা.)-এর ফযীলত ও মর্যাদা স্বীকার করছি, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি"। আলহামদুলিল-াহ, তাওবা করার এক সপ্তাহর মধ্যে আমার চুল-দাড়ী পূর্বের মত উদগত হয়ে গেল। সুবহানাল-াহ !

আর একটি বর্ণনায় এক সালাফী বুযুর্গ থেকে বর্ণিত, [১২৩] তিনি বলেন,আমি সিরিয়া সফর কালে একটি মসজিদে ফজরের নামায আদায় করলাম, যখন ইমাম সাহেব নামায থেকে অবসর হলেন তখন দেখলাম তিনি শায়খান (রা.)কে বদ দু'আ দেয়া আরম্ভ করল। তার পরের বছর যখন সিরিয়া সফরে গেলাম কাকতালিওভাবে এ একই মসজিদে ফজরের নামায আদায় করলাম, এখন দেখি অপর ইমাম নামায পড়ালেন, নামায শেষে তিনি শায়খান (রা.)-এর দু'আ শুর" করেদিলেন। আমি মুসল-ীদের প্রশ্ন করলাম কি ব্যাপার ? গত বছর দেখেছি ইমাম সাহেব শায়খান (রা.)কে গাল-মন্দ করছে আর এখন দেখছি শায়খান-হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব ও হযরত 'উমর ফার"ক্ব (রা.)-এর প্রতি দু'আ করছেন। তারা বললেন, আপনি কি গত বছরের ইমাম সাহেবকে দেখতে চান ? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি দেখতে চাই। তারা আমাকে এক

[১২৩]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

স্থানে নিয়ে গেলেন যেখানে দেখছি একটি কুকুর বন্দি অবস্থায় আছে। কুকুরের চোখে পানিতে টলমল, আমি তাকে বললাম, তুমি কি ঐ ইমাম যে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব ও হযরত ‘উমর ফার্ক্ব (রা.)কে গালি দিতে ? সে মাথার ইশারায় হ্যাঁ বলল।

অপর একটি ঘটনা ‘আল-ামা ‘আবদুর রহমান সাফুরী (রহ.) বর্ণনা করছেন,[১২৪] এক ব্যক্তি লাকড়ি কাটতে কাটতে এ দরূদ শরীফটি পাঠ করছেন,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدَنِ الَّذِىْ هُوَ اَبْهٰى مِنَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ بِعَدَدِ حَسَنَاتِ اَبِىْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ -

“ওহে আল-াহ ! হযরত মুহাম্মদ মোস্ড়ফা সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি রহমত প্রেরণ কর্ন, যিনি সূর্য ও চন্দ্রের চেয়েও উজ্জ্বল, হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব ও হযরত ‘উমর ফার্ক্ব (রা.)-এর নেকী-সৎকাজ সমূহের সমপরিমাণ”।

শায়খাইন (রা.)-এর বির্দ্ধবাদী একদল লোক তাঁকে বলল, তুমি তো লাকড়ি বিক্রি করছ, তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা তাকে তাদের ঘরে নিয়ে গেল। অতঃপর তারা তাঁর দু’হাত ও দু’পা কেটে দিল এবং অন্ধকার রাতে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ফেলে দিয়ে আসল, এর পরের ঘটনা চমকপ্রদ, ঐ ব্যক্তির নিকট স্বয়ং নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব ও হযরত ‘উমর ফার্ক্ব (রা.) তাশরীফ নিয়ে আসলেন, তাঁরা ঐ ব্যক্তির কাটা হাত-পা নিয়ে যথাস্থানে লাগিয়ে দিলেন, মহান আল-াহ তাঁর হাত-পা পূর্বের ন্যায় সুস্থ্য ও ঠিক-ঠাক করে দিলেন। ঐ ব্যক্তি পূর্বের ন্যায় লাকড়ি সংগ্রহ করতে লাগল, ঐ বির্দ্ধবাদীর দল তাঁকে এরূপ দেখতে পেয়ে তারা খুব অবাক হল। তারা তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করল কিভাবে এরূপ হল, তিনি সমস্ড় ঘটনা বলে দিলেন, ফলে সব লোক হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব ও হযরত ‘উমর ফার্ক্ব (রা.)কে গালি দেয়া থেকে তাওবা করে নিল।

আমাদের মহান ইমাম আযম আবূ হানিফা (রহ.) বলেন, [১২৫] আমার এক প্রতিবেশী ছিল যে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব ও হযরত ‘উমর ফার্ক্ব (রা.)কে গাল-মন্দ করত, একদা সে দু’টি খচ্চর ক্রয় করল, একটির নাম

---

[১২৪]. নুযহাতুল মাজালিয, খ. ২, পৃ. ২০৫।

[১২৫]. ‘আল-ামা ‘আবদুর রহমান সাফূরী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৭।

রাখল আবূ বকর অপরটির নাম ‘উমর। যে খচ্ছরের নাম ‘উমর রেখেছিল সেটাকে সে খাদ্য কম দিত। ফলে একদিন ঐ ‘উমর নামীয় খচ্ছরটি তার উপর হামলা করে তাকে ধ্বংস (হত্যা) করে দিল।

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামের প্রথম খলীফা, খলীফাতুর রাসূল হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর ফদ্বীলত ও মর্যাদা

আল-াহ তা‘আলা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর শানে বলেন,

وَالَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

“এবং তিনিই যিনি এ সত্য নিয়ে তাশরীফ এনেছেন এবং ঐ সব লোক, যারা তাঁকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই ভীতিসম্পন্ন”।

[সূরা যুমার, আয়াত নং-৩৩]

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর শানে বলেন,

وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً غَيْرَ رَبِّىْ لَاتَّخَذْتُ اَبَابَكْرٍ خَلِيْلاً وَلٰكِنْ اُخُوَّةَ الْاِسْلَامِ وَ مَوَدَّتَهٗ

“আমি যদি আমার প্রভু ছাড়া অপর কাউকে বন্ধু বানাতাম অবশ্যই আমি আবূ বকরকেই বন্ধু বানাতাম, তবে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালবাসাই যথেষ্ট”।

[ইমাম বুখারী (রহ.) : আল জামে‘ আস সহীহ, হাদীস নং-৩৬৫৪।]

খলীফাতুর রাসূল হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) :

ইসলামের প্রথম মুসলমান, আমীর-ল মু’মিনীন, খলীফাতুর রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম, গারে সওরের সাথী, ইসলামের প্রাণকর্তা, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর বাল্য বন্ধু, ‘আশেকে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম, মহান সত্যবাদী, রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর জীবদ্দশায় একমাত্র ইমামতকারী বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর জন্য আত্মোৎসর্গকারী নিবেদিত প্রাণ হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব, সিদ্দিক্বে আকবর রাদ্বি আল-াহু তা‘আলা আনহু।

নাম ও বংশ পরিচয় :

তার নাম মোবারক ‘আবদুল-াহ।

বংশীয় শজরা হল- ‘আবদুল-াহ ইবন আবূ কুহাফা ‘উসমান ইবন ‘আমের ইবন ‘আমর ইবন কা‘ব ইবন সা‘দ ইবন তাইম ইবন মুররা ইবন কা‘ব ইবন লুওয়াই (রা.)। মুররা ইবন কা‘বে গিয়ে তাঁর বংশ ধারা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে মিলে যায়।

তাঁর মায়ের নাম উম্মুল খায়র সালামা বিনতে সখর।

তাঁর উপনাম আবূ বকর, উপাধী, ‘আতীক্ব ও সিদ্দিক্ব।

আবূ বকর :

সৈয়্যদুনা সিদ্দিক্বে আকবর (রা.) আবূ বকর উপনামে সর্বাধিক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। সুতরাং এখানে আবূ বকর শব্দের তাত্ত্বিক বিশে-ষণ খুবই প্রয়োজন।

“আবূ” শব্দের অর্থ হলো পিতা, জনক, বাবা ইত্যাদি।

“বকর” শব্দের অর্থ প্রথম, আরম্ভকারী, অগ্রগামী ব্যক্তি, অগ্রসরমান ব্যক্তি যিনি সকালবেলা কারো নিকট গমন করেন, প্রত্যেক সৎকার্যে আগে থাকা। এটি একটি উত্তম বৈশিষ্ট্য, তিনি সকল উত্তম গুণে গুণান্বিত বিধায় তাকে আবূ বকর বলা হয়।

আর **بَكِيْرَةٌ** শব্দের অর্থ লক্ষ্য উদ্দেশ্য যিনি সর্বাগ্রে পৌঁছেন।

بَاكُوْرَةٌ শব্দের অর্থ গাছের প্রথম ফল।

مُبْكِرٌ শব্দের অর্থ মৌশুমের প্রথম বৃষ্টি ইত্যাদি।

তাঁর উপনামের উপরোক্ত অর্থ গুলো গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে যা বুঝা যায়- সর্ব প্রথম লক্ষ্য উদ্দেশ্যে কে পৌঁছেছে ? উত্তর হল আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) ‘ইসলাম’ নামক বৃক্ষের প্রথম ফল কে ? উত্তর হল আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) ইসলামী মৌশুমে প্রথম বৃষ্টিপাতের প্রযোজ্য কার জন্য ? উত্তর হল আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)

بَكْرٌ শব্দের অপর একটি অর্থ হল **اَلْفَتِىُّ مِنَ الْاِبْلِ** (যুবক উট)

যেহেতু হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) উটের জটিল কঠিন সব রোগের চিকিৎসা জানতেন সেজন্যও তাঁকে আবূ বকর বলা হয়।[১২৬]

ঐতিহাসিক মুহাম্মদ হোসাইন হাইকাল বলেন, [১২৭] “বকর” শব্দের অর্থ হলো সকাল। দিনের শুর‍ু যেমন সকাল দিয়ে হয়, তেমনি ইসলামের শুর‍ুও তাঁর সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে হয়, সে জন্যে তাঁকে আবূ বকর বলা হয়। নচেৎ বকর নামে তাঁর কোন ছেলে ছিল না।

উলে-খ্য যে, আরবের প্রথানুযায়ী ছেলের নাম দিয়েই পিতার উপনাম রাখা হয় যেমন “আবূ তৈয়্যব” তৈয়্যবের পিতা ইত্যাদি।

---

[১২৬]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৮৯।

[১২৭]. মুহাম্মদ হোসাইন হাইকাল : হযরত আবূ বকর (রা.) পৃ. ৩৯।

উপাধী :

সৈয়্যদুনা আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর কয়েকটি উপাধী আছে, তম্মধ্যে عَتِيْقٌ (‘আতীক্ব) ও صِدِّيْقٌ (সিদ্দিক্ব) খুবই প্রসিদ্ধ।

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান ‘আতীক্ব শব্দের অর্থ বর্ণনায় বলেন, [১২৮] ‘আতীক্ব অর্থ- প্রাচীন, পুরান, শ্রেষ্ঠ, মহান, মুক্ত, সম্ভ্রান্ড়, সুন্দর ও চমৎকার ইত্যাদি।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম তাঁর শানে বলেছেন, عَتِيْقٌ اللّٰهِ مِنَ النَّارِ জাহান্নামের আগুন থেকে আল-াহর পক্ষ হতে মুক্ত”।

উম্মুল মু’মিনীন হযরত ‘আয়িশা সিদ্দিক্বা (রা.) থেকে বর্ণিত[১২৯] হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর মহান দরবারে হাযির হলে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম তাঁর শানে বলেন,

اَنْتَ عَتِيْقٌ اللّٰهِ مِنَ النَّارِ “তুমি আল-াহর পক্ষ থেকে দোযখের আগুন থেকে মুক্ত”। সেদিন থেকে তিনি ‘আতীক্ব’ নামে খ্যাতি অর্জন করেন। অর্থাৎ ‘আতীক্ব’-এর অপর অর্থ হল আযাদ, মুক্ত।

‘আতীক্বের অন্য একটি অর্থ হল দানশীল ব্যক্তি।

লায়স ইবন সা‘দ বলেন, তাঁর উজ্জ্বল ও চমৎকার চেহরার জন্য-তাঁকে ‘আতীক্ব বলা হয়।

হযরত মুস‘আব (রা.) বলেন, তাঁর বংশলতীফায় কোন ধরনের দোষ না থাকায় তাঁকে ‘আতীক্ব নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১৩০]

সিদ্দিক্ব :

সৈয়্যদুনা আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর অপর একটি উপাধী হল الصِّدِّيْقُ ‘আস-সিদ্দিক্ব” যেহেতু তিনি অধিক সত্যবাদী ছিলেন।

---

[১২৮]. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. ৬৮২।

[১২৯]. ওলি উদ্দীন আল-খত্বীব : মিশকাতুল মাসাবীহ, মানাকিবু আবি বকর, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃ. ৫৫৬

[১৩০]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান বলেন, [১৩১] সিদ্দিক্ব অর্থ সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, সৎ, খাঁটি ঈমানদার। এ ছড়াও আরো অনেক অর্থ রয়েছে। যেমন-
যিনি সত্যবাদীতার মধ্যে পরিপূর্ণ তিনিই সিদ্দিক্ব।
যিনি স্বীয় কথা কাজের মাধ্যমে সত্যায়িত করেন।
যিনি সৎকর্ম সব সময় সত্যায়িত করেন।
সর্বোপরি তিনি জীবনে কখনো মিথ্যা বলেননি, সব সময় সত্য বলতেন, সব সময় সত্যের পক্ষের ছিলেন সে জন্য তিনি সিদ্দিক্ব। আর তিনি যেহেতু কোন প্রমাণ-দলীল চাওয়া ব্যতীত নবী করীম রউফুর রহীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর রেসালত, নবুয়্যত সত্যায়িত করেছেন সে জন্য তিনি সিদ্দিক্ব।
নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম স্বয়ং তাঁকে সিদ্দিক্ব নামে আখ্যায়িত করেছেন, ইমাম আহমদ ইবন হাজর মক্কী (রহ.) ইমাম বোখারী, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল ও ইমাম আবূ হাতিম (রহ.) থেকে তাঁর বিখ্যাত “আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিক্বা” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, [১৩২] হযরত আনস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম, হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব, হযরত ‘উমর ফারূক্ব, হযরত ‘উসমান গণী যিন নূরাইন (রা.) উহুদ পর্বতে উঠলেন, তখন উহুদ নড়াছড়া শুরু করে দিল, তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আপন পা মোবারক উহুদের উপর গফ করে মেরে বললেন,

اُثْبُتْ اُحَدُ فَاِنَّمَا عَلَيْکَ نَبِیٌّ وَ صِدِّيْقٌ وَ شَهِيْدَانِ -

“স্থীর হও ওহে উহুদ ! তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দিক্ব ও দু’জন শহীদ রয়েছেন”।
উম্মতের জন্য সুখবর হল, তাঁরা এমন এক নবীর উম্মত যিনি কি হয়েছে কি হবে, কি হচ্ছে সর্ব বিষয়ে অবগত আছেন, এটা মহান আল-াহর পরম অনুগ্রহ।
ড. ইকবাল (রহ.) কতই না সুন্দর বলেছেন,

---

[১৩১]. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : প্রগুক্ত, পৃ. ৬২৫।
[১৩২]. ইবন হাজর মক্কী : আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিক্বা, পৃ. ৮০।

سید کل صاحب ام الکتاب ☆ پر دیکھا بر ضمیرش بے حجاب

সমগ্র কুল কায়েনাতের সরদার আল-কুরআনের মূল, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সামনে সমস্ড় গুপ্ত রহস্য পর্দাবিহীন, কোন অন্ড়রায় নেই।

মি‘রাজকে সত্যায়িতকারী :

সৈয়্যদুনা আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) কোন প্রমাণ ছাড়াই মি‘রাজ রাত্রির যাবতীয় ঘটনাবলী বিশ্বাস করেছেন, সত্যায়ন করেছেন।

হযরত সা‘ঈদ ইবন মনসুর আপন কিতাব ‘সুনান’ গ্রন্থে আবী সাহাব (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, [১৩৩] যখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম মি‘রাজ রাত্রিতে আল-াহ তা‘আলার মহান দরবার থেকে প্রত্যাবর্তন করে ‘যি ত্বাওয়া’ নামক স্থানে আসলেন, তখন তিনি বললেন, ওহে জিবরাইল ! আমার সম্প্রদায় ও বিষয়ে আমাকে সত্যায়িত করবে না। তখন হযরত জিবরাইল (আ.) এরশাদ ফরমান,

يُصَدِّقُكَ اَبُوْبَكْرٍ وَ هُوَ الصِّدِّيْقُ -

“হযরত আবূ বকর আপনাকে সত্যায়িত করবেন, তিনি মহান সত্যবাদি-সিদ্দিক্ব”। সে দিন থেকে তিনি ‘সিদ্দিক্ব’ উপাধীতে ভূষিত।

মাওলা কায়েনাত হযরত ‘আলী (রা.)-এর ঘোষণা :

ইমাম দারক্ব কুত্বনী ও ইমাম আবূ ‘আবদুল-াহ হাকিম (রহ.) হযরত আবূ ইয়াহইয়া (রহ.) থেকে, ইমাম ত্বাবরানী (রহ.) হাকীম ইবন সা‘দ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন[১৩৪] হযরত ‘আলী (রা.) মিম্বরে উঠে আল-াহর নামে শপথ করে বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র যবান মোবারকে তাঁকে “সিদ্দিক্ব” হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।

ইমাম বাক্বির (রা.)-এর ঘোষণা :

শায়খুল ইসলাম ‘আল-ামা ছিয়ালভী (রহ.) স্বীয় কিতাব “মাযহাবে শি‘আ” গ্রন্থে শি‘আ সাম্প্রদায়ের বিখ্যাত কিতাব “কশফুল গুম্মাহ” এর ২২০ পৃষ্ঠায়

---

[১৩৩]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

[১৩৪]. ইমাম সুয়ূত্বী : তারীখুল খোলাফা, পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

বর্ণিত নিম্ন বর্ণিত ঘটনা বর্ণনা করেছেন।[১৩৫] ইমাম ‘আলী মকাম মুহাম্মদ বাক্বির (রা.) থেকে এক শি‘আ ব্যক্তি একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করল। সে বলল, তরবারীর মধ্যে জিওর/সাজ-সজ্জা করা বৈধ কি না ?

ইমাম বাক্বির (রা.) বললেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যেহেতু সৈয়্যদুনা আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) তরবারীর মধ্যে চাঁন্দি ইত্যাদির জিওর লাগিয়েছিলেন, যেহেতু এটা বৈধ। শি‘আ লোকটি বলল, আপনিও তাঁকে সিদ্দিক্ব বলেন ?

ইমাম বাক্বির (রা.) একথা শুনে খুবই রাগান্বিত হয়ে গেলেন, অতঃপর ক্বিবলামুখী হয়ে বলতে লাগলেন, তিনি সিদ্দিক্ব, তিনি সিদ্দিক্ব, তিনিই সিদ্দিক্ব, আরো বললেন,

فَمَنْ لَمْ يَقُلْ لَّهُ الصِّدِّيْقُ فَلَا صَدَّقَهُ اللّٰهُ قَوْلًا فِى الدُّنْيَا وَ لَا فِى الْاٰخِرَةِ ـ

“অতঃপর যে ব্যক্তি তাঁকে সিদ্দিক্ব হিসেবে মানবে না আল-াহ তা‘আলাও দুনিয়া-আখিরাতে তার কোন কথা সত্যায়িত করবেন না”।

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) :

মহান আল-াহ সৈয়্যদুনা আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর শানে আল-কুরআনুল করীমে অনেক আয়াত করীমা অবতীর্ণ করেছেন, নিম্নে কয়েকটির আলোকপাত করা হল-

১. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

وَالَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

“এবং তিনিই যিনি এ সত্য নিয়ে তাশরীফ এনেছেন এবং ঐ সব লোক, যারা তাঁকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই ভীতিসম্পন্ন”।[১৩৬]

ইমাম খাযিন (রহ.) উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে সৈয়্যদুনা ‘আলী (রা.) একটি হাদীস নকল করেছেন,[১৩৭]

---

[১৩৫]. শায়খুল ইসলাম ছিয়ালভী : মাযহাবে শি‘আ, পৃ. ২৫।

[১৩৬]. আ‘লা হযরত : কানযুল ঈমান (বঙ্গানুবাদ : আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান), সূরা যুমার, আয়াত নং-৩৩, পৃ. ৮৩৩।

[১৩৭]. ইমাম খাযিন : প্রাগুক্ত, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

رُوِیَ عَنْ عَلِیٍّ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ اَنَّہٗ قَالَ وَالَّذِیْ جَاءَ بِالصِّدْقِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ وَ الَّذِیْ صَدَّقَ بِہٖ اَبُوْ بَکْرِنِ الصِّدِّیْقِ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ۔

"হযরত 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি বলেছেন, 'যিনি সত্য নিয়ে এসেছেন' এর দ্বারা হুযুর মুহাম্মদ রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম উদ্দেশ্য। আর 'যিনি তাঁকে সত্যায়িত করেছেন' দ্বারা হযরত আবূ বকর (রা.) উদ্দেশ্য।

বিখ্যাত মুফাস্সির সৈয়্যদ মাহমুদ আলূসী (রহ.)ও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১৩৮]

২. আল-াহ তা'আলার বাণী :

মহান আল-াহ তা'আলা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্বকে খোদাভীর" আখ্যা দিয়ে বলেন,

وَسَیُجَنَّبُھَا الْاَتْقَی ۔ الَّذِیْ یُؤْتِیْ مَالَہٗ یَتَزَکّٰی ۔ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَہٗ مِنْ نِّعْمَۃٍ تُجْزٰٓی ۔ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْہِ رَبِّہِ الْاَعْلٰی ۔

"এবং তা থেকে অনেক দূরে রাখা হবে যে সর্বাধিক পরহেযগার, যে নিজ সম্পদ প্রদান করে, যাতে পবিত্র হয়, এবং তার উপর কারো (এমন) কোন ইহসান (অনুগ্রহ) নেই, যার প্রতিদান দিতে হবে। শুধু আপন প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনা করে, যিনি সবচেয়ে মহান"।[১৩৯]

আয়াতের শানে নুযুল :

সিদ্দিক্ব আকবর (রা.) যখন হযরত বিলাল (রা.)কে খুব চড়া মূল্যে ক্রয় করে আযাদ করলেন, তখন কাফিরগণ আশ্চর্যান্বিত হল এবং তারা বলল, হযরত সিদ্দিক্বে আকবর এমন কেন করলেন ? হতে পারে তাঁর উপর বিলালের কোন ইহসান (অনুগ্রহ) রয়েছে, যার দর"ন তিনি তাঁকে এত চড়া মূল্যে খরিদ করলেন এবং আযাদ করে দিলেন, এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ কথা প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্বের এ কাজ শুধু আল-াহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই, কারো ইহসান পরিশোধ করার জন্য নয়।

---

১৩৮. সৈয়্যদ মাহমুদ আলূসী : রূহুল মা'আনী, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

১৩৯. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা লায়ল, আয়াত নং-১৭-২০, পৃ. ১০৮৩।

উলে-খ্য যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) অনেক ক্রীতদাসকে ইসলাম গ্রহণের কারণে ক্রয় করে আযাদ করেছেন।।[১৪০] সে জন্য স্বয়ং আল-াহ তা'আলা সিদ্দিক্বে আকবর (রা.)-এর খুলুসিয়্যত ও উত্তম নিয়্যতের সাক্ষী দিচ্ছেন।

৩. অল-াহ তা'আলার বাণী :

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) ও হযরত 'উমর ফার"ক্ব (রা.) দরবারে রেসালতে অত্যন্ড় বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের আচরণ করতেন, আদবের খেয়াল রাখতেন, সে প্রসঙ্গে স্বয়ং আল-াহ তা'আলা এরশাদ করছেন,

اِنَّ الَّـذِيْـنَ يَـغُـضُّـوْنَ اَصْـوَاتَهُـمْ عِـنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ـ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ

"নিশ্চয় ঐ সমস্ড় লোক, যারা আপন কণ্ঠস্বরকে নিচু রাখে আল-াহর রাসূলের নিকট, তারা হচ্ছে ঐ সব লোক, যাদের অন্ড়রকে আল-াহ তা'আলা খোদাভীর"তার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার রয়েছে"।[১৪১]

আয়াতের শানে নুযুল :

এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াত

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْـوَاتَـكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

অর্থাৎ- ওহে ঈমানদারগণ ! তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বরকে উচুঁ করো না ঐ অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)-এর কণ্ঠস্বরের উপর" এ আয়াত নাযিল হবার পর হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব ও হযরত 'উমর ফার"ক্ব (রা.) ও আরো কোন কোন সাহাবী অত্যন্ড় সতর্কতা অবলম্বন করাকে নিজেদের জন্য অপরিহার্য করে নিলেন এবং তাঁরা পবিত্রতম দরবারে অতি নীচু স্বরে কিছু আরয করতেন। এসব হযরাতে কেরামের শানে উপরোক্ত আয়াতে করীমা অবতীর্ণ হয়েছে।

---

[১৪০]. সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : খাযাইনুল ইরফান পৃ. ১০৮৩, টীকা নং-২১।

[১৪১]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা হুজরাত, আয়াত নং-৩, পৃ. ৯২১।

আরো উলে-খ্য যে, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে কোন প্রতিনিধি দল আসলে তাদের নিকট হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) বিশেষ কোন ব্যক্তি পাঠাতেন দরবারে রেছালতের আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য [১৪২]

وَكَانَ اِذَا قَدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَ اِلَيْهِمْ اَبُوْبَكْرٍ مَنْ يُعَلِّمُهُمْ كَيْفَ يُسَلِّمُوْنَ وَ يَأْمُرُهُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَ الْوَقَارِ عِنْد. رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

“যখন কোন প্রতিনিধি দল নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর মহান দরবারে আগমন করতেন তখন আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) তাদেরকে কিরূপ সালাম পেশ করবে তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষ লোক পাঠাতেন, তাদেরকে রাসূলের নিকট প্রশান্ড়ি ও ব্যক্তিত্বের নির্দেশ দিতেন”।

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব ও হযরত ‘উমর ফার“ক্ব (রা.) দরবারে রেছালতের আদব ও ইহতিরাম বজায় রাখতেন ফলে তাদের জন্য আল-াহ তা‘আলা মহা পুরস্কার ও ক্ষমা প্রাপ্তির ঘোষণা দিলেন। সুবহানাল-াহ !

৪. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

মহান আল-াহ তা‘আলা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর খিলাফত ও ধর্ম ত্যাগীদের বির“দ্ধে তাঁর যুদ্ধ-জিহাদের ঘোষণা নিম্ন বর্ণিত আয়াতের মাধ্যমে দিচ্ছেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ـ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ـ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ـ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

“হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, তখন অনতিবিলম্বে আল-াহ এমন সব লোককে নিয়ে আসবেন, যারা আল-াহর প্রিয় পাত্র এবং আল-াহও তাদের নিকট প্রিয়; তারা মুসলমানদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর। তারা আল-াহর পথে জিহাদ

[১৪২]. সৈয়্যদ মাহমুদ আলূসী : প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ১৩৫।

করবে এবং নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না, এটা আল-াহর অনুগ্রহ, যাকে চান তিনি দান করেন এবং আল-াহ বিস্ড়তিময়, সর্বজ্ঞ” ।[১৪৩]

‘আল-ামা ইমাম ‘আল উদ্দীন ‘আলী বাগদাদী (রহ.) স্বীয় বিখ্যাত তাফসীর খাযিন, গ্রন্থে হযরত ‘আলী (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করছেন, [১৪৪]

فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ وَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ هُمْ اَبُوْبَكْرٍ وَ اَصْحَابُهُ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْا اَهْلَ الرِّدَّةِ وَ مَابِغِى الزَّكٰوةِ ـ

“হযরত ‘আলী ইবন আবি ত্বালিব, হাসান ও ক্বাদাতা (রা.) বলেন, উক্ত আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হল হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব ও সাহাবীগণ রাদ্বি আল-াহু তা‘আলা ‘আনহুম, যারা ধর্ম ত্যাগী মুরতাদ ও যাকাত অস্বীকার কারীদের বির“দ্ধে জিহাদ করেছিলেন,”

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব ও তাঁর মুজাহিদ বাহিনি আল-াহ তা‘আলা ভালবাসেন, তাঁরাও আল-াহকে মুহাব্বত করেন, তাঁরা মুসলমানদের প্রতি খুবই বিনয়ী এবং কাফিরদের প্রতি খুবই কঠোর। আল-াহ তা‘আলা তাঁদের শান-মান ও মর্যাদা-ফযীলত বর্ণনা করেছেন।

৫. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

আল-াহ তা‘আলা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)কে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর পরে খলীফা হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছেন নিম্নোক্ত আয়াতে,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ

“আল-াহ প্রতিশ্র“তি দিয়েছেন তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে যে, অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত প্রদান করেছেন” ।[১৪৫]

আয়াতের শানে নুযুল :

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ওহী নাযিল হওয়ার সময় থেকে দীর্ঘ তের বৎসরকাল পর্যন্ড় মক্কা মুকাররমায়

---

[১৪৩]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা মা-ইদাহ, আয়াত নং-৫৪, পৃ. ২২২।

[১৪৪]. ইমাম খাযিন : প্রাগুক্ত, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

[১৪৫]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা নূর, আয়াত নং-৫৫, পৃ. ৬৪৯।

সাহাবায়ে কেরামের সাথে অবস্থান করেন, আর কাফিরদের বিভিন্ন নির্যাতনের উপর যা অহরহ অব্যাহত ছিল, ধৈর্য ধারণ করেন, অতঃপর আল-াহ তা‘আলার নির্দেশে মদীনা তৈয়্যবায় হিজরত করেন এবং আনসারীদের বাসস্থান গুলোকে স্বীয় অবস্থান দ্বারা ধন্য করলেন, কিন্তু কোরাইশগণ এতেও ক্ষান্ড় হল না, দৈনন্দিন তাদের দিক থেকে যুদ্ধের ঘোষণা হতে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের হুমকিও অব্যাহত থাকে, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাহাবীগণ সর্বদা আশংকাগ্রস্থ থাকতেন এবং হাতিয়ার সাথে রাখতেন। একদিন এক সাহাবী বললেন, “কখনো কি এমন সময়ও আসবে যে, আমরা নিরাপদ হতে পারব এবং হাতিয়ারের বোঝা থেকে আমরা মুক্তি পাব ? এর জবাবে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।[১৪৬]

উক্ত আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যাচ্ছে মহান আল-াহ নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর আত্মত্যাগী সাহাবীদের সাথে ওয়াদা দিচ্ছেন যে, তাঁদেরকে আল-াহ তা‘আলাও পৃথিবীতে খিলাফত ও হুকুমত প্রদান করবেন, আয়াতে বর্ণিত مِنْكُمْ শব্দ দ্বারা এটা সুস্পষ্ট প্রমাণিত যে, সাহাবী সাহাবায়ে কেরামই উদ্দেশ্য। আর তাদের মাঝে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্বই সর্বশ্রেষ্ঠ।

ইমাম খাযিন (রহ.) বলেন, [১৪৭]

وَفِى الْاٰيَةِ دَلِيْلٌ عَلٰى صِحَّةِ خِلَافَةِ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ وَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ بَعْدَهٗ لِاَنَّ فِىْ اَيَّامِهِمْ كَانَتِ الْفُتُوْحَاتِ الْعَظِيْمَةُ وَ فُتِحَتْ كُنُوْزُ كِسْرٰى وَ غَيْرِهٖ مِنَ الْمُلُوْكِ وَ حَصَلَ الْاَمَنَ وَ التَّمْكِيْنُ وَ ظُهُوْرُ الدِّيْنِ -

“অর্থাৎ উক্ত আয়াতে করীমাটি আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের রাজত্বের ব্যাপারে দলীল বিশেষ। কেননা তাঁদের সময়কালে বড় বড় রাজ্য জয় হয়েছে। কিসরা ও অপরাপর বাদশাদের খযীনা বিজয় হয়েছে, নিরাপত্তা, বিজয় ও ইসলাম ধর্মের প্রচার অর্জিত হয়েছে”।

---

[১৪৬]. মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৯।

[১৪৭]. ইমাম খাযিন : প্রাগুক্ত, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব এর খিলাফতের দিকে ইশারা করে বলেছেন, اِنْ لَمْ تَجِدِيْنِىْ فَاتِىْ اَبَابَكْرٍ "যদি আমাকে না পাও তবে হযরত আবূ বকরের নিকট চলে এস"।

পূর্ব হাদীসটি হযরত জুবায়র ইবন মুত্বইম (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, এক মহিলা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে আসলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বললেন, আবার কখন আসবে, সে উত্তর দিল ইয়া রাসূলাল-াহ ! আমি যদি আসি, আর আপনাকে যদি না পাই ? তখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম উক্ত বাক্যটি বলে ছিলেন।[১৪৮]

ইবন আসাকির (রহ.) হযরত 'আবদুল-াহ ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, এক মহিলা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর মহান দরবারে আসলেন কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম তাঁকে আবার আসার জন্য বললেন, সে মহিলা বললেন, ইয়া রাসূলাল-াহ ! আমি যদি আসি আর আপনি যদি উপস্থিত না থাকেন, অর্থাৎ আপনি যদি ওফাত পেয়ে যান তখন আমি কি করব ? নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ ফরমান, তুমি যদি আস এবং আমি যদি না থাকি তাহলে তুমি আবূ বকরের নিকট চলে আসবে।[১৪৯]

ইবন আসাকির উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.) থেকে অপর একটি হাদীস বর্ণনা করছেন, তাঁরা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর নিকট আরয করলেন, "আপনি যখন আবূ বকরকে অগ্রবর্তী করার ইচ্ছা করলেন," নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ ফরমান, না, আমি আবূ

---

[১৪৮]. ইমাম মুসলিম : আল-জামি' আস সহীহ; পীর সৈয়্যদ খিদ্বির চিস্ড়ী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

[১৪৯]. ইবন হাজর মক্কীর : প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

বকরকে অগ্রবর্তী করিনি, لٰكِنَّ اللّٰهَ قَدَّمَهٗ “বরং তাঁকে আল-াহ তা‘আলাই অগ্রবর্তী করেছেন”।[১৫০]

৬. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) এমন মরতবার অধিকারী যে, তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর গারে সওর তথা সওর গুহার একমাত্র সাথী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। মহান আল-াহ এরশাদ করেন,

ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ـ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ

“শুধু দু’জন থেকে, যখন তাঁরা উভয়ই গুহার মধ্যে ছিলেন, যখন আপন সঙ্গীকে ফরমাচ্ছিলেন, ‘দুঃখিত হয়োনা, নিঃসন্দেহে আল-াহ আমাদের সাথে আছেন’। অতঃপর আল-াহ তাঁর উপর আপন প্রশান্ড়ি অবতীর্ণ করেন”।[১৫১]

একটি জর“রী মাসআলা :

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর একজন অন্যতম সাহাবী হবার প্রমাণ এ আয়াত থেকে পাওয়া যায়”।

হযরত হাসান ইবন ফযল (রা.) বলেন, “যে ব্যক্তি হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর সাহাবী হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করেছে সে কুরআনের আয়াত অস্বীকার করার কারণে কাফির হয়েগেছে”।

সুতরাং শি‘আ ও রাফিযী সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে বাতিল। যেহেতু তারা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর মর্যাদাকে অস্বীকার করেছে।

এ আয়াত থেকে আরো জানা যায় যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর সাহাবীত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণিত। তাঁকে সাহাবী হিসেবে মেনে নেয়া ঈমানী ও কুরআনী বিষয়াদির অন্ড়র্ভূক্ত। সুতরাং এ বিষয়ে অবিশ্বাস করা “কুফুর”।

সৈয়্যদুনা আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর মর্যাদা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর পর সর্বাপেক্ষা

---

[১৫০]. ইবন হাজর মক্কীর : প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[১৫১]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা তাওবা, আয়াত নং ৪০, পৃ. ৩৫৭।

উর্ধ্বে। কারণ, তাঁকে আল-াহ তা‘আলা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর “দ্বিতীয়” বলেছেন। এ কারণেই নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম তাঁকে আপন মুসল-ার ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি চার ঔরসের সাহাবী : তাঁর মাতা-পিতাও সাহাবী, তিনি নিজেও সাহাবী, তাঁর সমস্ড় সন্ড়ান-সন্ড়তিও সাহাবী, তাঁর পৌত্র-পৌত্রীও সাহাবী ছিলেন। এ কথাও জানা যায় যে, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর পর খিলাফত হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব রাদ্বি আল-াহু তা‘আলা ‘আনহুর জন্য সাব্যস্ড়। স্বয়ং আল-াহ তা‘আলাই তাঁকে দ্বিতীয় হবার মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। তিনি তো ওফাত শরীফের পর কবর শরীফেও ‘দ্বিতীয়’ হাশর ময়দানেও দ্বিতীয় হবেন।[১৫২]

হিজরতের ঘটনা :

মক্কার কাফিরগণ শত ষড়যন্ত্র করার পরও ইসলামের আলো শিখা আস্ড়ে আস্ড়ে প্রজ্জ্বলিত হচ্ছিল, দিন দিন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল, কোনভাবেই মুসলমানদের দমানো যাচ্ছে না, তাই তারা দার“ন নদওয়াতে মিটিং করে সবাই একমত হলো যে, সব গোত্র থেকে এক একজন যুবক মিলে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর হুজরা শরীফ ঘেরাও করবে, যখন তিনি সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বের হবেন সকলেই এক যোগে তাঁকে শহীদ করে দেবে।

হযরত হাসান ‘আসকরী (রহ.) থেকে বর্ণিত, যখন মক্কার কাফিরগণ নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে হত্যার নিশানা বানাল, তখন হযরত জিবরাইল (আ.) প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর আলীশান দরবারে হাযির হয়ে বললেন। وَاَمَرَکَ اَنْ تَسْتَصْحِبَ اَبَابَکْرٍ “আল-াহ তা‘আলা আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আবূ বকরকে সাথে রাখার”।

---

[১৫২]. আ‘লা হযরত ও সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবদী, কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান, (বঙ্গানুবাদ : আলহাজ্ব মাওলানা আবদুল মান্নান) পৃ. ৩৫৭, টীকা :৯৪।

সুতরাং নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম সমস্ড় আমানত হযরত ‘আলীর নিকট অর্পন করে আল-াহর নির্দেশনা মোতাবেক হযরত আবূ বকরকে সঙ্গী করে গারে সওরের দিকে রওয়ানা দিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর অনুমতি নিয়ে প্রথমে তিনিই গুহায় প্রবেশ করলেন। গুহার মধ্যে প্রচুর গর্ত দেখতে পেলেন। আপন কাপড় দিয়ে সে গুলোর মুখ বন্ধ করে দিলেন, এমনকি অতিরিক্ত কাপড় শেষ হয়ে গেল। এখনো একটি গর্ত বাকী ছিল। অতঃপর নিজের পায়ের বৃদ্ধ আংগুলি তাতে ঢুকিয়ে দিলেন, এরপর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম প্রবেশ করলেন এবং এরশাদ ফরমান তোমার কাপড় কোথায় ? জবাব দিলেন, এখানে অনেক গর্ত, সে গুলো বন্ধ করার কাজে ব্যবহার করেছি। তখন আপন দু’হাত মোবারক মহান আল-াহর দরবারে উত্তোলন করলেন এবং বললেন,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَبَا بَكْرٍ مَعِیْ فِیْ دَرَجَتِیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ

“ওহে রব ! ক্বিয়ামতের দিবসে আবূ বকরকে আমার সাথে আমার স্থানে জায়গা দান কর ন”।

আল-াহর পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হলো আপনার এ দু‘আ কবুল হয়েছে। সুবহানাল-াহ ![১৫৩]

‘আল-ামা সৈয়্যদ মাহমুদ আলূসী (রহ.) স্বীয় বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে বলেন, উক্ত আয়াতে “اِذْ یَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ” এর মধ্যে “صَاحِبِهٖ” দ্বারা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্বই উদ্দেশ্য। যেরূপ سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ আয়াতের মধ্যে “عَبْدِهٖ” দ্বারা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামই উদ্দেশ্য।[১৫৪]

৭. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

---

[১৫৩]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪; সূত্র : ইবন জাওযী : আল-ওয়াফা।

[১৫৪]. সৈয়্যদ মাহমুদ আলূসী : প্রাগুক্ত, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্র.।

মহান আল-াহ তা'আলা বিভিন্ন কর্মে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করার কথা বলেছেন, তাঁর বাণী- وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ "আর কার্যাদিতে তাদের সাথে পরামর্শ কর ন"।[১৫৫]

'আল-ামা ইবন হাজর মক্কী (রহ.) ইবন 'আসাকীরের সূত্রে বর্ণনা করেন যে,[১৫৬] হযরত 'আবদুল-াহ ইবন 'আমর ইবন 'আস (রা.) বলেন, আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে বলতে শুনেছি' আমার নিকট হযরত জিবরাইল (আ.) এসেছেন এবং বলেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُكَ اَنْ تَشْتَشِيْرَ اَبَا بَكْرٍ

"নিশ্চয়ই আল-াহ তা'আলা আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি আবূ বকর সিদ্দিক্বের সাথে পরামর্শ কর ন"।

বাগদাদের বিখ্যাত মুফতি ও মুফাসসির 'আল-ামা সৈয়্যদ মাহমুদ আলূসী (রহ.) উক্ত আয়াতের তাফসীর করতে বলেন,[১৫৭] হযরত ইমাম বায়হাক্বী (রহ.) হযরত 'আবদুল-াহ ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করছেন, উক্ত আয়াত দ্বারা হযরত আবূ বকর ও হযরত 'উমর (রা.)ই উদ্দেশ্য। উক্ত বর্ণনাকে ইমাম হাকিম বিশুদ্ধ বলেছেন।

'আল-ামা আলূসী (রহ.) আরো বলেন, তাঁদের (রা.) অভিমত বা পরামর্শ অর্থাৎ হযরত আবূ বকর ও হযরত 'উমর যে পরামর্শ দিতেন তা সঠিক প্রমাণিত হতো। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম দু'জনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, لَوِ اجْتَمَعْتُمَا فِىْ مَشْوَرَةٍ مَا خَلَفْتُكُمَا "তোমরা যদি কোন বিষয়ে একমত হয়ে যাও তবে আমি তাতে মতবিরোধ করব না"। সুবহানাল-াহ !

হাদীস শরীফের আলোকে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর ফযীলত :

সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বি আল-াহ তা'আলা 'আনহুম সত্যের মাপকাঠি। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর

---

[১৫৫]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা আল্-ই ইমরান, আয়াত নং ১৫৯, পৃ. ১৪৪।

[১৫৬]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

[১৫৭]. সৈয়্যদ মাহমুদ আলূসী : প্রাগুক্ত, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্র.।

সংস্পর্শের কারণে তাঁরা একেক জন নক্ষত্র তুল্য, দীপ্ত শিখা, বিশ্বখ্যাত আলোক বর্তিকায় পরিণত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর একমাত্র নায়েব সৈয়্যদুনা আবূ বকর সিদ্দিক্ব অনন্য ব্যক্তি সত্ত্বায় পরিগণিত। তাঁর শান-মান, ফযীলত ও মর্যাদা সর্বাধীক যা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর নূরানী যবানে বর্ণনা করেছেন। সেগুলো থেকে কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

হাদীস নং-১

দরবারে রিসালতের বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ সা‘ঈদ খুদুরী (রা.) বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, [১৫৮] اِنَّ مِنْ اَمَنِّ النَّاسِ عَلَىَّ بِصُحْبَتِهٖ وَ مَالِهٖ اَبُوْبَكْرٍ

“সমস্ড় মানুষের মধ্যে আবূ বকরের সহচার্য ও সম্পদ আমার প্রতি অধিক ইহসান করেছে”।

হাদীস নং-২

অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, [১৫৯] আমার উপর কারো কোন ইহসান নেই, আমি সকলের বদলা দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আবূ বকর ব্যতীত, আমার উপর তাঁর বড় ইহসান রয়েছে। আল-াহ তা‘আলা স্বয়ং সেগুলোর বদলা-প্রতিদান প্রদান করবেন। এরশাদ হচ্ছে, وَمَا نَفَعَنِىْ مَالُ اَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِىْ مَالُ اَبِىْ بَكْرٍ

“আমাকে কারো কোন সম্পদ উপকার দেয়নি, যতটুকু আবূ বকরের সম্পদ আমাকে উপকার দিয়েছে”।

স্বর্তব্য যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব নিজের জান-মাল, সন্ড়ান-সন্ড়তি, মাতৃভূমিসহ সব কিছু নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে নযরানা পেশ করে দিয়েছেন। এটি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর

---

[১৫৮]. ওলি উদ্দীন আল-খত্বীব : প্রাগুক্ত, বাবু মানাকিবে আবি বকর, পৃ. ৫৫৪।

[১৫৯]. ওলি উদ্দীন আল-খত্বীব : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৫।

প্রতি তাঁর পূর্ণ মুহাব্বতের বহি প্রকাশ। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামও সে সম্পর্কে জগতবাসীকে জানিয়ে দিচ্ছেন।

হাদীস নং-৩

ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) স্বীয় বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ ‘আস-সুনান’ এ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করছেন,[১৬০] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ ফরমাচ্ছেন আমাকে কারো সম্পদ এমন উপকার প্রদান করেনি যেরূপ আবূ বকরের সম্পদ দিয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,

فَبَكٰى اَبُوْبَكْرٍ وَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ اَنَا وَمَالِىْ اِلَّا لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

এ কথা শুনে,

“হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব কেঁদে দিলেন এবং বললেন, ওহে আল-াহর রাসূল! আমি এবং আমার যা কিছু আছে সবই আপনার জন্য ইয়া রাসূলাল-াহ !”।

হাদীস নং-৪

ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় বিখ্যাত বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ আল-জামি‘ আস-সহীহতে হযরত আবূ সা‘ঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণনা করছেন যে, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[১৬১]

وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً غَيْرَ رَبِّىْ لَاتَّخَذْتُ اَبَابَكْرٍ خَلِيْلاً وَلٰكِنْ اُخُوَّةَ الْاِسْلَامِ وَ مَوَدَّتَهٗ

“আমি যদি আমার প্রভু ছাড়া অপর কাউকে বন্ধু বানাতাম অবশ্যই আমি আবূ বকরকেই বন্ধু বানাতাম, তবে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালবাসাই যথেষ্ট”।

---

[১৬০]. ইমাম ইবন মাজাহ : আস-সুনান, বাবু ফদ্বলি আবি বকর আস-সিদ্দিক্ব।

[১৬১]. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, বাবু ফদ্বলি আবি বকর, হাদীস নং ৩৬৫৪

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আরো বলেন, [১৬২] لَايَبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ بَابٌ اِلَّا سُدَّ اِلَّا بَابُ اَبِىْ بَكْرٍ

“মসজিদের দিকে কোন দরজাই খোলা থাকবে না। শুধু আবূ বকরের দরজা ব্যতীত”।

হাদীস নং-৫

ইবন হাজর মক্কী (রহ.) বলেন, [১৬৩] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ اتَّخَذَ لِىْ خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً اِنَّ خَلِيْلِىْ اَبُوْبَكْرٍ

“নিশ্চয় আল-াহ তা‘আলা আমার একজন বন্ধু বানিয়েছেন, যেভাবে তিনি ইবরাহীম (আ.)কে বন্ধু বানিয়েছেন, নিশ্চয় আমার বন্ধু হলেন আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)”।

হাদীস নং-৬

ইমাম ত্বাবরানী (রহ.) [১৬৪] ইবন সা‘দ থেকে তিনি ইবন যুরারাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বলেছেন, আমাকে হযরত জিবরাইল (আ.) সংবাদ দিয়েছেন,

اِنَّ خَيْرَ اُمَّتِكَ بَعْدَكَ اَبُوْبَكْرٍ

“নিশ্চয় আপনার পরে আপনার উম্মতদের মধ্যে আবূ বকরই সর্বশ্রেষ্ঠ”।

হাদীস নং-৭

ইমাম ত্বাবরানী (রহ.) এবং ইবন ‘আদী (রহ.)[১৬৫] হযরত সালামা ইবন আকও‘য়া (রা.), থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

اَبُوْبَكْرٍ خَيْرُ النَّاسِ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ نَبِىٌّ

“আবূ বকর নবীগণ ব্যতীত সমস্ড় মানুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ”।

---

[১৬২]. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, বাবু ফদ্বলি আবি বকর, হাদীস নং-৩৬৫৪

[১৬৩]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

[১৬৪]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

[১৬৫]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

হাদীস নং-৮

উম্মুল মু’মিনীন হযরত ‘আয়িশা সিদ্দিক্বা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[১৬৬] لَايَنْبَغِىْ لِقَوْمٍ فِيْهِمْ اَبُوْبَكْرٍ اَنْ يُّؤَمَّهُمْ غَيْرُهُ

“আবূ বকরের উপস্থিতিতে মানুষের ইমামতি তিনি ব্যতীত অন্য কেউ যেন না করে”।

হাদীস নং-৯

সৈয়্যদুনা ‘আবদুল-াহ ইবন ‘উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বলেন,[১৬৭] اَنْتَ صَاحِبِىْ عَلَى الْحَوْضِ وَصَاحِبِىْ فِى الْغَارِ

“তুমি হাউদ্বে কাউসারে আমার সাথী, সাওর গুহায়ও আমার সাথী”।

হাদীস নং-১০

ইবন হাজর মক্কী (রহ.) ইবন ‘আসাকীর (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন,[১৬৮] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, তিন শত ষাটটি উত্তম খাসলত বা বৈশিষ্ট আছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল-াহ ! ঐ সমস্ড় বৈশিষ্ট কি আমার মধ্যে আছে ? নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম উত্তর দিলেন সমস্ড় বৈশিষ্টই তোমার মধ্যে আছে।

হাদীস নং-১১

ইবন ‘আসাকীর (রহ.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[১৬৯] حُبُّ اَبِىْ بَكْرٍ وَ شُكْرُهُ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ اُمَّتِىْ

---

[১৬৬]. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, পৃ.; পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ.১১২।
[১৬৭]. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, পৃ.; পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ.১১২।
[১৬৮]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।
[১৬৯]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

“আবূ বকরকে ভালবাসা এবং তাঁর শোকরিয়া আদায় করা আমার প্রত্যেক উম্মতের উপর ওয়াজিব”।

হাদীস নং-১২

ইমাম ইবন হাজর মক্কী (রহ.) ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবন মাজাহ, ইমাম বায়হাক্বী (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, [১৭০] اَرْحَمُ اُمَّتِىْ اَبُوْبَكْرٍ

“আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু ব্যক্তি হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব”।

হাদীস নং-১৩

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) হযরত সা‘ঈদ ইবন যায়দ (রা.) থেকে ইমাম তিরমিযী (রহ.) হযরত ‘আবদুর রহমান ইবন ‘আওফ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, [১৭১] اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ

“নিশ্চয় নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব জান্নাতী ”।

হাদীস নং-১৪

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আরো এরশাদ করেছেন, [১৭২] اَمَّا اِنَّكَ يَا اَبَابَكْرٍ اَوَّلُ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ

“ওহে আবূ বকর ! তুমি ঐ ব্যক্তি যিনি আমার উম্মতের মধ্যে সবার আগে বেহেস্ড়ে প্রবেশ করবে”।

হাদীস নং-১৫

ইবন ‘আসাকীর (রহ.) উম্মুল মু’মিনীন হযরত ‘আয়িশা সিদ্দিক্বা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, [১৭৩] اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ يُحَاسَبُوْنَ اِلَّا اَبَابَكْرٍ

“ক্বিয়ামতের দিবসের প্রত্যেক মানুষের হিসাব গ্রহণ করা হবে, শুধুমাত্র আবূ বকর সিদ্দিক্ব ব্যতীত”।

---

[১৭০]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

[১৭১]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

[১৭২]. ওলি উদ্দীন আল-খত্বীব : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু মানাক্বিবে আবি বকর, পৃ.

[১৭৩]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

হাদীস নং-১৬

মাওলায়ে কায়েনাত সৈয়্যদুনা ‘আলী (রা.) থেকে বর্ণিত,[১৭৪] তিনি শপথ করে বলেন, আবূ বকর সিদ্দিক্বের ‘সিদ্দিক্ব’ লকবটি আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

হাদীস নং-১৭

আবূ ইসহাক্ব সাবী‘য়ী (রহ.) আবূ ইয়াহইয়া (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা হযরত ‘আলী (রা.)কে মিম্বর শরীফের বার বার একথা বলতে শুনেছি যে,[১৭৫] اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ سَمّٰى اَبَابَكْرٍ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهٖ ﷺ صِدِّيْقًا

“নিশ্চয় আল-াহ তা‘আলা স্বীয় নবীর পবিত্র মুখে আবূ বকরের নাম ‘সিদ্দিক্ব’ বা মহাসত্যবাদী রেখেছেন।

হাদীস নং-১৮

মাওলা ‘আলী শেরে খোদা (রা.) বলেন,[১৭৬]

وَكَانَ خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَضِيَهُ لِدِيْنِنَا فَرَضِيْنَاهُ لِدُنْيَانَا

“তিনি রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর খলীফা ছিলেন, তিনি আমাদের ধর্মের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, আমরাও তাঁর উপর আমাদের দুনিয়াবী ব্যাপারে সন্তুষ্ট”।

হাদীস নং-১৯

সৈয়্যদুনা আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত,[১৭৭] তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, আমি আকাশের দিকে যখন উঠতেছিলাম তখন প্রত্যেক বস্তুর উপর লিপিবদ্ধ দেখতে পেলাম। مُحَمَّدُ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ اَبُوْبَكْرِنِ الصِّدِّيْقُ خَلِيْفَتِىْ “মুহাম্মদ আল-াহর রাসূল এবং আবূ বকর সিদ্দিক্ব আমার খলীফা”।

---

[১৭৪]. ইমাম ত্বাবারী : আর-রিয়াদ্বুন নদ্বরা ফী মানাক্বিবে আশরাহ, খ. ১, পৃ. ৮১।
[১৭৫]. ইমাম ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮১।
[১৭৬]. ইমাম ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮।
[১৭৭]. ইমাম ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮।

হাদীস নং-২০

ইসমা‘ঈল ইবন খালিদ (রহ.) বর্ণিত, [১৭৮] তাঁর নিকট হযরত ‘আয়িশা সিদ্দিক্বা (রা.)-এর এ হাদীসটি পৌঁছেছে যে, হযরত ‘আয়িশা সিদ্দিক্বা (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর দিকে থাকিয়ে বললেন, يَا سَيِّدَ الْعَرَبِ “ওহে আরবের সরদার”

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ ফরমান,

اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ “আমি বণি আদমের সরদার”

وَاَبُوْكَ سَيِّدُ كُهُوْلِ الْعَرَبِ “ওহে ‘আয়শা! তোমার পিতা বয়স্ক আরবদের সরদার”।

وَ عَلِيٌّ سَيِّدُ شَبَابِ الْعَرَبِ “আর ‘আলী হলেন যুবক আরবদের সরদার”।

হাদীস নং-২১

হযরত ‘উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, [১৭৯] আমি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর আলীশান দরবারে উপস্থিত হলাম-

وَهُوَ وَ اَبُوْبَكْرٍ يَتَكَلَّمَانِ فِىْ عِلْمِ التَّوْحِيْدِ ، فَاجْلِسُ بَيْنَهُمَا

“নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ও আবূ বকর সিদ্দিক্ব আল-াহ তা‘আলার একত্ববাদ বিষয়ে আলোচনায় রত আমি তাঁদের মধ্যখানে বসে গেলাম”। তাঁরা যে গুপ্ত বিষয়ে আলোচনা করছিলেন তা আমার বোধগম্য হয়নি।

হাদীস নং-২২

---

[১৭৮]. ইমাম ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৬।

[১৭৯]. ইমাম ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫।

হযরত 'আবদুল-াহ ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, আমি দেখলাম যে, আমাকে দুধে ভরপুর একটি পেয়ালা দেয়া হল, এমনকি আমি খুব ভালভাবে পান করলাম,

فَرَأَيْتُهَا تَجْرِىْ فِىْ عُرُوْقِىْ بَيْتَ الْجِلْدِ وَ الْعَظْمِ فَفَضُلَتْ مِنْهَا فَاَعْطَيْتُهَا اَبَابَكْرٍ

"আমি দেখলাম ঐ দুধ আমার চামড়া ও হাড়ের মধ্যে রগের ভিতর দৌড়াচ্ছে, আর যা অবশিষ্ট ছিল তা আমি আবূ বকরকে দিয়ে দিলাম"।

উপস্থিত সবাই বললেন, يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا عِلْمٌ اَعْطَاكَهُ اللّٰهُ

"ওহে আল-াহর রাসূল ! এটি হল 'ইলম, যা আল-াহ তা'আলা আপনাকে দান করেছেন"। আপনি তৃপ্তিসহকারে পান করার পর অবশিষ্ট গুলো আবূ বকরকে প্রদান করেছেন।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বললেন, قَدْ اَصَبْتُمْ "তোমরা সত্য বলেছ"।

হাদীস নং-২৩

দরবারে রেসালতের বিশিষ্ট সাহাবী খাদেমে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত,[১৮০] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, আমি মি'রাজে ভ্রমণের সময় হযরত জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওহে জিবরাইল আমার উম্মতের কি হিসাব হবে ? হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, আবূ বকর ব্যতীত আপনার উম্মতের সকলের হিসাব হবে।

জিবরাঈল (আ.) বলবেন, ওহে আবূ বকর ! জান্নাতে প্রবেশ করুন, আবূ বকর বললেন, "আমি জান্নাতে প্রবেশ করব না, যতক্ষণ না যারা দুনিয়াতে আমাকে ভালবাসত তারা প্রবেশ করবেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর কয়েকটি কারামত :

নবুয়্যতের আলোকরশ্মির তীব্রতা ও জ্যোতির্ময়তা সাহাবায়ে কেরামগণ নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর

---

[১৮০]. ইমাম ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৫।

থেকে লাভ করেছেন, নবীর নূরানী সংস্পর্শে তাঁরা এক একজন পরশ পাথর তুল্য বা নক্ষত্র তুল্য হয়েছেন, নবুয়্যতী সূর্যের সামনে তাঁদের থেকে প্রকাশিত কারামাত সমূহ দামাছাপা পড়ে গেছে। সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে এক নম্বর ব্যক্তিত্ব হলেন সৈয়্যদুনা সিদ্দিক্বে আকবর (রা.)। তাঁর থেকে অনেক কারামাত প্রকাশ পেয়েছিল। তম্মধ্যে কয়েকটি উলে-খ করা হল।

মাতৃগর্ভে কন্যা সন্ড়ানের শুভ সংবাদ :

আশরাফ আলী থানভী স্বীয় কিতাব “কারামাতে সাহাবা (রা.)”-এর ১১ পৃষ্ঠায় ‘আল-ামা সুয়ূত্বীর তারীখুল খোলাফার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে,[১৮১] ইমাম মালিক (রহ.) হযরত ‘আয়িশা সিদ্দিক্বা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব হযরত ‘আয়িশা (রা.)কে পাঁচ মন খেজুরসহ একটি খেজুর গাছ হিবা করেছিলেন, যখন আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর ওফাতের সময় ঘনিয়ে আসল তখন তিনি ‘আয়িশা সিদ্দিক্বাকে বললেন, ওহে আমার মেয়ে ! আমি তোমাকে পাঁচ মন খেজুর হেবা করেছিলাম, তুমি যদি সেগুলো কেটে নাও তাহলে তোমার আয়ত্ত্বে থাকবে। কিন্তু অদ্য তার উপর মিরাসী সত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এর ওয়াসি তুমি আর তোমার দু’ভাই ও দু’বোনের হবে। তুমি কুরআনের হুকুম মোতাবেক ভাগ করে দিবে। তখন ‘আয়িশা সিদ্দিক্বা (রা.) বললেন, আব্বাজান ! খেজুরের পরিমাণ বেশী হলেও আমি হেবা থেকে আমার হাত ঘুটিয়ে নেব। কিন্তু আমার বোন তো একজন ‘আসমা’ (রা.)। দ্বিতীয় বোন কোন জন ? সিদ্দিক্বে আকবর উত্তর দিলেন, আমার স্ত্রী হাবীবা বিনতে খারিজা গর্ভিত। তার পেটে আমার একজন কন্যা সন্ড়ান রয়েছে। একটু খেয়াল করলে বুঝা যাবে এখানে সিদ্দিক্বে আকবর (রা.)-এর দু’টি কারামাত প্রকাশিত হয়েছে। একটি হল এ রোগে তাঁর ইনতিকাল হবে। দ্বিতীয়টি হল তাঁর স্ত্রীর গর্ভে কন্যা সন্ড়ান রয়েছে। বুঝাগেল, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর উসীলায় সিদ্দিক্বে আকবর عِلْمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ গর্ভের ‘ইলমের মালিক হলেন, আর আল-াহ তা‘আলার অশেষ রহমতে আমাদের নবী যা হয়েছে, যা হবে, যা হচ্ছে সব ‘ইলমের মালিক। সুবহানাল-াহ!

---

[১৮১]. আশরাফ আলী থানভী : কারামাতে সাহাবা (রা.), পৃ. ১১।

খাদ্যের মধ্যে বরকত :

হযরত আবূ বকরের ছেলে ‘আবদুর রহমান (রা.) বর্ণনা করছেন,[১৮২] তিনি বলেন, আমার আব্বা আবূ বকর সিদ্দিক্ব একদা সন্ধ্যাবেলায় তিনজন মেহমানকে দাওয়াত দিয়ে ঘরে নিয়ে আসলেন, তাঁদেরকে ঘরে রেখে তিনি জর ুরী কাজে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে চলে আসলেন, তিনি এখানে অনেক বিলম্ব করে ফেললেন, অতঃপর ঘরে ফিরে আসলেন, দেখলেন মেহমানগণ তখনো খাবার খাননি। তাঁর নির্দেশে মেহমানগণ খাবার খেতে আরম্ভ করলেন, তাঁরা বুঝতে পারল যে, তাঁরা যা খাচ্ছে বরতনে তার চেয়ে অধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন সিদ্দিক্বে আকবর আপন স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

يَااُخْتَ بَنِىْ فَرَاسٍ مَا هٰذَا ؟ “ওহে বণি ফারাসের বোন একি ব্যাপার” ?

তখন স্ত্রী জাওয়াব দিলেন,

قَالَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ اِنَّهَا اْلاٰنَ لَاَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِثَلٰثٍ مِرَارٍ

“ওহে আমার চোখের পুতলি ! এ খাবার প্রথম থেকে তিন গুণ বেড়ে গেছে”। অতঃপর বরকত মন্ডিত এ খাবার নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে পাঠিয়ে দেয়া হল। যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণকারী একদল সৈন্যকে তা পরিবেশন করা হল। এরপরেও খাবার অবশিষ্ট থাকে।

সিদ্দিক্বে আকবরের কবিতা :

‘আল-ামা ‘আবদুর রহমান সাফূরী “রাওদ্বতুল আফকার” কিতাবের সূত্রে নিজের বিখ্যাত কিতাব “নুযহাতুল মাজালিস” গ্রন্থে উলে-খ করেছেন যে, একদা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আবূ বকর সিদ্দিক্ব তাঁর (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম) সেবা করার জন্য দরবারে রেসালতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর খুব সেবা-যত্ন করে বাড়ী

---

[১৮২]. ‘আল-ামা ইউসুফ নাবহানী : জামি‘উ কারামাতিল আওলিয়া, খ. ১, পৃ. ৩৭৬; ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৪।

প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁর (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম) শোকে তিনিও অসুস্থ্য হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম সুস্থ্য হলেন এবং স্বয়ং সিদ্দিক্বে আকবরকে দেখার জন্য আবূ বকরের ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। যখন সিদ্দিক্বে আকবর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে দেখলেন তখন তিনি আবেগাপ-ুত হয়ে নিচের কবিতাটি পাঠ করেন, [১৮৩]

مَرِضَ الْحَبِيْبُ فَزَارَتَهٗ ☆ فَمَرِضْتُ مِنْ اَسَفِىْ عَلَيْهِ

شَفَى الْحَبِيْبُ فَزَارَنِىْ ☆ فَشَفَيْتُ مِنْ نَظَرِىْ اِلَيْهِ

“আমার প্রিয় হাবীব রোগাক্রান্ড় হলে আমি সেবা করতে গেলাম অতঃপর আমি তাঁর শোকে অসুস্থ্য হয়ে পড়লাম, প্রিয় হাবীব সুস্থ হলে আমাকে দেখার জন্য আগমন করলেন ফলে আমিও সুস্থ হয়ে গেলাম”।

মাহবুবের আওয়াজ :

সৈয়্যদাতুনা ‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,[১৮৪] হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব ওফাত লাভ করার পর কেউ কেউ তাঁকে শহীদগণের মাঝে দাফন করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন, আবার কেউ কেউ তাঁকে জান্নাতুল বক্বীতে দাফান করার জন্য বলছেন, এমতাবস্থায় আমার উপর তন্দ্রা আসল। তখন আমি কাউকে একথা বলতে শুনলাম, “মাহবুবকে মাহবুবের পাশে নিয়ে আসুন” যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন বুঝতে পারলাম এ আওয়াজ উপস্থিত সকলে শুনতে পেয়েছেন, এমনকি মসজিদে নববীতে যাঁরা ছিলেন তারাও।

নিজের ওফাতের ঘোষণা :

হযরত আবূ ইয়া‘লা (রা.) হযরত ‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করছেন, [১৮৫] হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) হযরত ‘আয়িশাকে জিজ্ঞাসা করলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম কোন

---

[১৮৩]. নুযহাতুল মাজালিস, খ. ২, পৃ. ২০৮।

[১৮৪]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ.১২৫; আবদুর রহমান জামী : শাওয়াহিদুল নবুয়্যাত, দ্রষ্টব্য।

[১৮৫]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪।

দিন এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, হযরত ‘আয়িশা বলেন, সোমবার দিন। আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) বললেন, আমি একদিন পর ওফাতের আশা রাখি। সুতরাং মঙ্গলবার ওফাত লাভ করেছেন, সকাল হওয়ার পূর্বেই তাঁকে আমার রাসূলের (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম) পাশে দাফন করা হয়েছে।

মক্কা মুকাররমা তীব্রভাবে কেঁপে উঠল :

ইবন সা‘দ (রহ.) হযরত সা‘ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রা.) থেকে বর্ণনা করছেন, [১৮৬] হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্বের ওফাতে মক্কা নগরী তীব্রভাবে কেঁপে উঠল, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্বের আব্বা আবূ কূহাফা (রা.) বললেন, এ কাফন কিসের ? তখন উপস্থিত সকলে বলল, আপনার ছেলে আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) ওফাত লাভ করেছেন, আবূ কূহাফা বললেন, আমার উপর তো কঠিন মছিবত এসে পড়ল।

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর মোহর :

রাষ্ট্রীয় কাজে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) মোহর ব্যবহার করছেন তাঁর মোহরের নকশা ছিল عَبْدٌ ذَلِيْلٌ لِرَبٍّ جَلِيْلٍ

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর গোলাম ও লেখক :

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর গোলামের নাম সাদীফ, লেখকের নাম ছিল হযরত ‘উসমান ইবন আফ্ফান এবং হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন আরক্বাম রাদ্বি আল-াহু ‘আনহুম।

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর ওফাতের সাল :

আল-াহ রাসূলের প্রিয় হাবীব, খলীফাতুর রাসূল, ইসলামের ত্রাণকর্তা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) ১৩হি. সালের ২২ জমাডিস সানী রোজ সোমবার মাগরিবের পর ‘ঈসারের পূর্বে ওফাত লাভ করেন। ইন্নালিল-াহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি‘উন।[১৮৭]

কাফনের কাপড় :

---

[১৮৬]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪।

[১৮৭]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ.১২৫।

উম্মুল মূমিনীন হযরত 'আয়িশা সিদ্দিক্বা (রা.) এরশাদ করেছেন, আমার পিতা সৈয়্যদুনা আবূ বকর সিদ্দিকব (রা.) বলেছেন, আমার রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর কাফন কয়টি ছিল ? 'আয়িশা সিদ্দিক্বা বলেন, তিনটি সূতীর কাপড় যাতে কামীস ও দস্ড়র ছিল না। এ কথা শুনে আমার বাবা নিজের পরনের কাপড়ের দিকে তাকালেন, যে কাপড় রোগের সময় তিনি পরিধান করেছেন। যাতে জা'ফরানের রং ছিল, তিনি চাদর দেখতে দেখতে বললেন, আমাকে এটিসহ গোসল দেয়াবে, এবং দু'টি চাদর দ্বারা আবৃত করবে। এর পর তিনি ওফাত লাভ করলে তাঁকে ঐ খাটিয়াতে শোয়ানো হলো যে খাটিয়াতে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে শোয়ানো হয়েছিল। ঐ চার পায়াটি গাছের ছিল। এ খাটিয়া হযরত 'আয়িশা (রা.)-এর আয়ত্বাধীন ছিল। যা আমীরে মুয়াবিয়া (রা.)-এর সময়ে চার হাজার দিরহাম দিয়ে জনৈক ব্যক্তি ক্রয় করে জনসাধারণের তাবাররুক হাসিলের জন্য দান করা হয়েছিল।

জানাযার নামায :

আবূ মুহাম্মদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত 'উমর ফারুক্ব (রা.) হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন, তাঁর জানাযার নামায মসজিদে নববী শরীফের মিম্বরের পাশে আদায় করা হয়েছিল। তাতে চার তাকবীর বলা হয়েছে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর দাফন :

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর ওসিয়ত মোতাবেক হযরত 'আলী (রা.) তার কফিন মোবারক নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর রাওদ্বা শরীফের দরজার সামনে নিয়ে আসেন, তাঁর পক্ষ থেকে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি সালাম আরয করে বলেন, ওহে আল-াহর রাসূল ! আপনার গুহার সাথী হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) আপনার দরজায় উপস্থিত, তাঁর একান্ড় আশা আপনার পাশে দাফন হওয়ার। তিনি আপনার থেকে অনুমতি প্রার্থনা করছেন, যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে আপনার পাশে দাফন করা হবে। হযরত 'আলী (রা.) বলেন,

فَرَأَيْتُ الْبَابَ قَدْ فُتِحَ فَسَمِعْتُ اُدْخُلُوْا الْحَبِيْبَ اِلٰى حَبِيْبِهٖ فَاِنَّ الْحَبِيْبَ اِلَى الْحَبِيْبِ مُشْتَاقٌ

"আমি দেখলাম এমনিতে দরজা খোলে গেল, অতঃপর শুনতে পেলাম ভিতর থেকে আওয়াজ আসল, বন্ধুকে বন্ধুর নিকট প্রবেশ করাও, বন্ধুর সাক্ষাতের জন্য (আমি) বন্ধু (নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম) অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান"।

অনুমতি পাওয়ার পর নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর পাশে কবর খনন করা হল, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর কাঁধ মোবারকের পাশেই সিদ্দিক্বে আকবরের মাথা মোবারক রাখা হয়।

হযরত 'আবদুল-াহ ইবন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত 'উমর ফার্‌ক, হযরত 'উসমান গণী, হযরত তালহা ও হযরত 'আবদুর রহমান আবূ বকর (রা.) হযরত আবূ বকরের কফিন কবর মোবারকে রাখেন। অতঃপর কবর দেয়ার কাজ সুসম্পন্ন করেন।[১৮৮]

ওফাতের কারণ :

'আল-ামা মুহিব ত্বাবারী (রহ.) "আদ-দুররুস সমীন ফী আখবারিল মদীনা" গ্রন্থের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবন শিহাব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর নিকট হালুয়া হাদিয়া এসেছিল। তিনি হযরত হারিস ইবন কালাদাকে সাথে নিয়ে খাওয়া আরম্ভ করে দিলেন, হারিস বললেন, ওহে খলীফায়ে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আর খাবেন না। ঐ হালুয়ার মধ্যে এক বৎসর পর বিষক্রিয়া হবে এমন জহর মিশ্রিত ছিল, সুতরাং আমি আর আপনি একই দিন ওফাত লাভ করব। এতে তাঁরা উভয়ের ডায়রিয়ার ভাব হল এবং এক বৎসর পর এ রোগেই তারা দু'জন একই দিনে ওফাত লাভ করেছেন।[১৮৯]

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি :

---

[১৮৮]. ইমাম সুয়ূত্বী : তারীখুল খোলাফা, পৃ. ৫২-১৫৩; আল-খাসায়িসুল কুবরা, খ. ২, পৃ. ২৮১; 'আল-ামা 'আবদুর রহমান সাফুরী : নুযহাতুল মাজালিস, খ.২, পৃ. ৫৮৯-৫৯৩; ইমাম ত্বাবারী : রিয়াদ্বুন নদ্বরাহ, খ. ১, পৃ. ২৫৮; মুহাম্মদ হোসাইন হাইকল : হযরত আবূ বকর (রা.) পৃ. ৫০৩।

[১৮৯]. ইমাম ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৮।

ইসলামের এ মহান খলীফা সারা জীবনে চারজন স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তাঁরা হলেন-

১. কুতায়লা (রা.), তিনি বনী ‘আমির ইবন লুওয়াই গোত্রভুক্ত ছিলেন।
২. উম্মে র“মান বিনতে হারিস (রা.), তিনি বনী ফারাস ইবন গনম ইবন কিনানাহ গোত্রভুক্ত ছিলেন।
৩. আসমা বিনতে ‘উমায়স (রা.), তিনি হযরত ‘আলীর বড় ভাই জা‘ফর ইবন আবি তালিবের বিবি ছিলেন। হযরত জা‘ফর (রা.) শাহাদাত বরণ করার পর তাঁকে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) শাদী করেন।
৪. উম্মে হাবীবা বিনতে খারিজাহ ইবন যায়দ (রা.)।

তাঁর সন্ড়ান গণ :

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর তিনজন পুত্র সন্ড়ান ছিলেন, তাঁরা হলেন-

১. হযরত ‘আবদুল-াহ (রা.), তাঁর মা হলেন কুতায়লা।
২. হযরত আবদুর রহমান (রা.) তাঁর মা হলেন উম্মে র“মান।
৩. হযরত মুহাম্মদ (রা.) তাঁর মা হলেন আসমা।

তাঁর কন্যা সন্ড়ান গণ :

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর তিনজন কন্যা সন্ড়ান ছিলেন, তাঁরা হলেন-

১. হযরত আসমা (রা.)
২. হযরত ‘আয়িশা উম্মুল মূ’মিনীন (রা.)
৩. হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)।[১৯০]

সালাম

سایۂ مصطفٰے، مَایۂ اصفیاء ☆ عزّ نازِ خلافت پہ لاکھوں سلام
یعنی اس افضلُ الخلق بعد الرّسُل ☆ ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام

- আ‘লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ.)

---

[১৯০]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ.১২৮-১২৯।

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা আমীর-ল মু’মিনীন হযরত ‘উমর ফার-ক্বে আ‘যম (রা.)-এর ফদ্বীলত ও মর্যাদা

আল-াহ তা‘আলা হযরত ‘উমর ফার-ক্বে আ‘যম (রা.)-এর শানে বলেন,

يَآيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

“হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী) ! আল-াহ আপনার জন্য যথেষ্ট এবং যত সংখ্যক মুসলমান আপনার অনুসারী হয়েছে”।

[সূরা আনফাল, আয়াত নং-৬৪]

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘উমর ফার-ক্বে আ‘যম (রা.)-এর শানে বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ يَقُوْلُ بِهٖ

“আল-াহ তা‘আলা ‘উমরের যবানে হক-সত্য কথা প্রচলন করে দিয়েছেন। তিনি যা বলেন সত্যই বলেন”।

[ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহ.) : আস সুনান, পৃ. ১১]

হযরত ফারুক্বে আ‘যম ‘উমর (রা.) :

হযরত ‘উমর ইবন খাত্তাব, ফারুক্বে আ‘যম ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর একান্ড় আপনজন, পরামর্শদাতা ন্যায় বিচারক, আমিরুল মু’মিনীন, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হল।

নাম ও বংশ নামা :

সৈয়্যদুনা ফারুক্বে আ‘যম রাদ্বি আল-াহু তা‘আলা আনহুর নাম ‘উমর, পিতার নাম খাত্তাব মাতার নাম খানতাম।

উপনাম আবূ হাফস, উপাধী- ফারুক্ব, সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপনকারী।

তাঁর বংশীয় শজরা হল- ‘উমর ইবন খাত্তাব ইবন নুফাইল ইবন ‘আবদুল ‘উয্যা ইবন রিযাহ ইবন ক্বরত্ব ইবন রিয়াহ্ ইবন ‘আদী ইবন কা‘ব ইবন লুওয়াই।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ও হযরত ‘উমর (রা.)-এর নসব কা‘ব ইবন লুওয়াই-এর সাথে গিয়ে মিলে যায়।[১৯১]

‘আল-ামা শিবলঞ্জী (রহ.) ইবন ইসহাকের সূত্রে উলে-খ করেছেন যে, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বদর যুদ্ধের দিন হযরত ‘উমর (রা.)-এর উপনাম “আবূ-হাফস” রেখেছেন। আর আবূ হাফস অর্থ সিংহ।[১৯২]

ফারুক্ব :

---

১৯১. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : খোলাফায়ে রাসূল (দ.) পৃ.১৩১।

১৯২. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : নুরুল আবসার, পৃ. ৫।

হযরত 'উমর (রা.)-এর উপাধী ফার"ক্ব, এ বিষয়ে সৈয়্যদুনা 'আবদুল-াহ ইবন 'আব্বাস (রা.) হযরত 'উমর (রা.)কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনাকে "ফার"ক্ব" কেন বলা হয় ?

হযরত 'উমর (রা.) স্বয়ং উত্তর দিচ্ছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম দু'জাহানের সরদার হযরত আরকাম (রা.)-এর ঘরে তশরীফ ফরমাচ্ছিলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের নিমিত্তে দরজায় উপস্থিত হলাম। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-দরজায় এসে গেলেন, আমি তাঁর সামনা-সামনি দন্ডায়মান, তাঁকে পেয়েই আমি কলমা শাহাদাত পড়ে ইসলাম গ্রহণ করে ফেল-াম, এ খুশীতে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম সকলে উচ্চস্বরে তাকবীর বললেন, যা মক্কার বাসিন্দারাও শ্রবণ করেছেন, এরপর আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল-াহ ! আমরা কি সত্যের উপর নই ? নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বললেন, অবশ্যই, আমরাই সত্যের উপর আছি। তাহলে আমরা নিরব থাকব কেন ? সুতরাং দুই সারি হয়ে কা'বা শরীফে পৌছলাম। এক সারির অগ্রভাগে হযরত আমীর হামযা (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর আপন চাচা, আর অপর সারির অগ্রভাগে আমিই ছিলাম, আমাদেরকে দেখে কুরাইশরা খুবই অবাক হল, ঐদিনই নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আমাকে "ফার"ক্ব" উপাধীতে ভূষিত করলেন। ইসলাম ও বাতিলের মধ্যে ঐদিন পার্থক্য নিরূপন হয়েছিল।[১৯৩]

ইবন সা'দ (রহ.) আইয়ুব ইবন মুসা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[১৯৪]

اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهٖ وَهُوَ الْفَارُوْقُ فَرَّقَ اللّٰهُ بِهٖ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ

[১৯৩]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : খোলাফায়ে রাসূল (দ.) পৃ.১৩২।

[১৯৪]. ইবন হাজর মক্কী : আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিক্বা, পৃ. ৯৮।

"আল-াহ তা'আলা হযরত 'উমরের কলব ও যবানে হক্ব-সত্য জারি করে দিয়েছেন, আর তিনিই "ফার্ক্ব" তাঁর মাধ্যমে আল-াহ তা'আলা সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নিরূপন করে দিয়েছেন"।

হযরত 'উমর (রা.)এর জন্ম সাল :

ঐতিহাসিকদের মতে, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর বেলাদতের ১২ বছর পর ৫৮৩ খৃ. সালে হযরত 'উমর (রা.) পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন।

হযরত 'উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ :

একদিন হযরত 'উমর ফার্ক্ব (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলেন, বাজারে আসলেন, শরীর অস্ত্রে সজ্জিত। চোখে মুখে ভীষণ গোস্সা, আপাদ-মস্ড়ক ক্রোধান্বিত। রাস্ড়ায় হযরত হযরত নু'আইম ইবন 'আবদুল-াহ (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'উমর ভাল তো ? এত রাগ কেন, কোথায় যাচ্ছ? মুহাম্মদের শির্চ্ছেদ এবং তার ধর্মের দফা রফা করতে যাচ্ছি, 'উমর উত্তর দিলেন। হযরত নু'আইম জগন্য এ অপরাধ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিলেন। হযরত 'উমর বললেন, মানে হচ্ছে তুমিও আপন বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছ। মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছ। তিনি বললেন, তোমার বোন ফাতিমা এবং ভগ্নিপতি সা'ঈদ ইবন যায়দও নিজের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম কবুল করেছেন। এ খবর শুনে 'উমর আরো অধিক রাগান্বিত হলেন, এখন তিনি বোনের বাড়ীর দিকে রাওয়ানা হয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে বোন, ভগ্নিপতি ছাড়াও হযরত খোবায়ব (রা.)ও উপস্থিত ছিলেন, এ তিনজন সুললিত কণ্ঠে আস্ড়ে আস্ড়ে সূরা ত্বা-হা পড়ছিলেন।

হযরত 'উমরের পায়ের আওয়াজ শুনে হযরত খোবায়ব (রা.) সরে পড়লেন, হযরত 'উমর ঘরে প্রবেশ করলেন, অতঃপর বললেন তোমরা আস্ড়ে আস্ড়ে কী পড়তেছিলে? আমি শুনেছি তোমরা নাকি আপন বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছ? তাঁরা উত্তর দিলেন, আমরা মিথ্যা ছেড়ে সত্য গ্রহণ করেছি।

এ কথা শুনামাত্র 'উমর তাঁদের বেদম প্রহার করলেন, ফলে তাঁদের শরীর থেকে রক্ত ঝরতে শুর্ করল, মারতে মারতে হযরত 'উমর বলতেছেন ওহে বোন

তোমাদেরকে মুহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ করতেই হবে। যদি ত্যাগ না কর তাহলে আমার তরবারী দিয়ে তোমাদের টুকরো টুকরো করে ফেলব।

হযরত 'উমরের একথা শুনে বোন বললেন, ওহে 'উমর যদি তুমি আমাদের মেরেও ফেল এরপরও আমরা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করব না। সহোদর বোনের দৃঢ়তাপূর্ণ জবাব শুনে 'উমর তো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন, তাঁর অন্ড়রের পর্দা আস্ড়ে আস্ড়ে সরতে শুর" করল। তাঁর চিন্ড়ায় সচেতনা দেখা গেল, অনেক্ষণ মাথা নীচু করে রইলেন। আস্ড়ে আস্ড়ে মাথা উত্তোলন করলেন, কপাল থেকে ঘাম ঝরছে। জড়তা সহকারে বললেন, বোন ! ঐ কিতাব তোমরা যা পড়ছিলে তা আমাকে দেখাও। সহদোর বোন বললেন, ঐ কিতাব স্পর্শ করার জন্য পবিত্রতা অর্জন শর্ত। সুতরাং তিনি গোসল করলেন। অতঃপর কুরআন মজীদের পাতা গুলো হাতে নিলেন এবং তেলাওয়াত আরম্ভ করে দিলেন, কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন আর বললেন, বোন ! আমাকে এখনি দরবারে রেসালতে নিয়ে চলো যাতে আমি ঈমান ও ইয়াকীনের দৌলত হাসিল করতে পারি।

একথা শুনে হযরত খোবায়ব বেরিয়ে পড়লেন এবং বললেন, হে 'উমর ! মোবারক হোঁ, শুভ সংবাদ গ্রহণ কর, আমি আশা করছি তুমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর ঐ দু'আর ফসল যা তিনি জুমা রাত্রিতে করেছিলেন। ঐ রাত নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এই দু'আ করেছিলেন।

اَللّٰهُمَّ اَعِزِّ الْاِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَوْ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ

"ওহে আল-াহ! 'উমর ইবনুল খাত্তাব' অথবা 'আমর ইবন হিশাম'-এর দ্বারা ইসলামকে সম্মানিত ও বিজয়ী কর"ন"।

সুতরাং হযরত খোবায়ব (রা.) হযরত 'উমর (রা.)কে সাথে নিয়ে হযরত আরক্বাম (রা.)-এর ঘরে গেলেন যেখানে নবুয়্যতের সূর্য নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম তশরীফ ফরমা ছিলেন। হযরত 'উমর নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সামনে কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করত ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি

ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর দু‘আয় এবং এক সৌভাগ্যবতী বোনের দৃঢ়তায় হযরত ‘উমর ফার“ক্বে আ‘যম হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলেন।[১৯৫]

মহান আল-াহর কিতাব আল-কুরআনের দৃষ্টিতে হযরত ‘উমর (রা.)-এর ফদ্বীলত :

হযরত ‘উমর (রা.) এমন সৌভগ্যবান যে, তাঁর মতামতানুযায়ী আল-কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে। ইবন ‘আসাকীর হযরত ‘আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কুরআন মজীদে এমন কথা রয়েছে যা হযরত ‘উমর (রা.)-এর রায় অনুযায়ী হত।

হযরত ইবন ‘উমর (রা.) বলেন, যখন লোকজন কোন বিষয়ে কথা বলতেন হযরত ‘উমর (রা.)ও আপন মতামত ব্যক্ত করতেন তখন দেখা যেত কুরআন মজীদ হযরত ‘উমরের মতামত অনুযায়ী হত। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহ.) এ ধরনের বিশটি আয়াত উলে- খ করেছেন।

আল-কুরআনের ভাষায় হযরত ‘উমর ফার“ক্ব (রা.) :

১. আল-কুরআনের বাণী :

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

“হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী) ! আল-াহ আপনার জন্য যথেষ্ট এবং যত সংখ্যক মুসলমান আপনার অনুসারী হয়েছে”।[১৯৬]

শানে নুযুল :

হযরত সা‘ঈদ ইবন যুবায়র হযরত ইবন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করছেন, এ আয়াত হযরত ‘উমর (রা.)-এর ঈমান আনার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন মাত্র ৩৬ জন পুর“ষ এবং ৬ জন রমণী ঈমান এনে ধন্য হয়েছিলেন, তখন হযরত ‘উমর ইসলাম গ্রহণ করেন”।[১৯৭]

২. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ

---

[১৯৫]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৫-১৩৬।

[১৯৬]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা আনফাল, আয়াত নং-৬৪, পৃ. ৩৪২।

[১৯৭]. সৈয়্যদ মাহমুদ আলুসী : রূহুল মা‘আনী, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

“রোযাসমূহের রাত্রিগুলোতে আপন স্ত্রীদের নিকট যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে”।[১৯৮]

শানে নুযুল :

ইসলামের প্রাথমিক যুগে রমদ্বান মাসের রাত্রি বেলায় স্ত্রীসহবাস অবৈধ ছিল। একরাত হযরত ‘উমর কাঁদতে কাঁদতে এবং নিজের প্রতি ধিক্কার দিতে দিতে দরবারে রেসালতে উপস্থিত হন। এবং নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর মহান দরবারে আরযি পেশ করলেন, ইয়া রাসূলাল-াহ ! আমি ‘ইশা নামায শেষে ঘরে গেলাম, সেখানে খুব চমৎকার সুগন্ধ পেলাম এবং আমার নফস আমাকে স্ত্রীর সান্নিধ্যে নিয়ে গেল, ফলে আমি তার সাথে সহবাসই করে ফেললাম, ইয়া রাসূলাল-াহ আমি এখন কি করব ? এরই মধ্যে আরো কয়েকজন সাহাবী একই অজুহাত প্রকাশ করলেন তখন আল-াহ তা‘আলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।[১৯৯]

উলে-খ্য যে, পূর্ববর্তী শরী‘আত গুলোতে ইফতারের পর পানাহার ও স্ত্রীসহবাস করা ‘ইশা নামায পর্যন্ড় সময়ের জন্য হালাল ছিল। ‘ইশা নামাযের পর এসব কাজ রাত্রি বেলায়ও হারাম হয়ে যেত। এ বিধান ইসলামের প্রাথমিক যুগ তথা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ড় স্থায়ী ছিল।[২০০]

৩. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰئِلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ

“যে কেউ শত্র“ হয় আল-াহর, তাঁর ফিরিশতাদের, তাঁর রাসূলগণের, জিব্রাঈলের এবং মীকাঈলের, তবে আল-াহ কাফিরদের শত্র“”।[২০১]

শানে নুযুল :

এক ইহুদী হযরত ‘উমর ফার“ক্ব (রা.)কে বললেন, জিব্রাঈল (আ.) আমাদের শত্র“, তখন হযরত ‘উমর ফার“ক্ব (রা.) বললেন,

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰئِلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ

---

[১৯৮]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা বাক্বারাহ, আয়াত নং-১৮৭, পৃ. ৬৮।

[১৯৯]. ইমাম খাযিন : তাফসীরে খাযিন, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

[২০০]. সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : খাযাইনুল ইরফান, পৃ. ৩৮।

[২০১]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা বাক্বারাহ, আয়াত নং-৯৮, পৃ. ৩৯।

মহান আল-াহও হযরত ‘উমর ফার ক্ব (রা.)-এর সাথে সুর মিলিয়ে একই বক্তব্য নাযিল করলেন।

মূলত: ইহুদী সম্প্রদায়ের আলিম ‘আবদুল-াহ ইবন সুরিয়া নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে বললেন, আপনার নিকট আসমান থেকে কোন্ ফিরিশতা আসেন ? নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করলেন, জিব্রাঈল। ইবন সুরিয়া বলল, সে আমাদের শত্র , কঠিন শাস্ড়ি ও ভূমিধ্বস অবতরণ করে কয়েকবার আমাদের সাথে শত্র তা করেছে। যদি আপনার প্রতি মিকাঈল আসতেন, তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনতাম।[২০২] তখন হযরত ‘উমর ফার ক্ব (রা.) ঐ কথা বলেছিলেন যা আল-াহ তা‘আলা হুবহু অবতীর্ণ করে দিয়েছেন।

৪. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى

“ইবরাহীমের দাড়াবার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহন করো”।[২০৩]

শানে নুযুল :

হযরত আনস (রা.) বলেন, [২০৪] হযরত ‘উমর ফার ক্ব (রা.) বলেছেন, আমি তিন বিষয়ে মহান আল-াহ তা‘আলার অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছি। আমি আরযি পেশ করলাম, ইয়া রাসূলাল-াহ ! لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

“ইয়া রাসূলাল-াহ ! আপনি যদি মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান বানাতেন”।

স্মর্তব্যয়ে মকামে ইবরাহীম ঐ পাথর যার উপর দাড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) কা‘বা ঘর বানিয়েছিলেন।

আল-াহ তা‘আলার নিকট আপন প্রিয় বান্দাদের প্রত্যেক কাজ এবং তাঁদের সাথে সম্পর্কিত প্রত্যেক বস্তু খুবই প্রিয়। এমনকি একটি পাথর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পা মোবারকের সংস্পর্শে এমনই ইজ্জতের মালিক হয়ে

---

[২০২]. সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

[২০৩]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা বাক্বারাহ, আয়াত নং-১২৫, পৃ. ৪৮।

[২০৪]. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : আদ-দুরর ল মনসূর, সূরা বাক্বারার ১২৫ নং আয়াতের তাফসীর দ্র.; ইমাম খাযিন : প্রাগুক্ত, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্র.।

গেল যাকে সামনে নিয়ে নামায আদায়ের কথা স্বয়ং রাব্বুল ইজ্জত ঘোষণা করেছেন।

৫. আল-াহ তা'আলার বাণী :

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

"অত:পর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটে, তবে সেটাকে আল-াহ ও রাসূলের সম্মুখে রুজু করো যদি আল-াহ ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান রাখো"।[২০৫]

শানে নুযুল :

বিশর নামক একজন মুনাফিকের সাথে এক ইহুদীর বিবাদ ছিল। ইহুদী বলল, "চলো আমরা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর মাধ্যমে মীমাংসা করিয়ে নিই"। মুনাফিক মনে মনে ভাবল- হুযুর তো কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই নিরেট ন্যায় ফয়সালা করবেন। ফলে, তার অসদুদ্দেশ্য হাসিল হবে না। এজন্যে সে ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও এ কথা বলল, "কা'ব ইবন আশরাফ ইহুদীকে সালীস মানো"। (কুরআন মজীদে 'তাগূত দ্বারা এ কা'ব ইবন আশরাফের নিকট বিচার প্রার্থী হওয়ার কথাই বুঝানো হয়েছে।)

ইহুদী জানত যে, কা'ব ঘুষখোর। এ জন্য সে স্বধর্মালম্বী হওয়া সত্ত্বেও তাকে সালীস মেনে নেয়নি। অগত্যা মুনাফিককে ফয়সালার জন্য নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর মহান দরবারে আসতে হল। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম যে ফয়সালা করে দিলেন তা ইহুদীর অনুকূলে গেল এখান থেকে রায় শুনার পর আবার মুনাফিক ইহুদীর পিছে লাগল এবং তাকে বাধ্য করে হযরত 'উমর ফারুক্ব (রা.)-এর নিকট নিয়ে এল। ইহুদী আরয করল "আমার ও তার মামলার ব্যাপারে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম মীমাংসা করে দিয়েছেন। কিন্তু এ লোকটি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর ফয়সালা মানতে রাজী নয়। আপনার নিকট পুনঃ ফয়সালা চায়"। হযরত 'উমর (রা.) বললেন, "হ্যাঁ, আমি এক্ষুনি ফয়সালা করে

---

[২০৫]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা নিসা, আয়াত নং-৫৯, পৃ. ১৭৩।

দিচ্ছি”। এ বলে তিনি ঘরের ভিতর তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তরবারী এনে তাকে কতল করে ফেললেন আর বললেন, যে ব্যক্তি আল-াহ এবং তাঁর রাসূলের ফয়সালায় রাযি না হয় আমার নিকট তার ফয়সালা এটাই”।[২০৬]

৬. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

سُبْحٰنَکَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ

“হে আল-াহ ! তোমারই পবিত্রতা ! এটাতো গুর“তর অপবাদ !”[২০৭]

ইফকের ঘটনা :

সৈয়্যদাতুনা ‘আয়িশা সিদ্দিক্বা, উম্মুল মূ’মিনাত (রা.)-এর সতীত্ব ও পবিত্রতা বিষয়ে কতিপয় মুনাফিক সে অপবাদ দিয়েছিল সে সম্পর্কে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করছিলেন, হযরত ‘উমর ফার“ক্ব (রা.) বললেন,

مَنْ زَوَّجَکَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

“ইয়া রাসূলাল-াহ হযরত ‘আয়িশাকে আপনার সাথে কে বিবাহ দিয়েছেন”? নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বললেন, আল-াহ তা‘আলা।

হযরত ‘উমর ফার“ক্ব (রা.) আবার বললেন, اَفَتَظُنُّ اَنَّ رَبَّکَ دَلَسَ عَلَيْکَ فِيْهَا

“আপনি কি মনে করেন এ বিষয় আপনার থেকে আপনার প্রভু গোপন রেখেছেন”।

হযরত ‘উমর ফার“ক্ব (রা.) বললেন, سُبْحٰنَکَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ

“ওহে আল-াহ ! আপনার পবিত্রতা, এটা মস্ড়বড় অপবাদ”।

আল-াহ তা‘আলা হযরত ‘উমরের শেষ উক্ত বাক্যটি কুরআন মজীদে সূরা নূরে হুবহু বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুবহানাল-াহ !

বড় অপবাদের ঘটনা :

---

[২০৬]. ইমাম খাযিন : প্রাগুক্ত, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য; সৈয়্যদ মাহমুদ আলুসী : প্রাগুক্ত, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য; সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদা : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।

[২০৭]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা নূর, আয়াত নং-১৬, পৃ. ৬৩৯।

বড় অপবাদ বলতে উম্মুল মূ‘মিনীন হযরত ‘আয়িশা সিদ্দিক্বা (রা.)-এর বির“দ্ধে মুনাফিকদের অপবাদ দেয়াকে বুঝানো হয়েছে।

৫ম হিজরী সনে “বণী মুস্ত্বলাক্ব” যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় কাফেলা মদীনা শরীফের সন্নিকটে এক স্থানে অবতরণ করলেন। তখন উম্মুল মু’মিনীন হযরত ‘আয়িশা সিদ্দিক্বা (রা.) শৌচকার্য সম্পাদনের জন্য একটু দূরে তাশরীফ নিয়ে যান। সেখানে তাঁর হারটা ছিঁড়ে পড়ে গেল। তিনি সেটা অনুসন্ধানের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন। এদিকে কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল। তাঁর পালকি শরীফটাও উটের পিঠে তুলে নেয়া হল। আর তাঁদের ধারণা ছিল যে, উম্মুল মূ’মিনীন সেই পালকির মধ্যেই রয়েছেন। কাফেলা চলে গেল এদিকে তিনি এসে কাফেলার পূর্ববর্তী স্থানে বসে পড়লেন, তাঁর ধারণা ছিল, “আমার তালাশে কাফেলা অবশ্যই ফিরে আসবে”। কাফেলার পিছনে ভুলে ফেলে আসা মালপত্র কুড়িয়ে নেয়ার জন্য একজন সাহাবী নিয়োজিত থাকতেন, এ অভিযানে হযরত সাফওয়ান (রা.) এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি যখন সেখানে আসলেন এবং হযরত ‘আয়িশা সিদ্দিক্বা (রা.)কে দেখতে পেলেন, তখন তিনি উচ্চস্বরে বললেন, “ইন্নালিল-াহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজে‘উন”, হযরত ‘আয়িশা সিদ্দিক্বা (রা.) কাপড় দিয়ে নিজেকে পর্দার আড়াল করলেন। হযরত সাফওয়ান আপন উষ্ট্রীকে বসালেন এবং হযরত ‘আয়িশা সিদ্দিক্বাকে (রা.) সেটার পিঠে আরোহন করালেন, হযরত সাফওয়ান (রা.) পদব্রজে উষ্ট্রীর নাগাল টেনে কাফেলার নিকট পৌঁছলেন। এ অবস্থা দেখে কপট মুনাফিকগণ তাদের খারাপ ধারণা প্রচার করল এবং হযরত ‘আয়িশা (রা.) সম্পর্কে সমালোচনা আরম্ভ করল। তারা অশোভন উক্তি করতে লাগল।

হযরত ‘আয়িশা সিদ্দিক্বা (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দীর্ঘ একমাস পর্যন্ড় অসুস্থ ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি অবহিত ছিলেন না তাঁর বির“দ্ধে মুনাফিকগণ কি বকাবকি করছিল। একদিন উম্মে মিসতাহর মুখে তিনি এ সম্পর্কে অবহিত হলেন এবং এর ফলে তাঁর অসুস্থতা আরো বেড়ে গিয়েছিল এবং এ দুঃখে তিনি এতই কান্নাকাটি করেছিলেন যে, তাঁর অশ্র“ থামতোই না; এমনকি একটা মাত্র মহুর্তের জন্যও তাঁর চোখে ঘুম আসত না।[২০৮]

---

[২০৮]. সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৭-৬৩৮।

যখন চতুর্থদিকে এ নিয়ে অপবাদের তুফান বইছে তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর মনের অবস্থাও ভাল যাচ্ছিল না। তাঁর মলিন চেহরা মোবারক দেখে হযরত ‘উমর ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না, তিনি আরয করলেন ইয়া রাসূলাল-াহ !

اَنَا قَاطِعٌ بِكِذْبِ الْمُنَافِقِيْنَ ـ لِاَنَّ اللّٰهَ عَصَمَكَ مِنْ وَّقُوْعِ الذُّبَابِ عَلٰى جِلْدِكَ ـ لِاَنَّهُ يَقَعُ عَلَى النَّجَاسَاتِ فَيَتَلَطَّخَ بِهَا ـ فَلَمَّا عَصَمَكَ اللّٰهُ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنَ الْقَذْرِ ـ فَكَيْفَ لَايَعْصِمُكَ عَنْ صُحْبَةِ مَنْ تَكُوْنُ مُتَلَطَّخَةً بِمِثْلِ هٰذِهِ الْفَاحِشَةِ ؟

“মুনাফিকগণ উম্মুল মূ’মিনীনের উপর যে অপবাদ দিয়েছে তা চরম মিথ্যাচার। কেননা মহান আল-াহ তা‘আলা আপনার শরীর মোবারকে মাছি বসা বারণ করে দিয়েছেন। কেননা মাছি নাপাকী সমূহে পতিত হয় ফলে দুর্গন্ধ মিশ্রিত হয়। অতঃপর যখন মহান আল-াহ তা‘আলা যেখানে আপনাকে সে পরিমাণ নাপাকী থেকে হেফাযত করেছেন সেখানে এটা কিভাবে সম্ভব তিনি আপনাকে অপবিত্র স্ত্রী থেকে রক্ষা করবেন না ?

সুবহানাল-াহ ! হযরত ‘উমর কতই উত্তম উপমা দিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করলেন ফলে আমার রাসূলের নুরানী চেহরা মোবারক খুশীতে চমকাতে লাগল।

অতঃপর হযরত ‘উসমান গণী (রা.)ও উম্মুল মূ‘মিনীনের পবিত্রতা বর্ণনায় এক চমৎকার বক্তব্য উপস্থাপন করলেন।

হযরত ‘উসমান (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল-াহ !

اِنَّ اللّٰهَ مَا اَوْقَعَ ظِلَّكَ عَلَى الْاَرْضِ ـ لِئَلَّا يَضَعَ اِنْسَانٌ قَدَمَهُ عَلٰى ذٰلِكَ الظِّلِّ فَلَمَّا لَمْ يُمَكِّنْ اَحَدًا مِنْ وَّضْعِ الْقَدَمِ عَلٰى ظِلِّكَ ـ كَيْفَ يُمَكِّنُ اَحَدًا مِنْ تَلْوِيْثِ عِرْضِ زَوْجَتِكَ ـ

“নিশ্চয় নিশ্চয় আল-াহ তা‘আলা আপনার ছায়া জমিনে পড়তে দেননি, যাতে কোন মানুষের পা যেন আপনার ছায়ায় না পড়ে, অতঃপর আল-াহ যখন কাউকে এ শক্তি দেননি যাতে তার পা আপনার ছায়ায় পড়ে, তো কিভাবে কোন ব্যক্তির এ শক্তি ও সাহস হবে যে, আপনার পবিত্র স্ত্রীর ইজ্জতের উপর কালিমা লেপন করে” ?

হযরত ‘উসমান (রা.) উম্মুল মূ‘মিনীনের পবিত্রতা ঘোষণা করলেন, সাথে সাথে নবীজীর অনুপম, নূরানী শরীর মোবারকের বৈশিষ্ট্য ও সুক্ষ্ম উপমা বর্ণনা

করে দিলেন যে, হে জগতের মানুষ নবী আমাদের মত মানুষ নন, তিনি নূরানী মানুষ যাঁর ছায়া নেই। নূরের বা আলোর ছায়া হয় না। এ বিষয়ে মাওলায়ে কায়েনাত হযরত 'আলী (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল-াহ !

اِنَّ جِبْرِيْلَ اَخْبَرَکَ اَنَّ عَلٰی نَعْلَيْکَ قَذْرًا وَ اَمَرَکَ بِاِخْرَاجِ النَّعْلِ مِنْ رِجْلِکَ بِسَبَبِ مَا الْتَصَقَ بِهٖ مِنَ الْقَذْرِ ـ فَکَيْفَ لَايَأْمُرُکَ فِاِخْرَاجِهَا بِتَقْدِيْرِ اَنْ تَکُوْنَ مُتَلَطِّخَةً بِشَیٍٔ مِنَ الْفَوَاحِشِ ؟

"হযরত জিবরাইল (আ.) আপনাকে আপনার জুতো মোবারকে নাপাকী লাগার সংবাদ দিয়েছেন এবং পা মোবারক জুতো থেকে পৃথক করেছেন, যেহেতু তাতে নাপাকী লেগেছে। একই কারণে যদি অশ-ীলতা যদি হয়ে থাকতো তাহলে মহান আল-াহ তা'আলা আপনাকে কেন সংবাদ দিলেন না, তিনি কিভাবে এটা বরদাশত করলেন ?" [২০৯]

নুরানী নবী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এ ধরনের উৎসাহ ব্যঞ্জক বক্তব্য শুনে খুবই উৎফুল- হলেন। অতঃপর আল-াহ তা'আলা হযরত 'আয়িশা সিদ্দিক্বা (রা.)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করে সূরা নূরের বেশ কয়েকটি অবতীর্ণ করে দিলেন।

হাদীসের আলোকে হযরত 'উমর ফার"ক্ব (রা.) :

হযরত 'উমর ফার"ক্ব (রা.) এমন মর্যাদার অধিকারী, যাঁর শানে স্বয়ং আল-াহ তা'আলা অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামও তাঁর শান-মানে অনেক হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন, তম্মধ্যে কয়েকটি হাদীস শরীফ নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

হাদীস নং-১

দরবারে রেসালতের বিশিষ্ট সাহাবী হযরত 'উকবাহ ইবন 'আমির (রা.) বলেছেন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, [২১০] لَوْ كَانَ نَبِيٌّ بَعْدِىْ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

"যদি আমার পারে কোন নবী হতেন তাহলে 'উমর ইবনুল খাত্তাবই হতেন"।

---

[২০৯]. তাফসীরে মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাক্বায়িকুত তা'বীল, খ. ২, পৃ. ৪৯৪ (লেবানন : দার"ল কিতাবিল আরবীয়্যা থেকে প্রকাশিত); ইমাম আবূল বারাকাত নফসী : তাফসীরে নফসী আলা হামিশিল খাযিন, খ. ৩, পৃ. ৩৪৩।

[২১০]. ইমাম তিরমিযী : আল-জামি', খ. ২, পৃ. ২০৯।

নবী হওয়ার মত সব যোগ্যতাই হযরতে ‘উমর (রা.)-এর মধ্যে ছিল, কিন্তু যেহেতু নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আখেরী নবী তাই আর কেউ নবী হবে না।

হাদীস নং-২

হযরত ‘আয়িশা সিদ্দিক্বা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[২১১] আগের যুগের উম্মতের মধ্যে মুহাদ্দিস হত,

فَاِنْ يَّكُ فِىْ اُمَّتِىْ اَحَدٌ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

“যদি আমার উম্মতের মধ্যে কেউ মুহাদ্দিস হত তাহলে তিনি হযরত ‘উমর ইবনুল খাত্তাব হতেন”।

সাহাবীগণ (রা.) আরয করলেন,[২১২] ইয়া রাসূলাল-াহ ! মুহাদ্দিস কাকে বলে ? নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বলেন,

تَتَكَلَّمَ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى لِسَانِهٖ “যার যাবানে ফিরিস্ড়রা কথা বলেন”।

উলে-খ্য যে, مُحَدِّثٌ ‘দাল’ বর্ণ যের বিশিষ্ট হলে এর অর্থ হবে হাদীস বর্ণনাকারী। আর مُحَدَّثٌ ‘দাল’ বর্ণ যবর বিশিষ্ট হলে তখন অর্থ হবে যার ইলহাম হয়। অর্থাৎ সাহিবে কাশফ।[২১৩]

হাদীস নং-৩

উম্মুল মু’মিনীন হযরত ‘আশিয়া সিদ্দিক্বা (রা.) বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরাশাদ করেছেন,[২১৪]

اَللّٰهُمَّ اَعِزِ الْاِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

“ওহে আল-াহ ! ‘উমর ইবনুল খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী কর ন বা সম্মানিত কর ন”।

হাদীস নং-৪

---

[২১১]. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৯।

[২১২]. ইবন হাজর মক্কী : আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃ. ৯৮।

[২১৩]. নুর ল আবসার ফী মানাক্বিবে আ-লে বায়তিন নবীয়্যীল মুখতার, পৃ. ৬১।

[২১৪]. ইমাম ইবন মাজাহ : আস-সুনান, পীর সৈয়্যদ খিদ্বির চিস্ড়ী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।

উম্মুল মু’মিনীন হযরত ‘আয়িশা সিদ্দিক্বা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[২১৫] اِنَّ الشَّيْطَانَ يَفْرِقُ مِنْ عُمَرَ “নিশ্চয় শয়তান ‘উমরকে ভয় করে”।

হাদীস নং-৫

উম্মুল মু’মিনীন হযরত ‘আশিয়া সিদ্দিক্বা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[২১৬] اِنِّىْ لَاَنْظُرُ اِلٰى شَيَاطِيْنِ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ قَدْ فَرُّوْا مِنْ عُمَرَ

“আমি জীন ও মানুষ শয়তানকে ‘উমর থেকে পলায়নপর দেখতে পাচ্ছি”।

হাদীস নং-৬

নবী করীম রউফুর রহীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, اِنَّ الشَّيْطَانَ يَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ “নিশ্চয় শয়তান তোমাকে ভয় করে ওহে ‘উমর!”

হাদীস নং-৭

হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[২১৭]

مَا فِى السَّمَاءِ مَلَكٌ اِلَّا وَ هُوَ يُوَقِّرُ عُمَرَ وَ مَافِى الْاَرْضِ شَيْطَانٌ اِلَّا وَهُوَ يُفْرِقُ عُمَرَ

“আসমানে এমন কোন ফিরিশতা নেই যে ‘উমরকে সম্মান করে না, জমিনে এমন কোন শয়তান নেই যে ‘উমরকে ভয় করে না”।

হাদীস নং-৮

---

২১৫. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

২১৬. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৯।

২১৭. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

হযরত সা‘দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[২১৮]

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ اِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ

“আল-াহ তা‘আলার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, শয়তান ঐ রাস্ড়া দিয়ে কখনো গমন করে না, যে রাস্ড়া দিয়ে তুমি ‘উমর গমন কর, বরং সে অপর রাস্ড়া দিয়ে গমন করে”।

উপরোক্ত হাদীস সমূহ থেকে বুঝা গেল যে, শয়তান হযরত ‘উমর ফার“ক (রা.)কে ভীষণ ভয় করে। অপর দিকে ফিরিশতারা তাঁকে সম্মান করেন।

হাদীস নং-৯

হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[২১৯]

اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ يَقُوْلُ بِهٖ

“আল-াহ তা‘আলা ‘উমরের যবানে হক-সত্য কথা প্রচলন করে দিয়েছেন। তিনি যা বলেন সত্যই বলেন”।

হাদীস নং-১০

হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন হযরত ‘উমর ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন হযরত জিবরাইল (আ.) অবতরণ করে বললেন,[২২০]

يَا مُحَمَّدُ لَقَدِ اسْتَبْشَرَ اَهْلُ السَّمَاءِ بِاِسْلَامِ عُمَرَ

“ওহে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ! আকাশবাসী হযরত ‘উমরের ইসলাম গ্রহণে খুশী উদযাপন করছেন”।

হাদীস নং-১১

---

২১৮. ইমাম বোখারী : প্রাগুক্ত, ইমাম মুসলিম : প্রাগুক্ত, ; পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১ ।

২১৯. ইমাম ইবন মাজাহ : প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

২২০. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির চিস্ড়ী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২-১৫৩।

হযরত জাবির, হযরত মূ‘আয, হযরত আনাস, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, আমি বেহেশতে একটি স্বর্ণের মহল দেখলাম, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটি কার ? [২২১] فَقِيْلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

“বলা হল-এটি ‘উমর ইবনুল খাত্তাবের জন্য”।

হাদীস নং-১২

হযরত ‘উমর ফার্‌ক্ব (রা.) যখন খলীফা মনোনিত হলেন, তখন তাঁর কাছে কিছু “মাল উপস্থাপন করা হল যাতে করে তিনি বন্টন করে দেন, তিনি ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রা.)কে সর্ব প্রথম মাল দিলেন, তখন তাঁর পুত্র হযরত ‘আবদুল-াহ তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে আরয করলেন আব্বাজান ! আমি অধিক হকদার, আপনি দানের মধ্যে আমাকে অগ্রাধিকার দেবেন, যেহেতু আমি খলীফার পুত্র, তখন হযরত ‘উমর বললেন,

هَاتِ لَکَ اَبًا کَابِيْهِمَا اَوْ جَدًّا کَجَدِّهِمَا

“ওহে ‘আবদুল-াহ ! তাঁদের উভয়ের বাবার মত বাবা অথবা তাঁদের উভয়ের নানার মত নানা আন দেখি”।

হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রা.) এ কথোপকথন তাঁদের সম্মানিত আব্বা হযরত ‘আলী (রা.)কে বললেন, হযরত ‘আলী (রা.) তাঁদের দিকে ফিরে বললেন, যাও ! আমির্‌ল মু’মিনীন, খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ‘উমর ফার্‌ক্বকে এ সুসংবাদ দিয়ে এসো যে, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে আমি বলতে শুনেছি, হযরত জিবরাইল (আ.) বলেছেন, اِنَّ عُمَرَ سِرَاجُ اَهْلِ الْجَنَّةِ “নিশ্চয় হযরত ‘উমর জান্নাতবাসীদের আলোকবর্তিকা”।

উভয় শাহযাদা (রা.) গিয়ে আমির্‌ল মু’মিনীনকে এ সুসংবাদ প্রদান করলে, খলীফা খুশী হলেন এবং বললেন, তোমরা যা বলেছ তা হযরত ‘আলী থেকে লেখে নিয়ে এসো। উভয় শাহযাদা (রা.) আপন পিতা হযরত ‘আলীর নিকট আসলেন এবং লেখে নিয়ে আমীর্‌ল মু‘মিনীনকে দিলেন।

---

[২২১]. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৯।

হযরত ‘উমর ফার্‌ক্ব (রা.)-এর যখন ইনতিক্বালের সময় ঘনিয়ে আসল তিনি তাঁর পুত্র ‘আবদুল-াহকে বললেন, اِذَا مِتُّ فَادْفَنُوْا مَعِیْ خَطَّ الْاِمَامِ عَلِیٍّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ “আমি যখন ওফাত পেয়ে যাব, তখন আমার সাথে ইমাম ‘আলী (রা.)-এর চিঠিটাও দাফন করবে”।

হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন ‘উমর (রা.) অনুরূপ করেছিলেন।[২২২]

হাদীস নং-১৩

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[২২৩] عُمَرُ مَعِیْ وَ اَنَا مَعَ عُمَرَ وَ الْحَقُّ مَعَ عُمَرَ “‘উমর আমার সাথে, আর আমি ‘উমরের সাথে, আর সত্য ‘উমরের সাথে আছে”।

হাদীস নং-১৪

‘আল-ামা সৈয়্যদ মূ’মিন শিবলঞ্জী (রহ.) ইমাম দায়লামীর বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ মুসনাদে ফিরদাউস-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[২২৪] رِضَا الرَّبِّ رِضَا عُمَرَ “ ‘উমরের সন্তুষ্টির মধ্যে আল-াহ তা‘আলার সন্তুষ্টি রয়েছে”।

হাদীস নং-১৫

হযরত ইবন ‘আব্বাস (রা.) বলেন,[২২৫] একদিন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘উমর (রা.)-এর চেহরা মোবারকের দিকে দেখে তাবাস্‌সুম-মুচকি হাসলেন এবং বললেন, ওহে ‘উমর ! তুমি কি জান আমি তোমার চেহরা দেখে হাসলাম ? হযরত ‘উমর বললেন, আল-াহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করলেন, আল-াহ তা‘আলা ‘আরাফাহর রাত্রে তোমার দিকে রহমত ও দয়ার দৃষ্টিপাত

---

[২২২]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : নুর্‌ল আবসার, পৃ. ৬৫।
[২২৩]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।
[২২৪]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।
[২২৫]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫-১৫৬।

করে বলেছেন, وَجَعَلَکَ مِفْتَاحُ الْاِسْلَامِ “আল-াহ তা‘আলা তোমাকে ইসলামের চাবি বানিয়ে দিয়েছেন”।

হাদীস নং-১৬

একদিন ইমামুল আম্বিয়া, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ওতবাহ ইবন রবী‘আহ, আবূ জাহল ইবন হিশাম, ‘আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব, উবাই ইবন খালফ এবং উমাইয়া ইবন খালফ- কুরাইশ বংশের সম্ভ্রান্ড় ব্যক্তিবর্গকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, ইত্যবসরে অন্ধ ‘আবদুল-া ইবন উম্মে মাকতুম (রা.) উপস্থিত হলেন, তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে বারংবার সম্বোধন করে আরয করলেন “আল-াহ তা‘আলা আপনাকে যা শিখিয়েছেন তা আমাকে শিক্ষা দিন”। ইবন মাকতুম এটা বুঝতে পারেননি যে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম অন্যান্য লোকদের সাথে আলাপরত আছেন, এর ফলে আলোচনায় বিঘ্ন ঘটবে। এটা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর নিকট বিরক্তিকর মনে হল এবং বিরক্তির চিহ্ন তাঁর (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম) চেহরা মোবারকের উপর পরিলক্ষিত হল। আর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আপন হুজরার দিকে চলে গেলেন।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আল-াহ তা‘আলা

عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ۔ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۔ وَمَا يُدْرِيْکَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى

“তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন, এ কারণে যে, তাঁর নিকট সেই অন্ধ ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছেন এবং আপনি কি জানেন? হয়ত সে পবিত্র হতো”।[২২৬] আয়াতে করীমা অবতীর্ণ করেন,[২২৭]

উক্ত আয়াতে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে আল-াহ তা‘আলা শিক্ষা দিয়েছেন যাতে অন্ধকে অবহেলা না

---

[২২৬]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা ‘আবাসা, আয়াত নং ১-৩, পৃ. ১০৫৯।

[২২৭]. সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫৯।

করা হয়। আর আল-াহ তা'আলা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর মৃদু সমালোচনাও করেছেন।

'আল-ামা ইসমা'ঈল হক্কী (রহ.) উক্ত আয়াতের প্রসঙ্গে একটি ঘটনার অবতারণা করেছেন, আর তা হলো-

হযরত 'উমরের নিকট সংবাদ আসল যে, এক ইমাম প্রতি নামাযে সূরা আবাসা (উপরোক্ত সূরা) পাঠ করত। তিনি এক ব্যক্তিকে উক্ত ইমামের নিকট পাঠালেন। যিনি উক্ত ইমামকে হত্যা করে ফেললেন, যেহেতু সে উক্ত সূরা পাঠ করার মাধ্যমে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর শান-মান কমানোর চেষ্টা করেছে, যার ফলে মুক্তাদির মনে নবীর শানের ব্যাপারে সন্দেহ হত। ঐ কারণে ফার"ক্বে আ'যমের নিকট সে ইমাম মরতাদ-ধর্ম ত্যাগী। সুতরাং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। এতে প্রমাণিত হল নবীর শান কমানোর নিয়্যাতে কুরআন মজীদ তেলাওয়াতও মস্ড়বড় গুনাহ ওযুলুম। আর এটা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। যেহেতু তারা মনে করত নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম সাধারণ একজন মানুষ। এরূপ মনে করা কাফিরের বৈশিষ্ট্য।[২২৮]

হাদীস নং-১৭

হযরত 'উমর ফার"ক্ব (রা.)-এর যামানায় যখন ইরান বিজিত হল, ইসলামের পতাকা উড্ডীন করা হল, মালে গনীমত তাঁর নিকট আনা হল, আর ইরানের বাদশাহ ইয়াযদিগরীদ-এর কন্যা শহরবানুকেও হযরত 'উমরের সামনে নিয়ে আসা হল, তখন তিনি সৈয়্যদুনা ইমাম হোসাইন (রা.)কে শহর বানুর ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিলেন এবং শহর বানুকে ইমাম হোসাইনের সাথে বিবাহ দিয়ে দিলেন। এর থেকেই সৈয়্যদুনা ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মাধ্যমে হোসাইনী বংশধারা পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে।

একবার হযরত 'উমর (রা.) ইমাম হোসাইন (রা.)কে মিম্বর শরীফে বসায়ে বললেন, هَلْ اَ نْبَتَ الشَّعْرُ عَلٰى رُؤُسِنَا اِلَّا اَبُوْكَ

"আমাদের মাথায় কে চুল উদগত করলেন ? তোমার নানাই সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম" অর্থাৎ সমস্ড় মান-সম্মান ও মর্যাদা, শৌর্য বীর্য সব কিছুই তোমার নানা নবী করীম সাল-াল-াহু

---

[২২৮]. ইসমা'ঈল হক্কী : রূহুল বয়ান, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্র.।

‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সদকায় আমরা পেয়েছি।[২২৯]

হাদীস নং-১৮

‘আল-ামা আবূ জা‘ফর আহমদ মুহিব্বু ত্বাবারী (রহ.) স্বীয় গ্রন্থ “আর-রিয়াদুন নাদ্বরাহ ফী মানাক্বিবিল ‘আশরাহ” গ্রন্থে উলে-খ করেছেন যে, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত,[২৩০] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম মিম্বর শরীফে আরোহন করলেন, আল-াহ তা‘আলার গুণ-কীর্তন ও প্রশংসা করলেন এবং বললেন, আমি তোমাদেরকে আমার সাহাবীদের ব্যাপারে মতবিরোধ করতে দেখতে পাচ্ছি।

اَمَا عَلِمْتُمْ اِنَّ حُبِّیْ وَ حُبَّ آلِ بَیْتِی ، وَ حُبَّ اَصْحَابِیْ فَرَضَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی اُمَّتِیْ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ

“তোমরা কি জান না ? আমাকে আমার পরিবার-পরিজনকে, আমার সাহাবীদের মুহাব্বত করা আল-াহ তা‘আলা আমার উম্মতের উপর ক্বিয়ামত পর্যন্ড় ফরয করে দিয়েছেন”।

অতঃপর তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ওয়াফাদারী ও ফযীলত বর্ণনা করার পর হযরত ‘উমর (রা.)-এর শানে বলতে লাগলেন,

اُدْنُ مِنِّیْ فَدَنَا مِنْهُ فَضَمَّهُ اِلٰی صَدْرِهٖ ، وَقَبَّلَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ

“ওহে ‘উমর ! আমার নিকট আস, তিনি নিকটবর্তী হলেন, তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম) তাঁকে আপন সিনা-বক্ষ মোবারকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর দু’নয়নের মধ্যখানে চুমু খেলেন”।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমরা দেখলাম নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর দু’চো মোবারক বেয়ে অশ্রু ঝরছে। অতঃপর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ‘উমরের হাত ধরলেন এবং উচ্চ আওয়াজে বললেন, ওহে মুসলিম সম্প্রদায় ! ইনি হলেন ‘উমর ইবনুল খাত্তাব।

هٰذَا شَیْخُ الْمُهَاجِرِیْنَ وَ الْاَنْصَارِ ، هٰذَا الَّذِیْ اَمَرَنِیَ اللّٰهُ اَنْ اَتَّخِذَهٗ ظَهِیْرًا وَ مُشِیْرًا

---

[২২৯]. ‘আল-ামা মুহাম্মদ আবদুস সালাম রেজভী : শাহাদাতে নাওয়াসায়ে সৈয়্যদিল আবরার, পৃ. ২৭২।

[২৩০]. মুহিব্ব ত্বাবারী : আর-রিয়াদুন নদ্বরাতু ফী মানাক্বিবিল ‘আশরাহ, খ. ১, পৃ. ৪৯।

“ইনি মুহাজির ও আনসারদের শায়খ ও সম্মানিত ব্যক্তি, আল-াহ তা‘আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন তাঁকে আমার সাহায্যকারী ও উপদেষ্টা বানাই”। هٰذَا الَّذِىْ اَنْزَلَ اللّٰهُ الْحَقَّ عَلٰى قَلْبِهٖ وَ لِسَانِهٖ وَ يَدِهٖ

“ইনি সে ব্যক্তি যার অন্তর জবান ও হাতের উপর আল-াহ তা‘আলা সত্য অবতীর্ণ করেছেন”। هٰذَا الَّذِىْ تَرَكَ حَقَّهٗ وَ مَالَهٗ مِنْ صِدِّيْقٍ

“ইনি সে ব্যক্তি যিনি আপন অধিকার ও সম্পদ বন্ধুর জন্য ত্যাগ করেছেন”।

هٰذَا الَّذِىْ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا

“ইনি সে ব্যক্তি যিনি সত্য কথা বলেন যদিও তা তিক্ত হয়”।

هٰذَا الَّذِىْ يَفْرِقُ الشَّيْطَانُ مِنْ شَخْصِهٖ هُوَ سِرَاجُ اَهْلِ الْجَنَّةِ

“ইনি সে ব্যক্তি যার ব্যক্তিত্বের কারণে শয়তান পলায়ন করে, তিনি জান্নাতের বাসিন্দাদের বাতি-আলোকবর্তিকা”। فَعَلٰى مُبْغَضِهٖ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ لَعْنَةُ اللّٰاعِنِيْنَ

“অতঃপর তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীর উপর আল-াহর অভিশম্পাত এবং লা‘নতকারীদের অভিশম্পাতদ”।

হযরত ‘উমর ফার্ক্ব (রা.)-এর কারামাত :

ইসলামী ধর্মীয় বিশ্বাসে আল-াহ তা‘আলার কুদরত, আম্বিয়া (আ.)-এর মু‘জিযা এবং ওলি আল-াহ (রহ.)-এর কারামাত ব্যাপক প্রভাব ফেলে থাকে। যাঁরা নূরানী নবীর (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম) সাহচর্য পেয়ে একেকজন সাহাবী নক্ষত্রতুল্য হয়েছিলেন তাঁদের জীবনের পরতে পরতে অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁরা সব সময় নিজের বেলায়ত গোপন করতেন, তারপরেও প্রকাশ পেয়ে যেত। তদ্রূপ ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ‘উমর ফার্ক্ব (রা.) থেকে অসংখ্য কারামাত প্রকাশিত হয়েছে, তম্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উলে-খ করা হল।

নীল নদের প্রতি চিঠি :

হযরত ‘উমর ফার্ক্ব (রা.)-এর শাসনামলে হযরত ‘আমর ইবনুল ‘আস (রা.) মিসর জয় করেন। হযরত ‘উমর তাঁকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করলেন, বিখ্যাত নীলনদ মিসরেই প্রবাহিত, সে নীলনদের বিরাট ইতিহাস। মিসরবাসী

এসে হযরত ‘আমর ইবনুল ‘আস (রা.)কে অভিযোগ করল একজন কুমারীকে সোনা-চান্দী দিয়ে সাজিয়ে গোছিয়ে নীলনদে বলি না দিলে তাতে পানি প্রবাহিত হয় না। হযরত ‘আমর ইবনুল ‘আস (রা.) এ বিষয়ে খলীফা ‘উমরকে চিঠি মারফত অবিহিত করলেন। হযরত ‘উমর (রা.) এ খবর পেয়ে সরাসরি নীলনদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখলেন, [২৩১]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلٰى نَيْلِ مِصْرٌ (اَمَّا بَعْدُ) فَاِنْ كُنْتَ تَجْرِىْ مِنْ قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِىْ وَاِنْ كَانَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ هُوَ الَّذِىْ يُجْرِيْكَ فَنَسْئَلُ اللّٰهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ اَنْ يُّجْرِيْكَ ـ

“আল-াহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু, আল-াহর বান্দা, মূ’মীনদের আমীরের পক্ষ হতে মিসরের নীলনদের প্রতি,

ওহে নীলনদ ! তুমি যদি নিজের ইচ্ছায় প্রবাহিত হও তাহলে প্রবাহিত হইও না। আর যদি প্রতাপশালী এক আল-াহ তোমাকে প্রবাহিত করেন, তবে আমি প্রতাপশলী এক আল-াহর মহান দরবারে প্রার্থনা করি “তুমি প্রবাহিত হয়ে যাও”।

হযরত ‘আমর ইবনুল ‘আসের নিকট এই চিঠি পৌঁছালে তিনি দেখতে পেলেন চিঠিটি নীলনদকে উদ্দেশ্য করে লেখিত। হযরত ‘উমরের ফয়সাল অনুযায়ী তিনি ঐ চিঠি নীলনদে ফেলে দিলেন। ফলে নীলনদ পানিতে ভরপুর হয়ে গেল। ফলে চিরদিনের জন্য মিসর থেকে বলি দেওয়ার বদরসুম বিদায় নিল। সুবহানাল-াহ!

হযরত সারিয়া (রা.)-এর প্রতি ডাক :

হযরত ‘আমর ইবন হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, [২৩২] জুমার দিন হযরত ‘উমর ফারুক (রা.) খুতবা দিচ্ছিলেন, হঠাৎ করে তিনি বলে উঠলেন يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ “ওহে মুসলিম সেনাপতি সারিয়া তুমি পাহাড়ের দিকে খেয়াল কর” এরূপ তিনবার বললেন, অতঃপর আবার খুতবা শুরু করে দিলেন। উপস্থিত শ্রোতা মন্ডলী বিব্রত হলেন। নামায শেষে হযরত ‘আবদুর রহমান ইবন ‘আওফ (রা.) হযরত ‘উমর (রা.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমীরুল

[২৩১]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

[২৩২]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

মূ’মীনীন কি ব্যাপার আপনি يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ তিনবার উচ্চ স্বরে বলেছেন। হযরত ‘উমর বললেন,

وَلِلّٰهِ مَامَلَكَتْ ذٰلِكَ حِيْنَ رَأَيْتُ سَارِيَةَ وَاَصْحَابَهُ يُقَاتِلُوْنَ عِنْدَ جَبَلٍ يُؤْتَوْنَ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ فَلَمْ اَمْلِكْ اَنْ قُلْتُ يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ لِيَلْحَقُوْا بِالْجَبَلِ

“আল-াহর শপথ ! আমি যখন সারিয়া এবং তাঁর সাথীদের যুদ্ধরত অবস্থায় দেখলাম যে, তাঁদের আগে-পিছে দুশমন একত্রিত হচ্ছিল তখন আকস্মিকভাবে আমার অজ্ঞাতসারে বলে ফেললাম ওহে সারিয়া ! পাহাড়ের দিকে লক্ষ কর” যাতে করে মুসলিম বাহিনী পাহাড়ের দিকে ফিরে যায়”।

সুতরাং কিছুদিন পর হযরত সারিয়া (রা.)-এর দূত এসে সংবাদ দিলেন যে, জুমার দিন আমরা দুশমনদের সামনে হলাম, সকাল থেকে যুদ্ধ করছিলাম এমনকি জুমার নামাযের সময় হল, আকস্মিকভাবে আমরা উচ্চস্বরে আমীর-ল মূ’মিনীনের يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ এ আওয়াজ শুনতে ফেলাম, তিনবার। একথা শুনে আমরা পাহাড়ের দিকে ফিরে গেলাম এবং দুশমনদের উপর বিজয়ী হলাম। এই যুদ্ধ ছিল নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ। মূলত আল-াহর ওলিদের নিকট পৃথিবী তাঁদের হাতের তালুর চেয়েও অতি নিকটে। হযরত ‘উমর মসজিদে নববী থেকে এ ডাক দিয়েছিলেন। সুবহানাল-াহ !

কবরবাসীর সাথে কথোপকথন :

হযরত ইয়াহইয়া ইবন আইয়ূব খুযা‘য়ী (রহ.) এরশাদ করেন,[২৩৩] সে একদিন হযরত ‘উমর (রা.) এক যুবকের কবরে গমন করে নিম্নোক্ত আয়াতে করীমা তেলাওয়াত করেন। وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ

“এবং যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে তার জন্য দু’টি জান্নাত রয়েছে”।[২৩৪]

ঐ যুবক আপন কবর থেকে উত্তর দিলেন, ওহে ‘উমর !

قَدْ اَعْطَانِيْهَا رَبِّىْ فِى الْجَنَّةِ مَرَّتَيْنِ

“আমাকে আমার রব এ ধরনের জান্নাত দু’বার প্রদান করেছেন”। সুতরাং বুঝা গেল হযরত ‘উমর (রা.) কবরবাসীর অবস্থাও জানতেন।

---

[২৩৩]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১-১৭২।

[২৩৪]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা আর-রহমান, আয়াত নং-৪৬, পৃ. ৯৬০।

ঘর-বাড়ী জ্বলে গেল :

হযরত না'ফি (রা.) হযরত ইবন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত 'উমর (রা.)-এর নিকট এক ব্যক্তি আগমন করলেন। হযরত 'উমর (রা.) তাকে বললেন, তোমার নাম কি ? সে উত্তর দিল আংগার (আগুনের কয়লা) তোমার বাবার নাম কি ? সে বলল শো'লা (আগুনের লেলিহান) তিনি বললেন, তুমি কোথায় থাক ? সে উত্তর দিল সুযশ (আগুন বিশেষ), তিনি বললেন তুমি কোন বংশের ? সে বলল জ্বলন (আগুন জ্বালানো) হযরত 'উমর (রা.) বললেন ঘরে গিয়ে দেখ তা জ্বলে গেছে। সে যখন আপন ঘরে গেল দেখল সব জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে।[২৩৫]

"আমীর-ল মূ'মিনীন" উপাধী গ্রহণ :

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম যখন ওফাত লাভ করলেন তখন হযরত আবূ বকর (রা.)কে খলীফা নির্বাচিত করা হল। তখন তাঁকে সকলে "খলীফাতুর রাসূল" বলে আহবান করতেন। যখন হযরত 'উমর খলীফা নির্বাচিত হলেন তখন তাঁকেও খলীফাতুর রাসূল বলতে আরম্ভ করলেন, কিছু কিছু লোক বলাবলি করছেন এভাবে যদি সবাইকে ঐ উপাধীতে ডাকা হয় তাহলে এটাতো অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তখন তাঁরা চিন্ড়া করলেন তাঁকে এমন উপাধীতে আহবান করা হবে যাতে খলীফাও বলা যাবে আমাদের নেতাও হবেন। ইবন সা'দ (রহ.) বলেন, [২৩৬]

فَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ عُمَرَ اَمِيْرُنَا فَدُعِىَ عُمَرُ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فَهُوَ اَوَّلُ مَنْ سُمِّىَ بِذٰلِکَ ـ

"নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর কতেক সাহাবী বলেন, আমরা মূ'মিন বিশ্বাসী, আর 'উমর আমাদের নেতা। ফলে হযরত 'উমরকে আমীর-ল মূ'মিনীন বা মূ'মিন বিশ্বাসীদের নেতা-সরদার বলে ডাকা হয়েছে। তাই তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাঁকে এ নামে ডাকা হয়েছে।

---

[২৩৫]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

[২৩৬]. ইবন সা'দ : আত্ব-ত্বাবকাত, খ. ৩, পৃ. ২৮১।

নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনকারী হযরত উমর (রা.) :[২৩৭]

হযরত 'উমর ফার"ক্ব (রা.) এমন মহান ব্যক্তিত্ব যিনি অনেক কিছুর শুভ সূচনাকারী।

১. নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফে হিজরতের সে ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণীয় করে রাখতে ঐ দিনকে হিজরী সন হিসাবে ঘোষণা করেন।
২. তিনি পবিত্র আল-কুরআনকে গ্রন্থবদ্ধ করেন।
৩. রমদ্বান মাসে তিনি তারাবীহর নামায বিশ রাকা'আত প্রবর্তন করেন। তিনি পুর"ষ এবং মহিলার জন্য পৃথক পৃথক ইমামের মাধ্যমে তারাবীহর ব্যবস্থা করেন।
৪. তিনিই সর্ব প্রথম ব্যক্তি যিনি শরাবী ব্যক্তিকে ৮০ (আশি) দোররার শাস্ড়ি প্রবর্তন করেন।
৫. তিনিই এমন ব্যক্তি যিনি রাত্রি বেলায় জনসাধারণের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তদারকি করতেন।
৬. তিনি দোররা হাতে নিতেন যা তরবারীর চেয়ে শক্তিশালী ছিল, মানুষদেরকে আদব শিক্ষা দিতেন।

তা ছাড়া তাঁর খিলাফতকালে একহাজার ছত্রিশটি শহর বিজয় হয়। চার হাজার মসজিদ নির্মিত হয়, এক হাজার নয়শ মিম্বর রাখা হয়েছে, কাফিরদের চার হাজার পূঁজা মন্ডপ ধ্বংস করা হয়েছে।

তাঁর কার্যক্রমের চুম্বক অংশ :

হযরত 'উমর অত্যন্ড় সাদা-সিধে জীবন করতেন, পুংখানুপুংখরূপে নবীজীর অনুসরণ করতেন। নিজের আমিত্বকে বিলিন করে দিয়েছেন। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম যাকে বেশী ভালবাসতেন তিনিও তাঁকে অধিক ভালবাসতেন এমনকি সাহাবীদের (রা.) যখন ভাতা নির্ধারিত করলেন তখন হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা.)কে আপন পুত্র 'আবদুল-াহ (রা.)-এর চেয়ে ভাতা বেশী নির্ধারণ করেছেন। হযরত 'আবদুল-াহ এ বিষয়ে ওজর পেশ করলেন, হযরত 'উমর (রা.) উত্তরে

---

[২৩৭]. ইবন সা'দ : আত্ব-ত্বাবকাত, খ. ৩, পৃ. ২৮১; পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৪।

বললেন হযরত উসামাকে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম তোমার চেয়ে বেশী ভালবাসতেন স্নেহ করতেন।

ইমাম হাসান (রা.) বলেন, একদিন হযরত 'উমর (রা.) জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন, আমি গুণে দেখলাম তাঁর জামায় ১২টি তালী রয়েছে।

হযরত 'উমরের স্ত্রী উম্মে কুলছুম (রা.) একদা রূমের কায়সারের স্ত্রীদের জন্য কয়েক বোতল আতর হাদিয়া প্রেরণ করলেন, তারাও তাঁর জন্য বোতল ভর্তি মণি-মুক্তা হাদিয়া প্রেরণ করলেন, হযরত 'উমর (রা.) যখন এ খবর জানতে পারলেন তখন স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আতর তোমার ছিল কিন্তু কাসিদ ও তার খরচ সরকারী ছিল, সুতরাং মণি-মুক্তা গুলো বায়তুল মালে দিয়ে দাও, তিনি তা-ই করলেন।

একদা খলীফা 'উমর (রা.) অসুস্থ্য হয়ে পড়লেন, ডাক্তারগণ বললেন মুধ খেলে রোগ সেরে যাবে, কিন্তু তাঁর নিকট কোন মুধ ছিল না, তবে বায়তুল মালে ছিল, মুসলমানদের অনুমতি ছাড়া তিনি মুধ ব্যবহারে সম্মত হলেন না, সুতরাং ঐ অবস্থায় তিনি মসজিদে নববীতে তশরীফ নিয়ে গেলেন, মুসলমানদের একত্রিত করে তাঁদের অনুমতি নিলেন তারপরেই কেবল মুধ সেবন করলেন।

একদা তিনি বাজারে গিয়ে দেখলেন একটি উট বিক্রি করা হচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এ উট কার ? তাঁর সন্ড়ান 'আবদুল-াহ (রা.) বললেন, আমার। তিনি বললেন, এটা কিভাবে পেলে ? হযরত 'আবদুল-াহ (রা.) বললেন, এটা আমি ক্রয় করেছি অতঃপর সরকারী চারণভূমিতে ছেড়ে দিয়েছি ফলে হৃষ্ট পুষ্ট হয়েছে এবং আমি এখন তা বিক্রি করছি।

হযরত 'উমর (রা.) বললেন, যেহেতু উট সরকারী চারণভূমিতে চড়ে মোটা-তাজা হয়েছে সেহেতু তুমি মূল মূল্য পাবে অতিরিক্ত টাকা বায়তুল মালে জমা দাও। অতএব অতিরিক্ত মূল্য বায়তুল মালে জমা দেয়া হয়েছে।

একরাতে খলীফা 'উমর (রা.) প্রজা সাধারণের অবস্থা দেখার জন্য বের হলেন, তখন বেদুইন আরবীর তাবু থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসল, তিনি সেখানে গমন করে জিজ্ঞাসা করলেন ব্যাপার কি ? উত্তর দেয়া হল বেদুইনের স্ত্রী প্রসব বেদনায় কাতর। খলীফা অতিদ্রুত নিজ স্ত্রী উম্মে কুলছুমের নিকট গেলেন এবং তাঁকে সাথে নিয়ে বেদুইনের তাবুতে আসলেন, কিছুক্ষণ পর স্ত্রী এসে বললেন, আমীরুল মূ'মিনীন একজন পুত্র সন্ড়ান হয়েছে। আপনি তাকে অভিনন্দন করুন। আমীরুল মূ'মিনীন ডাক শুনে বেদুইনের চুক্ষতো স্থীর,

আরে তিনি যে আমীর-ল মূ’মিনীন ‘উমর এবং তাঁর স্ত্রী। খলীফা বললেন সকালে তাকে নিয়ে এসো ভাতা নির্ধারণ করে দেব।[২৩৮]

হযরত ‘উমর ফার-ক্ব (রা.)-এর শাহাদাত :

হযরত আবূ রাফি‘ (রা.) থেকে বর্ণিত, আবূ লূ’লূ’ ফিরূজ সে হযরত মূগীরা ইবন শো’বা (রা.)-এর গোলাম ছিল, তার থেকে হযরত মুগীরা (রা.) দৈনিক চার দেরহাম করে খেরাজ গ্রহণ করতেন। একদিন আবূ লূ’লূ’ আমীর-ল মূ’মিনীন হযরত ‘উমর (রা.)-এর কাছে আসল এবং বিচার দিল যে, মূগীরা তার থেকে খেরাজ বেশী উসূল করছেন, আমীর-ল মূ’মিনীন যেন মূগীরার সাথে কথা বলে কিছু কমিয়ে দেন। হযরত ‘উমর (রা.) বললেন, আল-াহকে ভয় কর এবং আপন মুনিবের আনুগত্য কর। সে রাগান্বিত হয়ে বের হয়ে গেল এবং বলল, আপনি প্রত্যেকের বেলায় ন্যায়পরায়নতা প্রদর্শন করেন আর আমার বেলায় উল্টো, সে দু’ধারা তরবারী প্রস্তুত করল তাতে বিষও মাখল।

আমীর-ল মূ’মিনীন হযরত ‘উমর (রা.) ২৩হিজরীর ২৩শে যুলহজ্ব বুধবার ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে নববীতে তাশরিফ নিলেন এবং মুসল-ীদের কাতারবন্দী দেখছেন এমন সময় আবূ লূ’লূ’ কাতারের ভিতর প্রবেশ করে হযরত ‘উমরের সামনে চলে গেল তার হাতে ঐ তরবারীও ছিল সে হযরত ‘উমরকে লক্ষ্য করে তিনটি আঘাত করল একটি আঘাত তাঁর তলপেটে লাগল ফলে তিনি আর স্থীর থাকতে না পেরে মসজিদে পড়ে গেলেন এবং বললেন আবদুর রহমান ইবন ‘আউফ আছেন লোকেরা বলল আছেন, তিনি বললেন নামায পড়ায়ে দেন। আবদুর রহমান (রা.) নামায পড়ায়ে দিলেন আর আমীর-ল মূ’মিনীন মাটিতে পড়ে রইলেন। তাঁর সাথে ঐ কমবখত হযরত কোলায়ব ইবন নাদ্বরীশী (রা.)কেও শহীদ করে দিয়েছেন। যাক আমীর-ল মূ’মিনীন হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন আব্বাস অথবা আপন শাহযাদা ‘আবদুল-াহকে বললেন, যাও দেখে এসো আমাকে কে জখম করল ? তিনি উত্তর দিলেন, মুগীরা ইবন শো‘বার গোলাম আবূ লূ’লূ’ এ হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। তখন হযরত ‘উমর বললেন,[২৩৯]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَجْعَلْ قَتْلِىْ اِلَّا عَلٰى يَدِ رَجُلٍ لَمْ يَسْجُدِ اللّٰهَ سَجْدَةً وَاحِدَةً

---

[২৩৮]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিস্ড়ী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫-১৭৬।

[২৩৯]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

"সমস্ড় প্রশংসা আল-াহ তা'আলার জন্য যিনি আমার হত্যা এমন এক ব্যক্তির হাতে ঘটিয়েছেন যে কখনো আল-াহকে একটি সিজদাও করেনি"।

হযরত 'উমর স্বীয় পুত্র 'আবদুল-াহ (রা.)কে বললেন, ওহে 'আবদুল-াহ ! তুমি উম্মুল মূ'মিনীন হযরত 'আয়শার নিকট যাও, তাঁকে বল 'উমর আপনার হুজরায় নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ও হযরত আবূ বকরের সাথে দাফন হতে চায়, আপনার অনুমতি আছে কি ? উম্মুল মূ'মিনীন বললেন, আমি চেয়েছিলাম এটা নিজের জন্য রাখতে, কিন্তু আমি তা হযরত 'উমরকে অগ্রাধিকার দিলাম।

হযরত 'উমরকে একথা জানানো হলে তিনি অত্যন্ড় খুশী হলেন। তিনি আহত হওয়ার তিনদিন পর ২৬শে যুলহজ্ব ২৩হিজরী সালে শাহাদাতের শরাব পান করলেন। ইন্নালিল-াহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন।

উলে-খ্য যে, ঐ কমবখত আবূ লূ'লূ' গ্রেপ্তার হওয়ার পর নিজের ঐ তরবারী দ্বারা আত্ম হত্যা করেছিল। সে ছিল একজন পারসিক বিধর্মীলোক।

হযরত 'উমর (রা.)-এর বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর। তাঁর খেলাফত ছিল দশ বছর পাঁচ মাস উনত্রিশ দিন।

হযরত 'উমর ফার"ক্ব (রা.)-এর স্ত্রীগণ :

হযরত 'উমর ফার"ক্ব (রা.) সারা জীবনে ৯ জন স্ত্রী সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তাঁদের নাম

১. হযরত যয়নব বিনতে 'উসমান ইবন মায'উন (রা.)
২. হযরত উম্মে কুলছুম (রা.)
৩. হযরত 'আতিকাহ বিনতে যায়দ (রা.)
৪. হযরত উম্মে হাকিম বিনতে হারিস (রা.)
৫. হযরত ফক্বীহা (রা.)
৬. হযরত লেহাইয়া (রা.)
৭. উম্মে ওলদ (রা.)
৮. মুলায়কা বিনতে জয়দাল খুযায়ী
৯. ক্বারীবাহ বিনতে উমাইয়া মাখযুমী

হযরত 'উমর (রা.) মুলায়কা ও ক্বাবীরাহকে ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে তালাক দিয়ে দেন।

হযরত ‘উমর ফারর্ক্ব (রা.)-এর সন্ড়ান :

হযরত ‘উমর ফারর্ক্ব (রা.)-এর নয় জন ছেলে চারজন মেয়ে সন্ড়ান ছিল, তাঁরা হলেন-

পুত্র সন্ড়ানগণ:

১. হযরত ‘আবদুল-াহ (রা.)
২. হযরত আবদুর রহমান আকবর (রা.)
৩. হযরত যায়দ আকবর (রা.)
৪. হযরত ‘আসিম (রা.)
৫. হযরত ‘ইয়াদ্ব (রা.)
৬. হযরত যায়দ আসগর (রা.)
৭. হযরত ‘উবায়দুল-াহ (রা.)
৮. হযরত ‘আবদুর রহমান আওসাত (রা.) যাঁর উপনাম আবূ শাহমাহ যাঁকে মদ্যপানের দায়ে হযরত ‘উমর নিজ হাতে দোররা মেরেছিলেন এতে তিনি ওফাত লাভ করেছেন।
৯. হযরত ‘আবদুর রহমান আসগর, যাঁকে মুজবার বলে ডাকা হয়।

কন্যা সন্ড়ানগণ :

তাঁর চারজন কন্যা ছিলেন, তাঁরা হলেন-

১. হযরত হাফসা (রা.) উম্মুল মূ’মিনীন
২. হযরত রোক্বাইয়া (রা.)
৩. হযরত ফাতিমা (রা.)
৪. হযরত যয়নাব (রা.)[২৪০]

হযরত ‘উমর ফারর্ক্ব (রা.)কে আল-াহ তা‘আলা উত্তম প্রতিদান প্রদান করর্ন। আমীন

সালাম

وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سقر ☆ اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام
فارقِ حق و باطل امام الہدیٰ ☆ تیغِ مسلولِ شدّت پہ لاکھوں سلام

- আ‘লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ.)

---

২৪০. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮-১৭৯।

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামের তৃতীয় খলীফা, আমীরুল মু’মিনীন হযরত ‘উসমান গণী যুন নুরায়ন (রা.)-এর ফদ্বীলত ও মর্যাদা

আল-াহ তা‘আলা হযরত ‘উসমান গণী যুন নুরায়ন (রা.)-এর শানে বলেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

“তাদের উপমা, যারা আপন সম্পদ আল-াহর পথে ব্যয় করে সেই শস্য-বীজের ন্যায়, যা উৎপাদন করে সাতটা শীষ। প্রত্যেক শীষে একশ শস্যকণা এবং আল-াহ তা থেকেও অধিক বৃদ্ধি করেন যার জন্য চান। আর আল-াহ প্রাচুর্যময়, জ্ঞানময়”।

[সূরা বাক্বারা, আয়াত নং-২৬১]

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘উসমান গণী যুন নুরায়ন (রা.)-এর শানে বলেন,

لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَ رَفِيْقِىْ فِيْهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ

“প্রত্যেক নবীর জন্য জান্নাতে একজন বন্ধু থেকে, আর আমার বন্ধু হলেন ‘উসমান ইবন ‘আফ্ফান”।

[ইমাম তিরমিযী (রহ.) : আল জামে‘, খ. ২, পৃ. ২১০]

হযরত 'উসমান গণী যুন নুরায়ন (রা.) :

বিশিষ্ট দানবীর প্রিয় নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর দুই নূরের (কন্যার) মালিক, মুত্তাকিদের সরদার, লজ্জাশীল, কামিলুল হাইয়া ওয়াল ঈমান, জামি'উল কুরআন, মুসলমানদের বড় আপনজন, আশেক্বে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত 'উসমান ইবন 'আফফান (রা.)-এর অবদান ইসলামী বিশ্বের অনেক বেশী যার তুলনা বিরল, ইসলামের জন্য তিনি অনেক নির্যাতন, জুলুম সহ্য করেছেন। রূমা কূপ এবং জান্নাতুল বাক্বী তিনি ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন।

হযরত 'উসমান গণী যুন নুরায়ন (রা.)-এর নাম ও বংশপরিচয় :

তৃতীয় খলীফা, আমীরুল মূ'মিনীন হযরত 'উসমান যুন নুরায়ন (রা.)-এর নাম 'উসমান, তাঁর নসবনামা হল-

হযরত 'উসমান ইবন আফফান ইবন আবূ 'আস ইবন উমাইয়্যা ইবন 'আবদুস শামস ইবন 'আবদু মানাফ। তাঁর বংশধারা 'আবদু মানাফ-এ গিয়ে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর বংশের সাথে মিলিত হয়। তাঁর মহিয়সী মায়ের নাম আরওয়া বিনতে কারীয, তাঁর নানী নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর আপন ফুফী উম্মে হাকীম বায়দ্বা বিনতে খাজা আবদুল মুত্তালিব।[২৪১]

তাঁর উপনাম :

তাঁর উপনাম হল আবূ 'আবদুল-াহ

তার উপাধী :

যুন নুরায়ন দুই জ্যোতির মালিক এবং গণী বা ধনী ব্যক্তি।

যুন নুরায়ন বলার কারণ :

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর দু'জন কন্যাকে পর্যায়ক্রমে হযরত 'উসমান (রা.) শাদী করেছেন বিধায় তাঁকে দু'নুরের মালিক তথা যুন নুরায়ন বলা হয়।

---

[২৪১]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১-১৮২।

উলে-খ্য যে, হযরত 'উসমান (রা.) প্রথমত নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর কন্যা হযরত রূকাইয়া (রা.)কে শাদী করেন, হযরত 'উসমান তাঁকে নিয়ে প্রথমত : হাবশায়, দ্বিতীয়ত : মদীনা শরীফে হিজরত করেন।

হযরত রূকাইয়া (রা.) দ্বিতীয় হিজরীতে অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। বদর যুদ্ধের বিজয়ের পর যেদিন হযরত যায়দ ইবন হারিসা বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে মদীনায় আসেন তখন তাঁর দাফনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। ওফাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তাঁর সেবা করার জন্যই মূলত : হযরত 'উসমান (রা.) বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি।

হযরত রূক্বাইয়া (রা.) ওফাত লাভের পর হযরত 'উসমান তৃতীয় হিজরী সালের রবিউল আওয়াল মাসে উম্মে কুলছুম (রা.)-এর সাথে আকদ নিকাহ সম্পন্ন হয়। ৯ম হিজরী সনে হযরত উম্মে কুলছুম (রা.) ওফাত লাভ করেন।[২৪২]

গণী বলার কারণ :

হযরত 'উসমান গণী (রা.) সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি তাঁর এ সম্পদ মুসলিম গরীব মিসকীন, আহলে বায়তের রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম, মুসলিম সৈন্যদের জন্য ও অস্ত্র ক্রয়ের জন্য প্রচুর পরিমাণে খরচ করতেন। এক কথায় মুসলমানদের উন্নতি সাধনে, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সন্তুষ্টি বিধানে তাঁর সম্পদ ব্যয় করতেন ফলে তাঁর উপাধী হয়ে যায় গণী।[২৪৩]

জন্ম :

হযরত 'উসমান যুন নুরায়ন (রা.)-এর জন্ম হস্ট্রী বৎসরের ছয় বৎসর পর হয়েছে, শৈশবকাল তিনি পবিত্র অবস্থায় কাঠিয়েছেন, জাহেলী যুগেও তিনি হারাম কাজ থেকে অনেক দূরে থাকতেন,

ইসলাম গ্রহণ :

---

[২৪২]. ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম : আ-লে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম, পৃ. ৯২-৯৩।

[২৪৩]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।

জীবনী লেখকগণ উলে-খ করেছেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সাথে হযরত 'উসমান (রা.)-এর গভীর বন্ধুত্ব ছিল, যখন হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছেন তখন তিনি হযরত 'উসমানকে বললেন তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, ঐ সময় হযরত 'উসমান নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর মহান দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৯ বা ৩৩ বৎসর।

হিজরত :

হযরত 'উসমান (রা.) দুই দিকে হিজরত করেছেন, প্রথমবার হাবশার দিকে দ্বিতীয়বার মদীনা শরীফের দিকে। তাঁর নিকট নেতৃগুণ ছিল। তিনি বেহেস্ড়ের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর মধ্যে অন্যতম।

ঈমানের উপর দৃঢ়তা :

হযরত 'উসমান (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর চাচা হিকম ইবন আবিল 'আস তাঁকে ধরে বেঁধে ফেলল এবং বলল ওহে বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগকারী ভাতিজা 'উসমান ! যতক্ষণ তুমি দ্বীনে ইসলাম ছেড়ে না দিবে তোমাকে আমি ছাড়ব না। হিকম তাঁর উপর অনেক জুলুম নির্যাতন চালাল কিন্তু হযরত 'উসমান ঈমানের উপর অবিচল থাকলেন আর বললেন, জান তো যাবে কিন্তু ঈমান যাবে না। সুবহানাল-াহ[২৪৪]

আল-াহ তা'আলার ভাষায় হযরত 'উসমান (রা.)-এর প্রশংসা :

আল-াহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজীদের পরতে পরতে আপন মর্যাদাশীল বন্ধুদের ফদ্বীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাহাবীদের ব্যাপারে অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, অনুরূপভাবে হযরত 'উসমান গণী যুন নুরায়ন (রা.)-এর শানেও কতেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, নিম্নে তা উপস্থাপন করা হল-

১. আল-াহ তা'আলার বাণী :

পবিত্র কুরআন মজীদে আল-াহ তা'আলা হযরত 'উসমান (রা.)-এর শানে এরশাদ করেছেন,

---

[২৪৪]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিস্ড়ী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

“তাদের উপমা, যারা আপন সম্পদ আল-াহর পথে ব্যয় করে সেই শস্য-বীজের ন্যায়, যা উৎপাদন করে সাতটা শীষ। প্রত্যেক শীষে একশ শস্যকণা এবং আল-াহ তা থেকেও অধিক বৃদ্ধি করেন যার জন্য চান। আর আল-াহ প্রাচুর্যময়, জ্ঞানময়”।[২৪৫]

আয়াতের শানে নুযুল :

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম গাজওয়ায়ে তাবুক বা তাবুক যুদ্ধের জন্য লোকদের অস্ত্র-শস্ত্র, মাল-সামান, প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র একত্রিত করার জন্য নির্দেশ দিলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বড় উৎসাহ উদ্দীপনায় এ যুদ্ধে দান-খায়রাত করেছেন।

ক্বাজী সানাউল-াহ পানীপত্থী (রহ.) উলে-খ করেছেন[২৪৬] যে, হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.) চার হাজার দেরহাম নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সামনে নযরানা পেশ করে বললেন, আমার আট হাজার দেরহাম ছিল, তম্মধ্যে চার হাজার আপন পরিবার-পরিজনদের জন্য রেখে এসেছি আর চার হাজার দেরহাম মহান আল-াহর দরবারে পেশ করেছি, তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এরশাদ করেছেন,

بَارَكَ اللّٰهُ فِىْ مَا اَمْسَكْتَ وَ فِىْ مَا اَعْطَيْتَ

“তুমি যা ঘরে রেখে এসেছ আর যা দান করেছ উভয়ের মধ্যে আল-াহ বরকত দান কর ন”।

وَعُثْمَانُ جَهَّزَ الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ غُزْوَةِ تَبُوْكَ بِاَلْفِ بَعِيْرٍ بِاَقْتَابِهَا وَاَحْلَاسِهَا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ

“এবং হযরত ‘উসমান তাবুক যুদ্ধের জন্য এক হাজার উট ও তার আনুষাঙ্গিক জিনিস পত্রসহ মুসলমানদের প্রস্তুত করেছিলেন এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে”।

---

[২৪৫]. আ‘লা হযরত : কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান (বাঙ্গানুবাদ : আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান) সূরা বাক্বারা, আয়াত নং ২৬১, পৃ. ৯৮।

[২৪৬]. তাফসীরে মাযহারী : উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

হযরত আবদুর রহমান ইবন সামুরা (রা.) বলেন, হযরত 'উসমান (রা.) তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতির প্রাক্ষালে এক হাজার দিনার নিয়ে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর মহান দরবারে হাযির হয়ে নবীজীর থলের মধ্যে তা ঢেলে দিলেন।

বর্ণনাকারী হযরত আবদুর রহমান (রা.) বলেন, আমি দেখলাম নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আপন হাত মোবারকে উক্ত থলে উলোট পালট করে দেখছেন। আর এরশাদ করেছেন,

مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمَلَ بَعْدَ الْيَوْمِ

"আজকে এদিনের পরে 'উসমানের কোন কাজ তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে না"।

২. আল-াহ তা'আলার বাণী :

আল-াহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজীদে এরশাদ করেন,

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ـ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ـ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً

"মুসলমানদের মধ্যে কিছু এমন পুর"ষ রয়েছে, যারা সত্য প্রমাণিত করেছে যে-ই অঙ্গীকার তারা আল-াহর সাথে করেছিল; সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপন মান্নাত পূর্ণ করেছে, এবং কেউ কেউ অপেক্ষা করছে। আর তারা সামান্যটুকুও পরিবর্তিত হয়নি"।[২৪৭]

শানে নুযুল :

হযরত 'উসমান গণী, হযরত তালহা, হযরত সা'ঈদ ইবন যায়দ, হযরত হামযা, হযরত মাস'আব রাদ্বি আল-াহু তা'আলা আনহুম প্রমুখ মান্নাত করেছিলেন যে, তাঁরা যখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে জিহাদ করার সুযোগ পাবেন তখন অটল থাকবেন, শেষ পর্যন্ড় শহীদ হয়ে যাবেন। তাঁদের সম্পর্কে এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, তাঁরা তাঁদের অঙ্গীকার সত্য প্রমাণিত করে দেখিয়েছেন।[২৪৮]

৩. আল-াহ তা'আলার বাণী :

---

[২৪৭]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা আহযাব, আয়াত নং ২৩, পৃ. ৭৫৮।

[২৪৮]. সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দনি মুরাদাবাদী : খাযাইনুল ইরফান, (খানযুল ঈমানের সাথে সংযুক্ত) পৃ. ৭৫৮।

মহান আল-াহ তা'আলা এরশাদ করেন-

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ

"ঐ ব্যক্তি যে আনুগত্যের মধ্যে রাতের মুহূর্তগুলো অতিবাহিত করে- সাজদায় ও দন্ডায়মান অবস্থায়, আখিরাতকে ভয় করে এবং আপন প্রতিপালকের দয়ার আশা রাখে"।[২৪৯]

শানে নুযুল :

হযরত ইবন 'উমর (রা.) বলেন, উক্ত আয়াতে করীমাটি হযরত 'উসমান গণী যুন নুরায়ন (রা.)-এর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।[২৫০]

হযরত 'উসমান (রা.) বেশী বেশী তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন, তখন তিনি কোন খাদেমকে ঘুম থেকে জাগ্রত করতেন না। সমস্ড় কাজ নিজেই করতেন।[২৫১]

৪. আল-াহ তা'আলার বাণী :

আল-াহ তা'আলা হযরত 'উসমান (রা.)-এর শানে এরশাদ করেন,

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ـ وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ـ الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى

"অতিসত্ত্বর উপদেশ গ্রহণ করবে যে ভয় করে, এবং তা থেকে বড় হতভাগা দূরে থাকবে, সে সবচেয়ে বড় আগুনে প্রবেশ করবে"।[২৫২]

শানে নুযুল :

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈ'মী (রহ.) তাফসীরে রূহুল বয়ান-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতে করীমাগুলো হযরত 'উসমান গণী যুন নুরায়ন (রা.)-এর প্রশংসায় এবং মুনাফিক-এর নিন্দায় নাযিল হয়েছে। ঘটনা এই যে, এক আনসারী সাহাবী (রা.) তাঁর এক প্রতিবেশীর বির"দ্ধে দরবারে রেসালতে অভিযোগ পেশ করলেন যে, প্রতিবেশীর রোপনকৃত গাছে একটি শাখা আনসারীর ঘরের উপর আছে। যদি ঐ গাছ থেকে ফল আনসারীর ঘরে পড়ত তখন মুনাফিক তা নিয়ে যেত। তখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি

---

[২৪৯]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা যুমার, আয়াত নং ৯, পৃ. ২৮৮-২৮৯।

[২৫০]. সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২৮

[২৫১]. মুফতী আহমদ ইয়ার খান ন'ঈমী : তাফসীরে নুর"ল 'ইরফান, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

[২৫২]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা আ'লা, আয়াত নং ১০-১২, পৃ. ১০৭৪।

ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ঐ মুনাফিককে ডেকে বললেন, জান্নাতের বদলায় তুমি গাছটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও, মুনাফিক তা বিক্রি করতে অস্বীকার করল, তখন হযরত ‘উসমান (রা.) একটি বাগানের পরিবর্তে উক্ত গাছ ক্রয় করে আনসারীকে দান করে দিলেন, সুবহানাল-াহ! [২৫৩]

৫. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

হযরত ‘উসমান গণী (রা.)-এর শানে মহান আল-াহ এরশাদ করেন,

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ـ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ـ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

“ঐ সব লোক, যারা স্বীয় সম্পদ আল-াহর পথে ব্যয় করে, অতঃপর না খোঁটা দেয়, না ক্লেশ দেয়, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের না আছে কোন আশংকা না আছে কিছু দুঃখ”। [২৫৪]

শানে নুযুল :

এ আয়াত করীমাও হযরত ‘উসমান গণী (রা.) ও হযরত ‘আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.)-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে। মূলত: এ দু’জন সাহাবী দান করার পর খোঁটা দেয়া কিংবা কাউকে ক্লেশ দেয়া থেকে অনেক দূরে ছিলেন। বিখ্যাত মুফাস্সির ইসমা‘ঈল হক্কী (রহ.) বলেন, খোঁটা দেয়াতো এটাই যে, দান করার পর অন্যান্যদের সামনে প্রকাশ করা, ‘আমি তোমার প্রতি এমন এমন দয়া করেছি। আর সেটাকে ম-ান করে ফেলা এবং ক্লেশ দেয়া’ হল তাকে এই বলে লজ্জা দেয়া-“তুমি গরীব ছিলে, রিক্ত হস্ড় ছিলে, অক্ষম ছিলে, অকেজো ছিলে, আমি তোমার খবরাখবর নিয়েছে”। কিংবা অন্যভাবে চাপ সৃষ্টি করা এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। [২৫৫]

৬. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

মহান আল-াহ হযরত ‘উসমান গণী (রা.)-এর শানে বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓى ـ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ

---

[২৫৩]. ইসমা‘ঈল হক্কী : রূহুল বয়ান, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য; মুফতী আহমদ ইয়ার খান ন‘ঈমী : তাফসীরে নুর-ল ‘ইরফান, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

[২৫৪]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা বাক্বারা, আয়াত নং ২৬২, পৃ. ৯৮।

[২৫৫]. ইসমা‘ঈল হক্কী : প্রাগুক্ত, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

“নিশ্চয় এ সব লোক, যাদের জন্য আমার প্রতিশ্রুতি কল্যাণের হয়েছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হয়েছে”।[২৫৬]

শানে নুযুল :

হযরত নূ‘মান ইবন বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত ‘আলী (রা.) মিম্বরে এই আয়াত তেলাওয়াত পূর্বক এরশাদ করেন, আমি ‘আলী, আবূ বকর, ‘উমর, ‘উসমান, ত্বালহা, যুবায়র, সা‘দ, সা‘ঈদ, ‘আবদুর রহমান এবং আবূ ‘উবায়দার সৌভাগ্যবানদের জন্য এ আয়াতে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।[২৫৭]

মুহাম্মদ ইবন হাতিম বলেন, এ আয়াত হযরত ‘উসমান (রা.)-এর শানে অবতীর্ণ হয়ছে।[২৫৮]

৭. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

আল-াহ তা‘আলা হযরত ‘উসমান (রা.)-এর প্রশংসায় এরশাদ করেন,

هَلْ يَسْتَوِىْ هُوَ - وَمَنْ يَّأْمُرُ بِالْعَدْلِ - وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

“সে কি সমান হয়ে যাবে ঐ ব্যক্তির, যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং সে সরল পথেই রয়েছে ?[২৫৯]

এ উদাহরণ হচ্ছে মূ’মিনের, কাফির অকেজো, মূক ও দাসের ন্যায়, সে কখনো কোন মতে ঐ মুসলমানের মত হতে পারে না। যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং সরল সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।[২৬০]

শানে নুযুল :

হযরত ‘আত্বা (রা.) উক্ত আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনায় বলেন, আয়াতের শুরুতে اَبْكَمُ (মূখ) দ্বারা উবায় ইবনে খলফ কাফির, আর يَّأْمُرُ بِالْعَدْلِ (ন্যায়ের নির্দেশ দেয়) দ্বারা হযরত হামযা (রা.), হযরত ‘উসমান ইবন আফ্ফান (রা.) ও হযরত ‘উসমান ইবন মায‘উন (রা.) উদ্দেশ্য।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, এ আয়াতে করীমাটি হযরত ‘উসমান ও তাঁর কাফির গোলাম উসায়দ ইবন আবূল ‘আইস প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। উসায়দ

---

[২৫৬]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং ১০১, পৃ. ৬০৩।

[২৫৭]. সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৩।

[২৫৮]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ.১৯০।

[২৫৯]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা নাহল, আয়াত নং ৭৬, পৃ. ৪৯৯।

[২৬০]. সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৯।

ইসলামকে ঘৃণা করত, অন্যজনকেও ইসলামের প্রত্যেক ভাল কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করত।[২৬১]

৮. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

হযরত হার“ন ইবন ইয়াহইয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন হযরত ‘উসমান গণী (রা.)কে শহীদ করা হচ্ছে তখন রক্ত তাঁর দাঁড়ি মোবারকে প্রবাহিত হচ্ছে তখন যুবান মোবারক দিয়ে নিম্নোক্ত কুরআনে মজীদের বাণী পঠিত হচ্ছিল,

لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَکَ ـ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ

“কোন উপাস্য নেই তুমি ব্যতীত; পবিত্রতা তোমারই, নিশ্চয় আমার দ্বারা অশোভন কাজ সম্পাদিত হয়েছে”।[২৬২]

সাথে সাথে এই দু‘আও পাঠ করতেছিলেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَعْدِیْکَ وَ اَسْتَعِیْنُکَ عَلٰی جَمِیْعِ اُمُوْرِیْ وَاَسْئَلُکَ الصَّبْرَ عَلٰی بَلِیَّتِیْ

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর যুবান মোবারকে হযরত ‘উসমান (রা.)-এর প্রশংসা :

দরবারে রেসালতের বিশিষ্ট সাহাবী, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর খুবই প্রিয় আশেক্বে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ইসলামের মহান দাতা সৈয়্যদুনা ‘উসমান গণী যুননুরায়ন (রা.)-এর প্রশংসায় স্বয়ং নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম অনেক হাদীস শরীফ উলে-খ করেছেন, নিম্নে কয়েকটি উপস্থাপন করা হল-

হাদীস নং-১

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[২৬৩]

لِکُلِّ نَبِیٍّ رَفِیْقٌ فِی الْجَنَّةِ وَ رَفِیْقِیْ فِیْهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ

“প্রত্যেক নবীর জন্য জান্নাতে একজন বন্ধু থেকে, আর আমার বন্ধু হলেন ‘উসমান ইবন ‘আফ্ফান”।

হাদীস নং-২

---

[২৬১]. সানাউল-াহ পানী পথী : তাফসীরে মাযহারী, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্র.।

[২৬২]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং ৮৭, পৃ. ৬০৭।

[২৬৩]. ইমাম তিরমিযী : আল-জামি‘, খ. ২, পৃ. ২১০।

হযরত ইবন ‘উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এক ফিতনার বিবরণ দিয়ে বলেন,[২৬৪]

فَقَالَ يُقْتَلُ هٰذَا فِيْهَا مَظْلُوْمًا لِعُثْمَانَ

“নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘উসমান সম্পর্কে এরশাদ করেন, এই ‘উসমান বড় নির্মম, নির্যাতিত অবস্থায় শহীদ হবেন”।

এই হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোন ব্যক্তি কোথায় কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে বিষয়ে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর ইলম আছে। কি হচ্ছে, কি হবে, কি হয়েছে সব বিষয়ে আল-াহ তা‘আলা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন।

হাদীস নং-৩

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর কাছে এক জানাযা উপস্থিত হল, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ঐ ব্যক্তির জানাযার নামায পড়লেন না। তাঁকে এ বিষয়ে আরয করা হল, ইয়া রাসূলাল-াহ! আপনি কেন তাঁর জানাযার নামায পড়লেন না ? আপনি তো কারো জানাযার নামায ছেড়ে দেন না, তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ ফরমান,[২৬৫]

اِنَّهُ كَانَ يَبْغِضُ عُثْمَانَ فَابْغَضَهُ اللّٰهُ

“ঐ ব্যক্তি ‘উসমানের সাথে বিদ্বেষ রাখে তাই ঐ ব্যক্তির সাথে আল-াহ বিদ্বেষ রাখেন”।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আপন সাহাবীদের বির“ধিতাকারীদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন, হযরত ‘উসমানকে তিনি এত ভালবাসতেন যে, তাঁর বির“দ্ধবাদীর জানাযার নামায

---

[২৬৪]. ইমাম তিরমিযী : আল-জামি‘, খ. ২, পৃ. ২১২।

[২৬৫]. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১২।

পড়েননি। একথা সুস্পষ্ট যে, হযরত 'উসমান (রা.)-এর সাথে বিদ্বেষ রাখলে আল-াহর রহমত থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

বায়'আতে রিদ্বওয়ান :

৬ষ্ঠ হিজরীতে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ১৪০০ সঙ্গী-সাথী (সাহাবী) নিয়ে শুধুমাত্র 'উমরার উদ্দেশ্যে পবিত্র মদীনা তৈয়্যবা থেকে রওয়ানা হলেন। হুদায়বিয়া নামক স্থানে এসে তিনি থেমে গেলেন, কাফিরগণ এখানে তাঁদেরকে বাঁধা প্রদান করে। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম কোরাইশ নেতাদের সাথে আলাপ আলোচনার জন্য হযরত 'উসমান (রা.)কে মক্কা প্রেরণ করলেন। হযরত 'উসমান সেখানে পৌঁছে তাদেরকে বললেন, "আমাদের 'উমরা ও আল-াহর ঘর যিয়ারতই কেবল উদ্দেশ্য। যুদ্ধ-বিগ্রহ করার জন্য আমরা আসিনি"। কাফিররা বলল, এ বছর তোমাদের নবীকে মক্কায় আমরা আসতে দেব না। তবে ইচ্ছে করলে তুমি খানায় কা'বা তাওয়াফ করতে পার। হযরত 'উসমান (রা.) বললেন, ওহে মক্কার কোরাইশ এটা কখনো সম্ভব নয় যে, 'উসমান আপন রাসূল ব্যতীত আল-াহর ঘর তাওয়াফ করবে। এদিকে সাহাবীদের মাঝে একথা বলাবলি হচ্ছিল যে, হযরত 'উসমান কতই না সৌভাগ্যবান যে, তিনি খানায় কা'বা তাওয়াফ করার সুযোগ লাভ করবেন। তখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ ফরমান, "ওহে আমার সাহাবাগণ! তোমরা জেনে রেখ, 'উসমান আমাকে ছাড়া কখনো খানায় কা'বা তাওয়াফ করবেন না"।

হযরত 'উসমান কাফিরদের সাথে যুক্তি-তর্ক করতে করতে কিছুটা বিলম্ব হল, তখন সাহাবাদের মাঝে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পেতে লাগল। অবস্থা এমন হল যে, তাঁরা মনে করল হযরত 'উসমানকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। হযরত উসমানের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আপন সাহাবীদের জযবা দেখে একটি গাছের নিচে তাঁদের বায়'আত-শপথ গ্রহণ করলেন, এ বায়'আতে আল-াহ তা'আলা খুশী হওয়ায় একে "বায়'আতে রিদ্বওয়ান" বলা হয়।[২৬৬]

হাদীস নং-৪

---

[২৬৬]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৪-১৯৫।

এ বায়'আতের সময় হযরত 'উসমান (রা.) মক্কায় ছিলেন তাই নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আপন ডান হাত মোবারকের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, [২৬৭]

هٰذَا يَدُ عُثْمَانَ وَضَرَبَ بِهَا عَلٰى يَدِهٖ وَ قَالَ هٰذِهٖ لِعُثْمَانَ

"এটা 'উসমানের হাত, ঐ হাতকে দ্বিতীয় হাতের উপর মারলেন এবং বললেন, এটা 'উসমানের জন্য"।

এভাবে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম 'উসমানের পক্ষে বায়'আত গ্রহণ করলেন।

হাদীস নং-৫

উম্মুল মূ'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, [২৬৮]

يَا عُثْمَانُ اِنْ وَّلَّاكَ اللّٰهُ هٰذَالْاَمْرَ يَوْمًا ـ فَارَادَكَ الْمُنَافِقُوْنَ اَنْ تَخْلَعَ قَمِيْصُكَ الَّذِىْ قَمَّصَكَ اللّٰهُ فَلَا تَخْلَعْهُ (يَقُوْلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)

"ওহে 'উসমান যদি কোন দিন তোমার উপর এ দায়িত্ব (খেলাফত) অর্পিত হয়, তখন মুনাফিকগণ চেষ্টা করবে তোমার সে জামা খুলে ফেলার জন্য যে জামা আল-াহ তোমাকে পরিধান করিয়েছেন। তুমি তা কখনো খুলবে না। এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন।

হাদীস নং-৬

হযরত আবূ সা'ঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে রাতের শুর ু থেকে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ড় একথা বলতে দেখেছি, [২৬৯]

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ رَضِيْتُ عَنْ عُثْمَانَ فَارْضَ عَنْهُ

"ওহে আল-াহ ! আমি 'উসমানের উপর সন্ড়ুষ্ট, আপনিও তাঁর উপর সন্ড়ুষ্ট হয়ে যান"।

হাদীস নং-৭

---

[২৬৭]. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১২।

[২৬৮]. ইমাম ইবন মাজাহ : আস-সুনান, পৃ. ১১।

[২৬৯]. 'আল-ামা শিবলঞ্জী : নুর ুল আবসার, পৃ. ৭০।

‘আল-ামা শিবলঞ্জী (রহ.) ইমাম ত্বাবরানীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[২৭০] اَشَدُّ اُمَّتِیْ حَیَاءً عُثْمَانَ بْنُ عَفَّانَ “আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লজ্জাশীল হলেন হযরত ‘উসমান”।

হাদীস নং-৮

‘আল-ামা শিবলঞ্জী (রহ.) আবূ নু‘আইম ইস্পাহানীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[২৭১] عُثْمَانُ اَحْیٰ اُمَّتِیْ وَاَکْرَمُهَا “আমার উম্মতের মধ্যে ‘উসমান সবচেয়ে বেশী লজ্জাশীল ও সম্মানিত”।

হাদীস নং-৯

উম্মুল মূ’মিনীন হযরত ‘আয়িশা সিদ্দিক্বা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেনে,[২৭২] اَلَا اَسْتَحِیْ مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِیْ مِنْهُ الْمَلَائِکَةُ “সাবধান ! তুমি এমন ব্যক্তিকে লজ্জা কর যাঁকে ফিরিস্ড়রা লজ্জা করেন”।

হাদীস নং-১০

হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[২৭৩]

عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَلِیِّ فِی الدُّنْیَا وَ وَلِیِّ فِی الْاٰخِرَةِ “ ‘উসমান দুনিয়া এবং আখিরাতে আমার বন্ধু”।

হাদীস নং-১১

ইমাম ত্বাবরানী (রহ.) হযরত উম্মে ‘ইয়াস (রা.) থেকে বর্ণনা করছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[২৭৪] مَا زَوَّجْتُ عُثْمَانَ بِاُمِّ کُلْثُوْمٍ اِلَّا بِوَحْیِ فِی السَّمَاءِ

---

[২৭০]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।
[২৭১]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।
[২৭২]. ইবন হাজর মক্কী : আস-সাওয়ায়িকুল-মুহরিকা, পৃ. ১০৮।
[২৭৩]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।
[২৭৪]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

“আমি ‘উসমানের সাথে আমার শাহযাদী উম্মে কুলসুমের বিয়ে দিয়েছি আসমানের ওহীর অনুযায়ী”।

হাদীস নং-১২

আবূ মাহবূব ‘উক্বাহ ইবন ‘উক্বাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত ‘আলী (রা.)কে একথা বলতে শুনেছি যে, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[২৭৫]

لَوْ اَنَّ لِیْ اَرْبَعِیْنَ بِنْتًا لَزَوَّجْتُ عُثْمَانَ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ حَتّٰی لَاتَبْقٰی مِنْهُنَّ وَاحِدَةٍ

“যদি আমার চলি-শ জন কন্যা সন্তান হত, তাহলে একের পর এক আমি ‘উসমানের সাথে বিবাহ দিতাম, এমনকি আর একজনও অবশিষ্ট থাকত না”।

হাদীস নং-১৩

হযরত মুররা ইবন কা‘ব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম থেকে শুনেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ভবিষ্যতে সংঘটিত ফিতনা সমূহের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং বলছেন এগুলো খুবই সন্নিকটে। তখন এক ব্যক্তি চাদর দ্বারা মাথা আবৃত করে চলে যাচ্ছেন, তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে রহমতের রাসূল গায়বের খবর দিলেন, هٰذَا یَوْمَئِذٍ عَلَی الْهُدٰی “সেদিন এ ব্যক্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন”।

বর্ণনাকারী মুররা ইবন কা‘ব বলেন, আমি উঠে ঐ ব্যক্তির দিকে গেলাম দেখতে পেলাম উনি হযরত উসমান। আমি তাঁর চেহরা রাসূলের দিকে করলাম, তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বললেন, “হ্যাঁ ইনি”।[২৭৬]

প্রিয় নবীজী হযরত ‘উসমান (রা.)-এর সত্য-নিষ্ঠের স্বাক্ষী দিয়েছেন, ভবিষ্যতে ফিতনা সমূহের খবর দিয়েছেন, হযরত ‘উসমানের হক্বানিয়্যতের পক্ষে স্বাক্ষী

---

২৭৫. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

২৭৬. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১১; ইমাম ইবন মাজাহ : প্রাগুক্ত, পৃ. ১১ ; মিশকাত শরীফ, পৃ. ৫৫৪।

দিয়েছেন। ঈমানদারগণ ‘উসমান গণীর ধৈর্য্যশীলতা এবং আল-াহর উপর সন্তুষ্টি দেখে অবাক হবেন।

হাদীস নং-১৪

ইবন হাজর মক্কী (রহ.) ইবন ‘আসাকীরের সূত্রে বর্ণনা করছেন, হযরত ইবন ‘আব্বাস (রা.) এরশাদ করেছেন যে, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বলেছেন,[২৭৭]

لَيَدْخُلَنَّ بِشَفَاعَةِ عُثْمَانَ سَبْعُوْنَ اَلْفًا كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوْا النَّارَ ـ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حَسَابٍ

“হযরত ‘উসমান (রা.)-এর শাফা‘আতের মাধ্যমে সত্তর হাজার এমন লোক বেহেস্তে প্রবেশ করবেন যাদের জন্য দোযখ ওয়াজিব ছিল”।

হাদীস নং-১৫

হযরত ইবন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[২৭৮]

تُقْتَلُ وَاَنْتَ مَظْلُوْمٌ وَتَسْقُطُ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِكَ عَلٰى فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ

“ওহে ‘উসমান তোমাকে নির্যাতিত অবস্থায় শহীদ করা হবে, তোমার রক্তের ফোটা আল-াহর বাণী “ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ” এর উপর পড়বে”।

হাদীস নং-১৬

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, [২৭৯] يَا عُثْمَانُ اِنَّكَ سَتُبْلٰى بَعْدِىْ فَلَا تُقَاتِلَنَّ

“ওহে ‘উসমান আমার পরে তুমি অতিশীঘ্রই বিপদে নিপতিত হবে, অতঃপর তুমি তরবারী ধারণ কর না”।

হাদীস নং-১৭

---

[২৭৭]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

[২৭৮]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

[২৭৯]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, [২৮০] يَوْمَ يَمُوْتُ عُثْمَانُ يُصَلِّىْ عَلَيْهِ مَلَا ئِكَةَ السَّمَاءِ

“যখন ‘উসমান শহীদ হবেন তখন আসমানের ফিরিস্ড়রা তাঁর নামাযে জানাযা পড়বে”।

উপরোক্ত হাদীস সমূহের মাধ্যমে হযরত ‘উসমান গণী (রা.)-এর ভবিষ্যত কেমন যাবে তার বিবরণ জানা গেল, তিনি সত্যের উপর এবং হেদায়তের উপর অধিষ্ঠিত থাকবেন, কখনো বিচলতি হবেন না। সত্তর হাজার গুনাহগার মানুষ যাদের জন্য দোযখ সাব্যস্ড় হয়ে গিয়েছিল তারা তাঁর সুপারিশে বেহেস্ড়ে যাবেন। আর তাঁর শাহাদাত কুরআনের আয়াতের উপর হবে। তাঁর নামাযে জানাযায় ফিরিস্ড়রা অংশ গ্রহণ করবেন। এ সব কিছু নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আগাম বলে দিয়েছেন, সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, উম্মতের প্রতিটি কর্মের উপর তাঁর নযরদারী রয়েছে।

হাদীস নং-১৮

হযরত মুসলিম ইবন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, [২৮১]

شَبِيْهٌ بِاِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاِنَّ الْمَلَا ئِكَةَ لَتَسْتَحِىْ مِنْهُ

“হযরত ‘উসমান হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে সাদৃশ্য রাখেন, অবশ্যই ফিরিস্ড়গণ হযরত ‘উসমানকে লজ্জা করতেন”।

অর্থাৎ হযরত ‘উসমান গণী যুননুরায়ন সৈয়্যদুনা ইবরাহীম (আ.)-এর মত অধিক সুন্দর ছিলেন। আর ফিরিস্ড়গণ তাঁকে লজ্জা করেন। আর তারা কতই না বদনসীব যারা হযরত ‘উসমান (রা.)-এর বির“দ্ধে অস্ত্র ধরে।

হাদীস নং-১৯

---

[২৮০]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

[২৮১]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ.২০৩।

হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[২৮২] يَدْخُلُ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِّنْ اُمَّتِىْ الْجَنَّةَ مِثْلُ اَحَدِ الْحَيِّيْنِ رَبِيْعَةَ وَ مُضَرَ

"আমার উম্মতের এক ব্যক্তির সুপারিশে রবীয়া গোত্র এবং মুদ্বার গোত্রের জনসংখ্যার পরিমাণ মানুষ বেহেস্ড়ে প্রবেশ করবে"।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বলেন "এক ব্যক্তি" বলতে হযরত 'উসমান উদ্দেশ্য।

হাদীস নং-২০

ইমাম হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[২৮৩]

يَشْفَعُ عُثْمَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى مِثْلِ رَبِيْعَةَ وَ مُضَرَ

"হযরত 'উসমান (রা.) ক্বিয়ামতের দিন রবীয়া গোত্র ও মুদ্বার গোত্রের সমপরিমাণ মানুষকে সুপারিশ করবেন"।

উপরোক্ত হাদীস দু'টি বিশে-ষণে বুঝা যাচ্ছে, রবীয়া ও মুদ্বার গোত্রের সমপরিমাণ মানুষকে হযরত 'উসমান (রা.) ক্বিয়ামতের দিবসে সুপারিশ করবেন। উলে-খ্য যে, এ দু'গোত্রে অসংখ্য মানুষ পৃথিবীতে আছে।

হাদীস নং-২১

মাওলা 'আলী শেরে খোদা (রা.)কে হযরত 'উসমান (রা.) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন,[২৮৪] فَقَالَ ذَاكَ خَتَنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِبْنَتَيْهِ ضَمِنَ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ

"মাওলা 'আলী (রা.) বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর দুই শাহযাদীর স্বামী হওয়ার কারণে হযরত 'উসমান নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর জামাতা হয়েছেন। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম যামানত দিয়েছেন যে, 'উসমানের ঘর বেহেস্ড়ের মধ্যে আছে"।

হাদীস নং-২২

---

[২৮২]. ইমাম মুহিব ত্বাবারী : আর-রিয়াদুন নদ্বরা, খ. ২, পৃ. ৪০।

[২৮৩]. ইমাম মুহিব ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪০।

[২৮৪]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ.২০৫।

اَلنَّبِىُّ ﷺ مَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَنَزَلَ حَتّٰى قَالَ عُثْمَانَ فِى الْجَنَّةِ [২৮৫] হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত “নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম যখন মিম্বরে আরোহন করতেন অতঃপর অবতরণ করতেন তখন বলতেন, ‘উসমান জান্নাতী”।

হাদীস নং-২৩

হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন যালিম (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি সা‘ঈদ ইবন যীরের দিকে আসল এবং তাঁকে বলল, আমি ‘উসমানকে খুব ঘৃণা করি, হযরত সা‘ঈদ বললেন, اَبْغَضْتَ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ [২৮৬] “তুমি এমন এক ব্যক্তিকে ঘৃণা কর, যে জান্নাতী”।

হাদীস নং-২৪

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম মিম্বরে আরোহন করলেন, আল-াহ তা‘আলার স্তুতি ও প্রশংসা করলেন, অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) ও হযরত ‘উমর (রা.)কে কাছে ডেকে আন্ড়রিক মুহাব্বতের সাথে তাঁদের শান-মান বর্ণনা করলেন অতঃপর বললেন, ‘উসমান কোথায় ? হযরত ‘উসমান উঠলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল-াহ ! আমি এখানে আছি। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বললেন, আমার নিকটে আস, হযরত ‘উসমান তাঁর নিকটে গেলেন, তখন তিনি তাঁকে আপন সিনা মোবারকে লাগালেন, কপালে চুমু খেলেন, বর্ণনাকারী বলেন, আমরা দেখলাম নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর দু’চোখ মোবারক বেয়ে অশ্রু পড়ছে। তিনি হযরত ‘উসমানের হাত ধরে বললেন, ওহে মুসলিম মিল-াত ! [২৮৭]

هٰذَا شَيْخُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ ، هٰذَا الَّذِىْ اَمَرَنِىَ اللّٰهُ اَنْ اَتَّخِذَهُ سَنَدًا وَ خَتَنَ اِبْنَتَىَّ ـ وَلَوْ كَانَتْ عِنْدِىْ ثَالِثَةٌ لَزَوَّجْتُهَا اِيَّاهُ ـ هٰذَا الَّذِىْ اسْتَحْيَتْ مِنْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ ـ فَعَلٰى مُبْغِضِهٖ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَلَعْنَةُ اللّٰعِنِيْنَ ـ

---

[২৮৫]. ইমাম মুহিব ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫।
[২৮৬]. ইমাম মুহিব ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫।
[২৮৭]. ইমাম মুহিব ত্বাবারী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৯।

“ইনি হলেন মুহাজির ও আনসারদের শায়খ, আল-াহ তা‘আলা আমাকে হুকুম দিয়েছেন তাঁকে আমার সনদ ও দুই শাহযাদীর জামাতা বানানোর জন্য, যদি আমার তৃতীয় কোন মেয়ে থাকত তাকেও আমি অবশ্যই তাঁর সাথে বিয়ে দিতাম, ইনি সে ব্যক্তি যাকে আসমানের ফিরিস্ড়রাও লজ্জা করেন, আর তাঁর বিদ্বেষকারীদের উপর আল-াহর লা‘নত এবং লা‘নতকারীদের লা‘নত”।

উপরোক্ত হাদীস গুলো গবেষণা করলে হযরত ‘উসমান গণী যুননুরায়ন (রা.)-এর মর্যাদা-মাহত্ম, ফযীলত, ইসলামে তাঁর ত্যাগ, তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য, বিভিন্ন গুণাবলী ফুটে উঠেছে। সবচেয়ে বড় যে কথা সেটা হল তিনি একজন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবী। আল-াহ তাঁর উপর সন্ড়ুষ্ট হউন।

হযরত ‘উসমান গণী (রা.)-এর বদান্যতা :

হযরত ‘উসমান গণী যুননুরায়ন (রা.)-এর বদান্যতা ইসলামের ইতিহাসে খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি ধন দিয়ে ইসলামের সেবা করেছেন। তম্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি নিম্নরূপ-

হযরত ‘উসমান (রা.) চলি-শ হাজার দিরহাম দিয়ে বিরে রূউমা (রূউমা কূপ) ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেন।

বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি অস্ত্র-সস্ত্র ক্রয় করতে অগণিত ধন সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর খেলাফতকালে ইসলামী সাম্রাজ্যে দূর্ভিক্ষ দেখা দিলে সকলে চিন্ড়িত হয়ে পড়েন। লোকজন হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর নিকট এসে অভিযোগ করলেন যে, বৃষ্টিপাত হচ্ছে না দূর্ভিক্ষের কারণে মানুষ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ওহে খলীফাতুর রাসূল ! আপনি কিছু একটা কর্ন। খলীফা আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) বললেন, ঠিক আছে, যান ধৈর্য্য ধারণ কর্ন, আমি আশা করছি সন্ধ্যা হওয়ার আগে আল-াহ আমাদের মসীবত দূর করে দেবেন। যখন সন্ধ্যা হল তখন সংবাদ আসল যে, হযরত ‘উসমান (রা.)-এর কাফেলা ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচুর লাভ করে সকাল নাগাদ মদীনায় পৌঁছছে। সকাল যখন হল তখন জন সাধারণ কাফেলা দেখার জন্য সেখানে গেলেন, তারা দেখে তো চক্ষুস্থীর, আরে সুবহানাল-াহ ! এক হাজার উট, গম, তেল, শুকনো আংগুর আরো প্রভৃতি জিনিস নিয়ে হযরত ‘উসমান (রা.)-এর দরজায় বসে রয়েছে। যখন ব্যবসার সমস্ড় মাল গুদামে রাখা হল তখন ব্যবসায়ীরাও এসে হাযির। হযরত ‘উসমান (রা.) বললেন, আপনারা

কেন এসেছেন ? তারা বলল, আমরা আপনাকে দুই দিরহাম করে লাভ দেব আপনি আমাদের নিকট ঐ গুলো বিক্রি কর্ন। হযরত ‘উসমান (রা.) বললেন, আমার এর চেয়েও আরো বেশি লাভ হবে। ব্যবসায়ীরা বলতে লাগল, আমরা তিন দিরহাম, চার দিরহাম, পাঁচ দিরহাম করে লাভ দেব। তারা আরো বলল আমরাই মদীনার ব্যবসায়ী, আর আমরাই সর্ব প্রথম আপনার নিকট এসেছি।

হযরত ‘উসমান (রা.) এরশাদ করলেন, اِنَّ اللّٰهَ اَعْطَانِىْ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةً عِنْدَكُمْ زِيَادَةٌ “আমাকে আল-াহ তা‘আলা এক দিরহামের পরিবর্তে দশ দিরহাম লাভ দিয়েছেন”।

ওহে ব্যবসায়ীগণ ! কি এক দিরহামে দশ দিরহাম লাভ দিতে পারবে ? তারা বলল, এটাতো আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

তখন হযরত ‘উসমান গণী (রা.) বললেন, আমি আল-াহকে স্বাক্ষী রেখে বলছি,[২৮৮]

اِنِّىْ جَعَلْتُ مَا حَمَلَتْ هٰذِهِ الْعِيْرُ صَدَقَةً لِلّٰهِ عَلَى الْمَسَاكِيْنَ وَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ

“আমি এক হাজার উটের উপর ব্যবসার যে ধন-সম্পদ রয়েছে তা আল-াহর সন্ড়ুষ্টির জন্য মুসলিম ফকির-মিসকিনদের মাঝে সদকা করে দিলাম”।

ফলে ইসলামী সাম্রাজ্য থেকে দূর্ভিক্ষ চলে গেল। সুবাহানাল-াহ !

হযরত ‘উসমান গণী (রা.)-এর বদ দু‘আ :

মাওলানা আবদুর রব দেহলভী (রহ.) আবূ ক্বিলাবা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি বন্ধুদের সাথে সিরিয়ায় ছিলাম, আমি দেখলাম যে, এক ব্যক্তি হায় আগুন, হায় আগুন বলে বলে চিৎকার করছে। বর্ণনাকারী আবূ ক্বিলাবা বলেন, আমি ঐ দিকে গেলাম এবং দেখলাম এমন ব্যক্তিকে যার দু’হাত ও দু’পা কাটা আর দু’চোখও অন্ধ। আমি তাকে তার এ দুরাবস্থার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম, সে বলল, আমি ঐ ব্যক্তিদের অন্ড়র্ভূক্ত যারা হযরত ‘উসমান (রা.)-এর ঘর ঘেরাও করেছিল। আমি হযরত ‘উসমানের ঘরে ঢুকে গেলাম তাঁর বিবি আমাকে বাঁধা দিল, আমি তাঁকে ধাক্কা দিলাম ফলে হযরত ‘উসমান আমার জন্য বদ দু‘আ দিয়ে বললেন, আল-াহ তোমার দু’হাত ও

[২৮৮]. আল-ামা শিবলঞ্জী : নূর্ল আবসার, পৃ. ৭৩।

দু'পা কাটা কর"ক আরো তোমাকে অন্ধ কর"ক, তোমাকে দোযখে প্রবেশ করান, তাঁর বদ দু'আই আমার জন্য কাল হল, আজ আমার এ অবস্থা।[২৮৯]

মুখ কালো হওয়া :

হযরত 'আলী ইবন যায়দ ইবন হাদজান (রা.) হতে বর্ণিত,[২৯০] তিনি বলেন, হযরত সা'ঈদ ইবন মুসাইয়্যিব (রা.) বলেন, ঐ ব্যক্তির মুখের দিকে তাকাও, আমি তার মুখের দিকে তাকালাম, দেখলাম তার মুখ কালো, আমি حَسْبِيَ اللّٰهُ (আমার জন্য আল-াহই যথেষ্ট) এ বাক্য বললাম, আমি বললাম, তার কি হয়েছে? হযরত সা'ঈদ ইবন মুসাইয়্যিব (রা.) বললেন, এ ব্যক্তি হযরত 'উসমান (রা.) ও হযরত 'আলী (রা.)কে গালি দেয়। আমি তাকে নিষেধ করে ছিলাম কিন্তু সে নিষেধ শুনেনি। আমি আল-াহর দরবারে ফরিয়াদ করেছি ওহে আল-াহ যদি আপনার দরবারে হযরত 'উসমান ও হযরত 'আলীর কোন মর্যাদা থেকে থাকে তাহলে আপনি ঐ ব্যক্তিকে দুনিয়াবাসীর জন্য উপদেশ হাসিল করার নিদর্শন বানান, ফলে ঐ ব্যক্তির মুখ কালো হয়ে গেল।

জাহজা গিফারীর বেয়াদবী :

হযরত 'আবদুল-াহ ইবন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত,[২৯১] হযরত 'উসমান (রা.) খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় জাহজা গিফারী উঠে হযরত 'উসমানের হাত থেকে লাঠি ছিনিয়ে নিল। যা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর লাঠি মোবারক ছিল, অতঃপর তা ভেঙ্গে ফেলল। এক বছরও অতিবাহিত হয়নি তার পায়ে এমন এক রোগ হল যার কারণে সে মারা গেল।

হযরত 'উসমান গণী (রা.)-এর উপর দশটি ইহসান :

হযরত আবূ সাওর ফাহমী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,[২৯২] হযরত 'উসমান যখন ঘরবন্দী ছিলেন তখন আমি তার নিকট গিয়েছিলাম, তিনি আমাকে

---

[২৮৯]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ.২১৪, সূত্র : ইযালাতুল খোলাফা, ফেরদাউসে আসীয়া পৃ. ১৪২।

[২৯০]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ.২১৪,

[২৯১]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ.২১৫, সূত্র : জালালূদ্দীন সুয়ূত্বী : তারীখুল খোলাফা; ফেরদাউসে আসীয়া পৃ. ১৪২।

[২৯২]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ.২১৫,

বলেছিলেন, আল-াহ তা‘আলা আমার উপর দশটি ইহসান করেছেন। আমি ইসলাম গ্রহণের দিক দিয়ে চতুর্থ ব্যক্তি, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আমার সাথে তাঁর কন্যা রূক্বাইয়াকে বিয়ে দিয়েছেন, হযরত রূক্বাইয়া (রা.) ইনতিক্বাল করলে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম তাঁর কন্যা উম্মে কুলসুমের সাথে আমার বিয়ে দেন, সেদিন আমি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর হাত মোবারকে হাত রেখে বায়‘আত হয়েছি। সেদিন থেকে আমার ঐ হাত লজ্জাস্থানে রাখিনি, যেদিন থেকে আমি ঈমান এনেছি সেদিন থেকে প্রতি জুমায় গোলাম আযাদ করেছি, যে জুমায় পারিনি পরবর্তী জুমায় দু’জন গোলাম আযাদ করেছি। অদ্যবধি আমি দুই হাজার চারশ গোলাম আযাদ করেছি। জাহেলী যুগে ও ইসলামী যুগে আমি কখনো যিনা করিনি, কোন যুগে আমি চুরি করিনি, আমি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সামনে কুরআন মজীদ একত্রিত করেছি।

হযরত ‘উসমান (রা.)-এর শাহাদাত :

হযরত ‘উসমান (রা.)-এর নিকট মিসরীয়গণ তাদের গভর্ণর ‘আবদুল-াহ ইবন আবূ সারহ্ (রা.)-এর বির“দ্ধে অহরহ অভিযোগ প্রদান করলে খলীফা ‘উসমান গভর্ণরকে বহিষ্কার করে তদস্থলে হযরত মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা.)কে গভর্ণর নিয়োগ দিলেন, মিসরীয়রা যারা অভিযোগ নিয়ে মদীনায় এসেছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল সাতশ। খলীফার ও সিদ্ধান্েড় তারা শান্িড় হয়ে যায়। পরবর্তীতে হযরত মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা.) আপন বন্ধু ও সাথীদের নিয়ে মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, তাঁর সাথে কিছু মুহাজির ও আনসার সাহাবীও ছিলেন। কিছু দুর যাওয়ার পর তাঁরা দেখলেন যে, হযরত ‘উসমানের একজন গোলাম একটি চিঠি নিয়ে মিসরের গভর্ণর আবদুল-াহ ইবন সারহ্ (রা.)-এর নিকট যাচ্ছেন। হযরত মুহাম্মদ ইবন আবূ বকরের কাফেলা ঐ গোলামকে আঠক করলেন এবং তার থেকে চিঠি কেড়ে নেয়া হল, সে চিঠিতে লেখা ছিল যে, মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর ও তাঁর সাথীদের হত্যা করা হউক। এ চিঠি দেখে হযরত মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর ও তাঁর সাথীগণ মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসলেন এবং মদীনাবাসীদের এ চিঠি দেখালেন। ফলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। এমন পরিস্থিতি দেখে হযরত ‘আলী (রা.)

হযরত তালহা, হযরত যুবায়র, হযরত সা'দ ও হযরত 'আম্মার (রা.)দের সাথে নিয়ে হযরত 'উসমান (রা.)-এর নিকট তাশরীফ নিলেন, হযরত 'আলী হযরত 'উসমান (রা.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, এ গোলাম কি আপনার ? হযরত 'উসমান (রা.) বললেন, জী হাঁ। হযরত 'আলী (রা.) বললেন, এ উট কি আপনার ? হযরত 'উসমান (রা.) বললেন, জী হ্যাঁ। হযরত 'আলী (রা.) বললেন, এ চিঠি কি আপনি লেখেছেন ? হযরত 'উসমান আল-াহর শপথ নিয়ে বলেন, এ চিঠি আমি লেখিনি, আমি লেখার জন্য হুকুমও দেয়নি আর এ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞানও নেই। আর আমি এ গোলামকে মিসরও পাঠায়নি।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বুঝে গেলেন এ চিঠি মারওয়ান লিখিয়েছে। অতঃপর সকলে বললেন, মারওয়ানকে আমাদের হাওলা কর্ন। হযরত 'উসমান ভয় পেয়ে গেলেন, যদি মারওয়ানকে লোকের জিম্মায় দেয়া হয় তাহলে তারা তাকে হত্যা করে ফেলবে। তাই হযরত 'উসমান বলে দিলেন, মারওয়ানকে কারো জিম্মায় দেয়া হবে না। ফলে এক নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। লোকজন হযরত 'উসমানের ঘর ঘিরে ফেলল। আর পানি বন্ধ করে দিল।

হযরত 'উসমান আপন ঘর থেকে বাইরে দেখলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে কি 'আলী আছেন ? লোকেরা বলল, নেই। তিনি আবার বললেন, তোমাদের মধ্যে সা'দ আছে আছেন ? তারা বলল, নেই। তখন হযরত 'উসমান বললেন, اَلَا اَحَدٌ يَسْقِيْنَا مَاءً "আমাকে কি পানি পান করানে ওয়ালা কেউ নেই ?[২৯৩]

হযরত হাসান ও হোসাইন (রা.) হযরত 'উসমান (রা.)-এর দরজায় :

হযরত 'আলী (রা.) যখন হযরত 'উসমান (রা.)-এর পানি সম্পর্কে সংবাদ পেলেন, তখন তিনি তিন মশক পানি নিয়ে হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রা.)কে হযরত 'উসমানের নিকট প্রেরণ করলেন। ইমাম হাসান ও হোসাইন পানি নিয়ে হযরত 'উসমানের নিকট যেতে পারেননি পথি মধ্যে হাশেমী বংশীয় ও বণী উমাইয়া বংশীয় আযাদকৃত গোলাম হট্টগোলের মধ্যে আহত হলেন। অতঃপর হযরত 'আলীর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলো যে, অবরোধকারীগণ হযরত 'উসমানকে হত্যা করতে চায়। তখন তিনি তাঁর দুই

---

[২৯৩]. আল-ামা শিবলঞ্জী : নূর্ল আবসার, পৃ. ৭৪।

যুবক সন্ড়ান হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনকে এই বলে পাঠালেন,[২৯৪]

اِذْهَبَا بِسَيْفِكُمَا حَتّٰى تَقُوْمَ عَلٰى بَابِ عُثْمَانَ فَلَا تَدَعَا اَحَدًا يَصِلُ اِلَيْهِ

“তোমরা দু’জন আপন তরবারী নিয়ে যাও আর হযরত ‘উসমানের ঘরের দরজায় দাড়িয়ে যাও। কাউকেও সেখানে প্রবেশ করতে দিবে না”।

হযরত যুবায়র ও অপরাপর সাহাবী (রা.) আপন সন্ড়ানদেরকে হযরত ‘উসমানের পক্ষে পাঠিয়েছিলেন।

হযরত ইমাম হাসান (রা.) আহত হলেন :

যখন অবরোধকারীরা দেখল যে,[২৯৫] ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রা.) হযরত ‘উসমানের দরজায় দন্ডায়মান তখন তারা হযরত ইমাম হাসানের দিকে তীর নিক্ষেপ করতে শুর“ করল। ফলে হযরত ইমাম হাসান আহত হয়ে গেলেন। রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেলেন। একটি তীর মারওয়ানের গায়েও লেগেছিল যে ঘরের ভিতর ছিল। একই অবস্থা মুহাম্মদ ইবন ত্বালহা (রা.)ও। হযরত ‘আলীর আযাদকৃত গোলাম হযরত কম্বর (রা.)ও আহত হয়ে পড়লেন, লোকের মধ্যে এ আশংকা দেখা দিল যে, বণী হাশেমী যদি হযরত হাসানের আহত হওয়ার এ অবস্থা দেখে তাহলে তো ফিতনা আরো চরম আকার ধারণ করবে। পরে দেখা গেল কিছু লোক হযরত ‘উসমানের ঘরের দেওয়াল টপকে ভিতরে ঢুকে পড়ল। হযরত ‘উসমানের সাথীগণ ছাদে এবং দরজায় পাহারারত ছিলেন। ইত্যবসরে হযরত মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা.) ঘরে ঢুকে পড়লেন এবং হযরত ‘উসমান (রা.)-এর দাঁড়ি মোবারক ধরে ফেললেন, হযরত ‘উসমান বললেন, ওহে আমার ভাইপো তুমি আমার দাঁড়ি পাকড়াও করলে ? যা তোমার পিতার নিকট খুবই সম্মানিত ছিল। আর এ আন্দোলনে তোমার বাবা কখনো খুশী হতেন না।

মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা.) দাঁড়ি ছেড়ে দিলেন এবং বাইরে চলে আসলেন। এক বর্ণনায় রয়েছে হযরত মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা.) বাইরে আসার পর রূমান ইবন মারহান নামক এক ব্যক্তি প্রবেশ করল, যার চোখ নীল ছিল, যাকে

---

[২৯৪]. আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

[২৯৫]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ.২১৯।

একবার "হদ" (শাস্তি) দেয়া হয়েছিল। সে খলীফা 'উসমান (রা.)-এর সাথে খুব অসৌজন্য আচরণ করল এবং তরবারী মেরে তাঁকে শহীদ করে দিল।
অপর এক বর্ণনায় রয়েছে ইয়াসার ইবন 'ইয়াদ্ব আসলামী এবং সাওদান ইবন হামরান আপন তরবারীর আঘাতে তাঁকে শহীদ করে দেন। তখন খলীফা কুরআন শরীফ তেলাওয়াতরত অবস্থায় ছিলেন।

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

এই আয়াতে করীমার উপর খলীফার রক্ত মোবারক ছিটকা পড়ে ছিল।
অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, 'আমর ইবন হমক্ব খলীফা হযরত 'উসমান (রা.)-এর সিনা মোবারকে বসে গেল এবং তরবারী দিয়ে তাঁকে শহীদ করে দিল।
অপর এক বর্ণনায় রয়েছে এক মিসরী ব্যক্তি কৌশলে হযরত 'উসমানের ঘরে খোলা তরবারী নিয়ে ঢুকে পড়েছিল। সে শপথ করেছে আমি খলীফার নাক কেটে ফেলব। হযরত 'উসমানের বিবি হযরত নায়েলা ঐ মিসরীর মোকাবেলা করেছিলেন এবং তরবারী কেড়ে নিয়েছিলেন ফলে নায়েলা (রা.)-এর হাতের আংগুল কেটে গিয়েছিল। হযরত নায়েলা হযরত 'উসমানের গোলাম রেবাহ (রা.)কে বললেন, আমাকে সাহায্য কর এবং তাকে ঘর থেকে বের করে দাও। হযরত রেবাহ-এর হাতে হযরত 'উসমানের তরবারী ছিল। তিনি এক কোপেই মিসরীকে শেষ করে দিলেন।
কতেক ঐতিহাসিক মনে করেন, আসওয়াদ খলীফা 'উসমান (রা.)কে শহীদ করেছিল।
আবার কেউ কেউ মনে করেন, সাওদান ইবন রূমান মুরাদী খলীফাকে শহীদ করেছিল।[২৯৬] আল-াহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জনেন।

যখন হযরত 'আলী (রা.)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছল :

যখন হযরত 'উসমান (রা.)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ মাওলা 'আলী (রা.)-এর নিকট পৌঁছল তখন তাঁর দুই শাহযাদার নিকট প্রশ্ন করলেন,[২৯৭]

كَيْفَ قُتِلَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اَنْتُمَا عَلَى الْبَابِ

---

[২৯৬]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ.২২০।
[২৯৭]. আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

“তোমরা দু’জন দরজায় থাকা অবস্থায় আমীরুল মু’মিনীন শহীদ হলেন কিভাবে” ? وَرَفَعَ يَدَهُ فَلَطَمَ الْحَسَنَ وَضَرَبَ صَدْرَ الْحُسَيْنِ

“তিনি হাত তুললেন অতঃপর ইমাম হাসানকে লাথি মারলেন এবং ইমাম হোসাইনের সিনায় প্রহার করলেন”।

মুহাম্মদ ইবন ত্বালহা এবং ‘আবদুল-াহ ইবন যুবায়র (রা.)-এর উপর অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি রাগান্বিত হয়ে বের হয়ে রাস্তায় চলে গলেন। রাস্তার মধ্যে হযরত ত্বালহার সাক্ষাত লাভ করলেন, তিনি বললেন, ওহে আবুল হাসান (হযরত ‘আলীর উপনাম) কি ব্যাপার ? দুই শাহযাদাকে মারলেন কেন ? হযরত ‘আলীর ধারণায় হযরত ত্বালহা হযরত ‘উসমান হত্যায় সাহায্যকারী, রাস্তা ছেড়ে দাও, তুমি এরূপ এরূপ করেছ খুবই কঠোর ভাষা বললেন। হযরত ‘উসমান বদরী সাহাবী, কোন দোষ ছাড়াই তাঁকে শহীদ করে দেয় হল। হযরত ত্বালহা (রা.) বললেন, لَوْ دَفَعَ مَرْوَانَ لَمْ يُقْتَلْ “যদি মারওয়ানকে লোকের জিম্মায় দিয়ে দিতেন তাহলে তিনি শহীদ হতেন না”।

হযরত ‘আলী (রা.) বললেন, لَوْ اُخْرِجَ اِلَيْكُمْ مَرْوَانُ وَقُتِلَ قَبْلَ اَنْ تُثْبَتَ عَلَيْهِ حُكُوْمَةٌ

“যদি মারওয়ানকে তোমাদের জিম্মায় দিয়ে দেয়া হত তাহলে কোন প্রমাণ ছাড়াই তাকে হত্যা করা হত”।

হযরত ‘আলী এ কথা বলে ঘরে ফিরে গেলেন।

‘আল-ামা ইবন হাজর মক্কী (রহ.) বলেন,[২৯৮] মাওলা ‘আলী রাগান্বিত অবস্থায় ঘরে গেলেন, লোকেরা দৌড়তে দৌড়তে হযরত ‘আলী (রা.)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আপনি হাত বাড়ান, আমরা বায়‘আত হব। একজন আমীর নির্বাচিত হওয়া এখন খুবই প্রয়োজন। হযরত ‘আলী বললেন, এ কাজ তোমাদের নয়, এটা বদরী সাহাবীদের কাজ, যার উপর বদরী সাহাবীগণ সন্তুষ্ট হবেন তিনিই খলীফা নির্বাচিত হবেন।

সমস্ত বদরী সাহাবী হযরত ‘আলীর নিকট আসলেন এবং বললেন, এই সময়ে আপনি ব্যতীত কেউ খেলাফতের জন্য উপযুক্ত নন, সুতরাং আপনি হাত দেন, আমরা বায়‘আত হব। ফলে সবাই হযরত ‘আলীর নিকট এসে বায়‘আত গ্রহণ করলেন। মারওয়ান এবং তার ছেলে পলায়ন করল।

---

[২৯৮]. আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিক্বা, পৃ. ১১৮।

খলীফা নির্বাচিত হয়ে তিনি হযরত 'উসমান (রা.)-এর বিবি নায়েলা (রা.)-এর নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত 'উসমানকে কে হত্যা করেছে ? নায়েলা (রা.) বলতে লাগলেন, আমি জানি না। দুই জন ব্যক্তি হযরত 'উসমানের নিকট এসেছিল তাদের সাথে হযরত মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর ছিলেন। হযরত 'আলী (রা.) হযরত মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা.)কে ডেকে পাঠালেন এবং হযরত নায়েলা যা বলেছেন সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা.) বললেন,[২৯৯]

لَمْ تَكْذِبْ قَدْ وَاللّٰهِ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَاَنَا اُرِيْدُ قَتْلَهُ فَذَكَرَنِىْ اَبِىْ فَقُمْتُ عَنْهُ وَاَنَا تَائِبٌ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَاللّٰهِ مَا قَتَلْتُهُ وَلَامَسَكْتُهُ

"হযরত নায়েলা মিথ্যা বলেননি, আল-াহর শপথ ! আমি তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেছিলাম, কিন্তু তিনি যখন আমার বাবার কথা স্মরণ করলেন তখন তাঁর নিকট থেকে আমি উঠে আসি এবং আমার কৃতকর্মের জন্য আল-াহর দরবারে তাওবা করি। আমি তাঁকে হত্যাও করিনি আর হত্যার সময় তাঁকে পাকড়াও করিনি। হযরত নায়েলা (রা.) বলেন, صَدَقَ وَلٰكِنَّهُ اَدْخَلَهُمَا "তিনি সত্য বলেছেন, তবে তিনি তাদেরকে নিয়ে এসেছেন"।

হযরত 'আবদুস সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত 'উসমান (রা.)কে সালাম করার উদ্দেশ্যে তাঁর ঘরে গেলাম, যখন তিনি অবর"দ্ধ ছিলেন, তিনি আমাকে বললেন, স্বাগতম ওহে আমার ভাই। আমি তাঁকে বললাম, ওহে আমীর"ল মু'মিনীন ! আমি যদি আপনার স্থলে শহীদ হয়ে যেতাম অনেক খুশী লাগতো। আমির"ল মু'মিনীন আমাকে বললেন, "আমি আজ রাত নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে খুব খুশী অবস্থায় দেখেছি। তিনি এরশাদ ফরমান, ওহে 'উসমান জনগণ তোমাকে অবর"দ্ধ করেছে, জনগণ তোমাকে পিপাসার্ত রেখেছে, আমি বললাম জী হ্যাঁ, অতঃপর তিনি বালতি তুললেন, আমি পানি পান করেছি। এর ঠান্ডা এখনো আমার জিহ্বায় অনুভূত হচ্ছে। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বললেন,[৩০০]

---

[২৯৯]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

[৩০০]. আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

اِنْ شِئْتَ اَفْطَرْتَ عِنْدَنَا وَ اِنْ شِئْتَ نَصَرْتُ عَلَيْهِمْ فَاخْتَرْتُ الْفِطْرَ

“তুমি ইচ্ছে করলে আমার সাথে ইফতার করতে পার, আর তুমি চাইলে আমি তোমাকে তাদের বির“দ্ধে সাহায্য করতে পারি, আমি ইফতার করা পছন্দ করলাম”।

হযরত ইমাম হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত ‘উসমান ইবন আফফান (রা.)-এর দাফনের সময় উপস্থিত ছিলাম, তাঁর কাপনের কাপড় রক্তে রঙিন হয়ে গিয়েছিল, তাঁকে গোসল দেয়া হয়নি, তাঁর জানাযায় ফিরিস্ড়া শরীক হয়েছিল।[৩০১]

হযরত ‘উসমান (রা.) যিলহজ্ব মাসের সতের তারিখ রোজ জুমাবার আসরের সময় শহীদ হয়েছেন। তাঁর খিলাফতকাল ছিল একদিন কম বার বছর। চলি-শ দিন পর্যন্ড় অবোর“দ্ধ ছিলেন। হযরত জুবায়র ইবন মুত্ইম (রা.) জানাযার নামায পড়ায়েছেন। জান্নাতুল বক্বীর ‘হাশ্পা কাউকাব’ নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৩০২]

হযরত ‘উসমান গণী (রা.)-এর বিবিগণ :

হযরত ‘উসমান গণী যুননুরায়ন (রা.) সারা জীবনে নয়জন স্ত্রীর সান্বিধ্য লাভ করেছেন, তাঁরা হলেন,

১. উম্মে ‘আমর বিনতে জুনদব
২. ফাতিমা বিনতে ওয়ালীদ মাখযুমীয়া
৩. সৈয়্যদা র“ক্বাইয়্যা বিনতে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম
৪. সৈয়্যদা উম্মে কুলসুম বিনতে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম
৫. ফাতিমা বিনতে গাযওয়ান
৬. মুলায়কা
৭. রামেলা
৮. নায়েলা (রাদ্বি আল-াহু ‘আনহুমা)
৯. জনৈক মহিলা

---

[৩০১]. আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

[৩০২]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ.২২৪-২২৫।

তাঁর ছেলে সন্ড়ান :

হযরত 'উসমান (রা.)-এর আটজন ছেলে সন্ড়ান ছিলেন, যথা-

১. হযরত 'আবদুল-াহ আকবর
২. হযরত 'আবদুল-াহ আসগর
৩. হযরত আবান
৪. হযরত খালেদ
৫. হযরত 'উমর
৬. হযরত সা'ঈদ
৭. হযরত ওয়ালীদ
৮. হযরত 'আবদুল মালিক (রাদ্বি আল-াহু 'আনহুম)

তাঁর কন্যা সন্ড়ান :

হযরত 'উসমান (রা.)-এর আটজন কন্যা সন্ড়ান ছিলেন, যথা-

১. মরইয়ম আল-কুবরা
২. 'আয়িশা
৩. উম্মে আবান
৪. উম্মে 'উমর
৫. মরইয়ম আল-সুগরা
৬. উম্মে সা'ঈদ
৭. উম্মুল বনীন
৮. উম্মে আইয়ুব (রাদ্বি আল-াহু 'আনহুমা)[৩০৩]

সালাম

درِ منثورِ قرآن کی سلک بہی ☆ زوجِ دونورِ عفّت پہ لاکھوں سلام
یعنی عثمان، صاحبِ قمیصِ ھدیٰ ☆ حُلّہ پوشِ شہادت پہ لاکھوں سلام

---

৩০৩. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ.২২৫-২২৬।

- আ‘লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ.)

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামের চতুর্থ খলীফা আমীরুল মু’মিনীন মাওলা ‘আলী শেরে খোদা (রা.)-এর ফদ্বীলত ও মর্যাদা

আল-াহ তা‘আলা হযরত মাওলা ‘আলী শেরে খোদা (রা.)-এর শানে বলেন,

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا

“তারা আপন মান্নত সমূহ পূর্ণ করে এবং ঐদিনকে ভয় করে যে দিনের কঠিন অবস্থা সর্বব্যাপী”।

[সূরা দাহর, আয়াত নং-০৭]

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত মাওলা ‘আলী শেরে খোদা (রা.)-এর শানে বলেন,

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ

“আমি যার মাওলা ‘আলীও তার মাওলা”

[ইমাম তিরমিযী (রহ.) : আল জামে‘, খ. ২, পৃ. ২১২]

আমীর-ল মু’মিনীন মাওলা ‘আলী শেরে খোদা (রা.) :

শাহান শাহে বেলায়ত, দরইয়ায়ে সাখাওয়াত, দস্ড় কুদরত, সাহেবে কারামত, মাওলায়ে কায়েনাত আসদুল-াহিল গালিব, হায়দারে কারার, আমির-ল মু’মিনীন, ইমামুল মুসলিমীন, খলীফাতুর রাসূল, ইমামুল বারারাহ, কাতিলুল ফাজারাহ, ওযানীউল-াহ, ইমামুল আওলিয়া, সাইয়্যিদুল আরব, মুরদ্বুতা, হযরত ‘আলী ইবন আবূ তালিব হস্ড়ী বছরের তিন বছর পর রজব মাসের ১৩ তারিখ মক্কা মুকাররমায় জন্ম গ্রহণ করেন।

তাঁর উপনাম আবূল হাসান ও আবূত তুরাব। আবূত তুরাব উপনামটি তাঁর খুবই প্রিয়। যেহেতু এ নামে তাঁকে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ডেকেছেন।

আবূত তুরাব নামে ডাকার কারণ :

একদা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম মা ফাতিমার ঘরে তাশরীফ নিয়ে যান, হযরত ‘আলীকে ঘরে না পেয়ে মা ফাতিমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘আলী কোথায় ? তখন মা ফাতিমা বললেন, আমার সাথে হযরত ‘আলীর সামান্য বাড়াবাড়ী হয়েছে, সে জন্য তিনি নারায হয়ে চলে গেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বের হলেন, এক ব্যক্তিকে বললেন, ‘আলী

কোথায় ? দেখোত, ঐ ব্যক্তি দেখে আসলেন এবং বললেন, يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ فِىْ الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ “ইয়া রাসূলাল-াহ ! তিনি মসজীদে শুয়ে আছেন”।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম মসজীদে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং দেখলেন হযরত ‘আলী মসজীদের মাটিতে শুয়ে আছেন, তাঁর শরীরে মাটি লেগে গেছে, প্রিয় নবীজী তাঁর শরীরের মাটি পরিস্কার করতে করতে বললেন,[৩০৪] قُمْ اَبَا التُّرَابِ قُمْ اَبَا التُّرَابِ

“দাঁড়াও ওহে মাটি ওয়ালা, দাঁড়াও ওহে মাটি ওয়ালা”।

ইমাম বুখারী (রা.) সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেন[৩০৫]

اِجْلِسْ يَا اَبَا التُّرَابِ اِجْلِسْ يَا اَبَا التُّرَابِ

“উঠে বস ওহে মাটি ওয়ালা, উঠে বস ওহে মাটি ওয়ালা”।

হযরত ‘আলী (রা.)-এর অপর একটি উপাধী :

হযরত ‘আলী (রা.)-এর অপর একটি উপাধী হল كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهٗ “আল-াহ তাঁর মুখ মন্ডল সম্মানিত করুন”।

‘আল-ামা মুহাম্মদ ইবন ‘আলী আস-সাব্বান (রহ.) রচিত,

اِسْكَافُ الرَّاغِبِيْنَ فِىْ سِيْرَةِ الْمُصْطَفٰى وَ فَضَائِلِ اَهْلِ بَيْتِ الطَّاهِرِيْنَ

“ইসকাফুর রাগিবীন ফী সীরাতিল মুসত্বাফা ওয়া ফাদ্বাইলি আহলি বায়তিত্ব ত্বাহিরীন”। যা ‘রিসালাতুস সাব্বান’ নামে প্রসিদ্ধ (যা মূলত: ‘আল-ামা সৈয়্যদ মূমিন শিবলঞ্জী (রহ.) লেখিত ‘নুরুল আবসার’ গ্রন্থের পাদটীকা বিশেষ) কিতাবে হযরত ইবন সা‘দ (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত হাসান ইবন যায়দ ইবন হাসান (রা.) এরশাদ করেছেন,[৩০৬]

لَمْ يَعْبُدْ عَلِىٌّ نِ الْاَوْثَانَ قَطٌّ

হযরত ‘আলী কখনো মূর্তি পূজা করেননি, সে কারণে তাঁর শানে

---

[৩০৪]. ইমাম মুসলিম : আল-জামি‘ আস-সহীহ, বাবু ফাদ্বাইলি ‘আলী ইবন আবি তালিব, হাদীস নং-২৪০৯।

[৩০৫]. ইমাম বুখারী : আল-জামি‘ আস-সহীহ, মানাকিবে ‘আলী, হাদীস নং-৩৭০৩।

[৩০৬]. মুহাম্মদ ইবন ‘আলী আস-সাব্বান : রিসালাতুস সাব্বান, পৃ. ১৪৯; ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ (আল-াহ তাঁর মুখ মুন্ডল সম্মানিত কর“ন) দু‘আটি বলা হয়।

হযরত ‘আলী (রা.)-এর জন্ম :

হযরত ‘আব্বাস ইবন ‘আবদুল মুত্তালিব (রা.) বনী ‘আবদুল ‘উয্য গোত্রের কয়েক ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে কা‘বা ঘরে আসলেন, হযরত ‘আলীর মা ফাতিমা বিনতে আসাদও কা‘বা ঘরে আসলেন, হযরত ‘আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত ‘আলীর মা কা‘বা ঘর তাওয়াফ করা আরম্ভ করলেন, চতুর্থ চক্কর দেয়ার শক্তি হারিয়ে ফেললেন, তখন তিনি আল-াহর ঘরের দরজা শক্ত করে ধরলেন এবং বললেন, ওহে কা‘বার প্রভু ! এ প্রসবকে আমার জন্য সহজ কর“ন। এ দু‘আ করে তিনি কা‘বা ঘরে ঢুকে গেলেন, তিনি আমাদের চোক্ষের আড়ালে চলে গেলেন। চারদিন পর তিনি হযরত ‘আলীকে কোলে নিয়ে কা‘বা ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।[৩০৭]

‘আলী নামকরণ :

যখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘আলীর জন্মের শুভ সংবাদ পেলেন, তিনি চাচার ঘরে আসলেন এবং বললেন, ওহে চাচা-চাচী, তাঁর কি নাম রেখেছেন। হযরত আবূ তালিব বললেন, তাঁর মা নাম রেখেছেন আসাদ। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বললেন, তাঁর নাম ‘আলী রাখুন। যিনি উচ্চ মর্যাদা ও সাহসী হওয়ার সংবাদ দেবেন।

হযরত ‘আলীর মা বলেন, খোদার কসম ! অদৃশ্য থেকে এ নাম আমাকে বলা হয়েছিল। কিন্তু আমি গোপন করেছিলাম।[৩০৮]

আল-াহ তা‘আলার ভাষায় হযরত ‘আলী (রা.)-এর প্রশংসা :

হযরত ‘আলী (রা.) এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব যাঁর চেহরা দেখা ইবাদত। যাঁর মুহাব্বত রাখা মু’মিনদের আলামত, বিদ্বেষ রাখা মুনাফিকের লক্ষণ। যাঁর ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে স্বয়ং আল-াহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম অনেক বর্ণনা দিয়েছেন।

---

[৩০৭]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ.২৩১-২৩২।

[৩০৮]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ.২৩২।

‘আল-ামা মুহাম্মদ ইবন ‘আলী আস-সাব্বান (রহ.) ইবন আসাকিরের সূত্রে হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,

مَا نَزَلَ فِى اَحَدٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَا نَزَلَ فِىْ عَلِيٍّ

“যত আয়াত করীমা আল-াহর কিতাবের মধ্যে হযরত ‘আলীর শানে অবতীর্ণ হয়েছে অন্য কারো শানে এত আয়াত অবতীর্ণ হয়নি।[৩০৯]

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) আরো বলেন,

نَزَلَ فِىْ عَلِيٍّ ثَلَاثُ مِائَةِ اٰيَةٍ

“হযরত ‘আলীর শানে তিনশত আয়াত করীমা অবতীর্ণ হয়েছে”।

ইমাম ত্বাবরানী (রহ.) ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,

كَانَتْ لِعَلِيٍّ ثَمَانَ عَشَرَةَ مَنْقَبًا مَا كَانَتْ لِاَحَدٍ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ

“হযরত আলীর জন্য আঠারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এ উম্মতের আর কারো নেই”।

হযরত ‘আলী (রা.)-এর শানে আল-াহ তা‘আলা অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, তম্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

১. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

মহান আল-াহ তা‘আলা হযরত ‘আলী (রা.)-এর শানে এরশাদ করেন,

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا

“তারা আপন মান্নত সমূহ পূর্ণ করে এবং ঐদিনকে ভয় করে যে দিনের কঠিন অবস্থা সর্বব্যাপী”।[৩১০]

নযর বা মান্নতের বিবরণ :

‘মান্নত’ হচ্ছে যে কাজ মানুষের উপর অপরিহার্য (ওয়াজিব) নয়, তা যে কোন শর্তের ভিত্তিতে নিজের উপর ওয়াজিব করে নেয়া। যেমন-এমন বলা “যদি আমার রোগীটা আরোগ্য লাভ করে, অথবা আমার মুসাফির নিরাপদে ফিরে

---

[৩০৯]. মুহাম্মদ ইবন ‘আলী আস-সাব্বান : রিসালাতুস সাব্বান, পৃ. ১৬১।

[৩১০]. আ‘লা হযরত : কানযুল ঈমান, (বঙ্গানুবাদ : আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান) সূরা দাহর, আয়াত নং ৭, পৃ. ১০৪৬।

আসে, তবে আমি আল-াহর পথে এ পরিমাণ সাদক্বাহ দেবো অথবা এত রাক‘আত নামায পড়ব”। এ মান্নত পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।[৩১১]

উক্ত আয়াতে ‘আলী (রা.)-এর শান বর্ণনা করা হয়েছে।

২. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

মহান আল-াহ তা‘আলা এরশাদ করেছেন,

وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا

“এবং আহার করায় তাঁর ভালবাসার উপর মিসকিন, এতীম ও বন্দীকে”।[৩১২]

৩. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

মহান আল-াহ তা‘আলা বলেন,

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا

“তাদেরকে বলে, ‘আমরা একমাত্র আল-াহরই সন্তুষ্টির জন্য তোমাদেরকে আহার্য প্রদান করছি, তোমাদের নিকট থেকে কোন বিনিময় কিংবা কৃতজ্ঞতা চাই না”।[৩১৩]

শানে নুযুল :

একদিন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘আলী (রা.)-এর ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রা.)কে অসুস্থ্য দেখতে পেলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘আলী ও মা ফাতিমাকে বললেন, কিছু মান্নত করার জন্য যাতে হাসান হোসাইন আরোগ্য লাভ করেন, তাঁরা তিনটি রোযা রাখার মান্নত করলেন। আল-াহ রাব্বুল ‘আলামীন হাসান হোসাইনকে আরোগ্য দান করলেন, মান্নত অনুযায়ী হযরত ‘আলী, মা ফাতিমা ও তাঁদের খাদেমা বিবি ফিদ্দা (রা.) রোযা রাখলেন। ইফতারের সময় ঘনিয়ে এসেছে, এমন সময় এক ফকীর দরজায় আসলেন। ফকীর বললেন, আমি একজন মুসলমান ফকীর আমাকে র“টি দান কর“ন। ঐ ফকীরের চাওয়াতে তাঁরা ইফতারীর জন্য যা পাকিয়েছিলেন তা

---

৩১১. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : খাযাইনুল ইরফান, পৃ. ১০৪৬ (কানযুল ঈমানের সাথে সংযুক্ত)

৩১২. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা দাহর, আয়াত নং ৮, পৃ. ১০৪৬।

৩১৩. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা দাহর, আয়াত নং ৯, পৃ. ১০৪৬।

সব তাঁকে দান করে দিলেন এবং তাঁরা শুধু পানি দিয়ে ইফতার করলেন। দ্বিতীয় দিন রোযা রাখলেন, ইফতারের সময় হলে এক এতীম এসে রুটির জন্য হাত বাড়ালেন, তাঁরা সব ইফতারী এতীমকে দিয়ে দিলেন। তৃতীয় দিন রোযা রাখলেন, ইফতারের সময় হলে এক বন্ধী আসলেন, রুটির জন্য প্রার্থনা করলেন, ইফতারের জন্য তৈরীকৃত সব খাবার তাঁকে দান করে দিলেন। সুবহানাল-াহ ! তাঁদের এমন বদান্যতার জন্য আল-াহ তা‘আলা উক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেছেন।[৩১৪]

৪. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

মহান আল-াহ তা‘আলা বলেন,

وَجَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا

“এবং তাদের ধৈর্যের উপর তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোষাক পুরস্কাররূপে দান করেছেন”।[৩১৫]

৫. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

আল-াহ তা‘আলা এরশাদ করেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً

“হে ঈমানদারগণ ! যখন তোমরা রাসূলের নিকট কোন কথা গোপনে আরয করতে চাও, তবে আপন আরয করার পূর্বে কিছু সাদক্বাহ প্রদান করো”।[৩১৬]

শানে নুযুল :

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর মহান দরবারে যখন ধনীরা তাঁদের আবেদন-নিবেদন ইত্যাদির পরম্পরাকে দীর্ঘায়িত করতে লাগলেন এবং অবস্থা এ রূপ হল যে, গরীবরা তাঁদের আবেদন পেশ করার সুযোগ কম পাচ্ছিলেন, তখন আবেদনকারীদের আবেদন পেশ করার পূর্বে সাদ্‌ক্বাহ প্রদানের নির্দেশ দেয়া হল। এ নির্দেশ কেবল হযরত

---

৩১৪. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : খাযাইনুল ইরফান, পৃ. ১০৪৭; পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২।

৩১৫. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা দাহর, আয়াত নং ১২, পৃ. ১০৪৭।

৩১৬. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা মুজাদালাহ, আয়াত নং ১২, পৃ. ৯৭৮।

‘আলীই (রা.) পালন করেছিলেন। তিনি একটা দিনার সাদ্‌ক্বাহ রূপে পেশ করে দশটা মাসআলার সামাধান জেনে নিলেন।

১. হযরত ‘আলী (রা.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল-াহ ! সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম, وَفَاءٌ (ওয়াফা) বা প্রতিজ্ঞা রক্ষা কি ? উত্তরে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করলেন, “তাওহীদ বা আল-াহর একত্বের সাক্ষ্য দেয়া”।
২. আরয করলে, “ফ্যাসাদ কি ?” এরশাদ করলেন, “কুফুর ও শিরক”।
৩. আরয করলেন, “হক্ব কি ?” এরশাদ করলেন, ইসলাম, কুরআন ও বেলায়ত, যখন তুমি অর্জন কর”।
৪. আরয করলেন, “হীলাহ কি? অর্থাৎ বাঁচার পথ বের করা বা তদবীর কি?” এরশাদ করলেন, হীলাহ্ বা বাঁচার বাহানা তালাশ বর্জন করাই”।
৫. আরয করেলন, “আমার উপর আবশ্যকীয় কি ?” এরশাদ করলেন, “আল-াহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য”।
৬. আরয করলেন, “আল-াহ তা‘আলার দরবারে কিভাবে প্রার্থনা করব?” এরশাদ করলেন, সততা ও দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে”।
৭. আরয করলেন, “কি প্রার্থনা করব ?” এরশাদ করলেন, “পরকালের শুভপরিণতি”।
৮. আরয করলেন, “স্বীয় মুক্তির জন্য কি করব?” এরশাদ করলেন, “হালাল খাও এবং সত্য বল”।
৯. আরয করলেন, “আনন্দ কি ?” এরশাদ করলেন, “জান্নাত” এবং
১০. আরয করলেন, “পরম শান্ড়ি কি?” এরশাদ করলেন, “আল-াহ তা‘আলার সাক্ষাত”।

যখন হযরত ‘আলী (রা.) এসব প্রশ্নের জবাব অর্জন করে অবসর হলেন, তখনই এ নির্দেশ (সাদক্বাহ প্রদানের) রহিত হয়ে গেল। আর র–খসাত অবতীর্ণ হল অর্থাৎ সাদ্‌ক্বাহ প্রদানের ইখতিয়ার দেয়া হল। হযরত ‘আলী (রা.) ব্যতীত অন্য কেউ এ নির্দেশ পালনের সুযোগই পাননি।[৩১৭]

---

[৩১৭]. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭৯; সূত্র মাদারিক ও খাযিন।

৬. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

আল-াহ তা‘আলা এরশাদ করেন,

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ

“তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ এবং মসজিদে হারামের খেদমতকে তারই সমান স্থীর করেছ, যে আল-াহ ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান এনেছে ও আল-াহর পথে জিহাদ করেছে? তারা আল-াহর নিকট সমান নয়”।[৩১৮]

শানে নুযুল :

‘আরিফ বিল-াহ ক্বাদ্বী সানাউল-াহ পানিপথী (রহ.) ইমাম বাগভী (রহ.), ইবন জরীর ত্বাবারী (রহ.)-এর সূত্রে লেখেন যে, হযরত ‘আলী, হযরত ‘আব্বাস, হযরত ত্বালহা ইবন শায়বা (রা.) নিজেদের মধ্যে গর্ববোধ করলেন, হযরত ত্বালহা (রা.) বলেন, اَنَا صَاحِبُ الْبَيْتِ وَ مِفْتَاحُهٗ بِيَدِىْ

“আমি আল-াহর ঘর খানায়ে কা‘বার মুতাওয়াল-ী, ইহার চাবী আমার হাতে”। যদি আমি ইচ্ছা করি তাহলে এতে আমি প্রবেশ করতে পারি।

হযরত ‘আব্বাস (রা.) বলেন, اَنَا صَاحِبُ السِّقَايَةِ وَ الْقَائِمُ عَلَيْهَا

“আমি যমযম এর মুতাওয়াল-ী এবং এর পরিচালকও আমি”।

হযরত ‘আলী (রা.) বলেন, আমি তেমন কিছু নই তবে মানুষের চেয়ে ছয় মাস/ছয় বছর পূর্বে নামায আদায় করেছি আমি।

وَ اَنَا صَاحِبُ الْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ “আর আমি আল-াহর পথে জিহাদকারী”।

একথার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত আল-াহ তা‘আলা অবতীর্ণ করেন এবং হযরত ‘আলীর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেন।[৩১৯]

৭. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

আল-াহ তা‘আলা এরশাদ করেন,

اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

---

[৩১৮]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা তাওবা, আয়াত নং ১৯, পৃ. ৩৫০।

[৩১৯]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭; তাফসীরে মাযহারী, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্র.।

“আপনি তো সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শক”।[৩২০]
‘আল-াম সৈয়্যদ মু’মিন শিবলঞ্জী (রহ.) বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৩২১]

اَنَا الْمُنْذِرُ وَ عَلِيٌّ نِ الْهَادِئُ وَ بِکَ يَا عَلِيٌّ يَهْتَدِئُ الْمُهْتَدُوْنَ

“আমি দোযখের ভয় প্রদর্শনকারী আর ‘আলী পথ প্রদর্শনকারী, ওহে ‘আলী তোমার কারণে মানুষ হেদায়ত লাভ করবেন।

৮. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

আল-াহ তা‘আলা এরশাদ করেন,

سَاَلَ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ “একজন প্রার্থী, সেই শাস্ড়ি প্রার্থনা করে”[৩২২]

উক্ত আয়াতের ব্যাপারে ইমাম আবূ ইসহাক আহমদ সা‘লবী (রহ.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, ইমাম সুফইয়ান ইবন উ‘আইনা (রহ.)কে এ আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এ আয়াত কাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি ‘প্রার্থী’ সম্পর্কে বলেন, তোমরা আমাকে এমন এক প্রশ্ন করেছ যার সম্পর্কে ইতিপূর্বে কেউ আমাকে প্রশ্ন করেনি। আমার পিতা, ইমাম জা‘ফর সাদিক ইবন ইমাম মুহাম্মদ বাক্বির থেকে তিনি তাঁর পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম যখন ‘গদীরে খুম’ নামক স্থানে পৌঁছেন তখন লোকদেরকে আহবান করলেন, সবাই একত্রিত হলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘আলীর হাত ধরে বললেন,

مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ “আমি যার মালিক, ‘আলীও তার মালিক”।

একথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল, যখন একথা হারিস ইবন নু‘মান ফাহরীর নিকট পৌঁছল তখন সে আপন উষ্ট্রীর উপর সাওয়ার হয়ে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর মহান দরবারে আসল এবং উষ্ট্রীকে বসাল, সে অবতরণ করে বলতে লাগল ওহে মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আপনি আমাদেরকে হুকুম

---

[৩২০]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা রা‘দ, আয়াত নং ৭, পৃ. ৪৫৫।

[৩২১]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮।

[৩২২]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা মা‘আরিজ, আয়াত নং ১, পৃ. ১০২৬।

দিয়েছেন আল-াহর একত্ববাদ এবং আপনার রিসালতে ঈমান আনার জন্য, আমরা সে কথা মেনে নিয়েছি। আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের হুকুম দিয়েছেন, যাকাতের হুকুম দিয়েছেন, রোযা ও হজ্জের হুকুম দিয়েছেন সব মেনে নিয়েছি। এর পরেও আপনি খুশী হচ্ছেন না এখন আপনি আপনার চাচাত ভাই ‘আলীকে আমাদের উপর মর্যাদা দিয়ে বলছেন مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ আর আপনি বলছেন এটাও আল-াহর হুকুম। তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বলেন,

وَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِنَّ هٰذَا مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ

“শপথ করে বলছি, আল-াহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই নিশ্চয় এটাও আল-াহর হুকুম”।

হারিস ইবন নু‘মান ফাহরী আপন উষ্ট্রীর নিকট ফিরে আসল এবং বলতে লাগল, ওহে আল-াহ ! মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াআসহাবিহি ওয়াসাল-াম যে কথা (‘আলীর ব্যাপারে) বলছেন এটা যদি সত্যি হয় তাহলে

فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوِائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

“আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বৃষ্টি দাও অথবা আমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্ড়ি দাও”।

সে সাওয়ারীতে আরোহনের পূর্বেই আল-াহ তা‘আলা তার উপর পাথর বৃষ্টি শুর“ করে দিলেন। একটি পাথর তার মাথার উপর পড়ে পায়খানার রাস্ড়া দিয়ে বের হয়ে যায়, এভাবে এহেন বেয়াদবকে আল-াহ তা‘আলা ধ্বংস করে দিলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।[৩২৩]

৯. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

আল-াহ তা‘আলা এরশাদ করেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ـ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

“নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারাই সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ”।[৩২৪]

---

[৩২৩]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮।

[৩২৪]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা বাইয়্যেনাহ, আয়াত নং ৯, পৃ. ১০৯১।

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, যখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয় তখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত 'আলী (রা.)কে ডেকে বলেন, ওহে 'আলী তুমি এবং তোমার বন্ধুরা ক্বিয়ামতের দিন হাসি-খুশী অবস্থায় হাশরের মাঠে আসবে। আর তোমার শত্রুরা বেইজ্জতী ও অপমান, অপদস্থ অবস্থায় আসবে।[৩২৫]

১০. আল-াহ তা'আলার বাণী :

মহান আল-াহ তা'আলা হযরত 'আলী (রা.)-এর শানে বলেন,

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ

"তোমাদের বন্ধু নয়, কিন্তু আল-াহ এবং তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল-াহরই সামনে বিনত হয়"।[৩২৬]

'আল-ামা সৈয়্যদ মাহমুদ আলূসী (রহ.) উলে-খ করেছেন যে, একদিন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম মসজিদের দিকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এমন সময় যখন মুসলি-গণ রুকু ও সিজদায় নিমগ্ন ছিলেন, তিনি একজন ভিক্ষুককে দেখলেন তাকে বললেন, কেউ কি তোমাকে কোন কিছু দিয়েছেন ? ভিক্ষুক বললেন, জী হ্যাঁ, এ চাঁদীর আংটি। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ ফরমান, কে দিয়েছেন ? ভিক্ষুক বললেন, দাড়ানো ঐ ব্যক্তি (হযরত 'আলী দিকে ইশারা করলেন) নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বললেন, তিনি তোমাকে কোন অবস্থায় আংটি দিয়েছেন, ভিক্ষুক বললেন, রুকু অবস্থায়। একথা শুনে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম উচ্চ আওয়াজে আল-াহু আকবর বললেন, তারপর এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন।[৩২৭]

ক্বাযী সানাউল-াহ পানিপত্থী (রহ.) ইমাম ত্বাবরানী (রহ.)-এর সূত্রে উলে-খ করেছেন যে, হযরত 'আম্মার ইবন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত 'আলী

---

৩২৫. 'আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮।

৩২৬. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা মা-ইদাহ, আয়াত নং ৫৫, পৃ. ২২২-২২৩।

৩২৭. সৈয়্যদ মাহমূদ আলূসী : রূহুল মা'আনী, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

ইবন আবি তালিব (রা.)-এর নিকট একজন ভিক্ষুক আসলেন এমন অবস্থায় যে, তিনি নফল নামাযের র ুকু অবস্থায় ছিলেন, তিনি আংটি খুলে ভিক্ষুককে দান করে দিলেন, ফলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।[৩২৮]

'আল-ামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সালেহ তিরমিযী হানাফী (রহ.) উলে-খ করেছেন যে, র ুকু অবস্থায় যে আংটি হযরত 'আলী (রা.) ভিক্ষুককে দান করেছিলেন তার ওজন ছিল চার মিসকাল। এর নগীনা ছিল লাল ইয়াকুতী পাথরের। এ আংটি ত্বোক ইবন জারান পাহলোয়ানের ছিল, যুদ্ধের মধ্যে হযরত 'আলী তাকে হত্যা করেন, আর তার হাতের আংটি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর আলীশান দরবারে অর্পন করেন। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম উক্ত আংটি হযরত 'আলীকে অর্পন করেন। এ আংটি খুবই মূল্যবান ছিল, এ সম্পর্কে হযরত হাসসান ইবন সাবিত (রা.) কতই সুন্দর কবিতা বলেছেন,[৩২৯]

فَاَنْتَ الَّذِیْ اَعْطَیْتَ وَ کُنْتَ رَاکِعًا ★ فَذَالِکَ نَفْسُ الْقُوْمِ یَا خَیْرَ رَاکِعِ

"তিনি এমন দানশীল ব্যক্তি যিনি র ুকু অবস্থায় (আংটি) দান করেছেন, ওহে শ্রেষ্ঠ র ুকুকারী, এটা গোটা সম্প্রদায়ের জান ও প্রাণ।

১১. আল-াহ তা'আলার বাণী :

মহান আল-াহ তা'আলা এরশাদ করেন,

اَلَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّیْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِیَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَاهُمْ یَحْزَنُوْنَ

"ঐ সব লোক, যারা নিজেদের ধন-সম্পদ দান করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের জন্য তাদের পুণ্যফল রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের না কোন আশংকা আছে, না কিছু দুঃখ"।[৩৩০]

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহ.) তাফসীরে দুররে মনসুর গ্রন্থে ইমাম 'আবদুর রায্যাক্ব (রহ.), 'আবদু ইবন হামিদ (রহ.), ইবন জরীর (রহ.), ইবন মুনযির

---

[৩২৮]. ক্বাযী সানাউল-াহ পানিপথী : তাফসীরে মাযহারী, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্র.।

[৩২৯]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২, পাদটীকা দ্র.।

[৩৩০]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা বাক্বারা, আয়াত নং ২৭৪, পৃ. ১০১।

(রহ.) ইবন আবূ হাতিম (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, ত্বরানী (রহ.) এবং ইবন ‘আসাকির (রহ.) ‘আবদুল ওয়াহ্হাব ইবন মুজাহিদ (রহ.) থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি হযরত ইবন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, উক্ত আয়াতে করীমা হযরত ‘আলী (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ইবন ‘আব্বাস (রা.) বলেন,[৩৩১]

كَانَتْ لَهُ اَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ فَاَنْفَقَ بِاللَّيْلِ دِرْهَمًا وَ بِالنَّهَارِ دِرْهَمًا وَ سِرًّا دِرْهَمًا وَ عَلَانِيَّةً دِرْهَمًا

“অর্থাৎ তিনি (হযরত ‘আলীর) নিকট চার দিরহাম ছিল, তিনি এক দিরহাম রাতে, এক দিরহাম দিনে, এক দিরহাম গোপনে ও এক দিরহাম প্রকাশ্যে দান করেছেন”। উলে-খ্য যে, তাঁর নিকট এ চার দিরহাম ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

অপর এক বর্ণনায় এ আয়াত শরীফ হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.)-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে বলে উলে-খ পাওয়া যায়।[৩৩২]

১২. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

আল-াহ তা‘আলা এরশাদ করেন,

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ

“যে কেউ একটা সৎকর্ম করবে, তবে তার জন্য তদনুরূপ দশগুণ রয়েছে আর যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করে, তবে প্রতিফল মিলবে না, কিন্তু সেটারই সমান এবং তাদের উপর অত্যাচার করা হবে না”।[৩৩৩]

অর্থাৎ যে একটা সৎকাজ করবে তাকে দশটা সৎকাজের প্রতিদান দেয়া হবে এবং এটাও চূড়ান্ড় সীমা নির্ধারণের পদ্ধতি অনুসারে নয় বরং আল-াহ তা‘আলা যাকে যত চান ততই তাঁর সৎকর্মসমূহের প্রতিদান বৃদ্ধি করবেন; একটার প্রতিদান সাতশ গুণও করবেন কিংবা অগণিত দান করবেন। মূলকথা হচ্ছে এযে, সৎকর্মসমূহের প্রতিদান নিরেট অনুগ্রহই। এটা হচ্ছে আহলে সুন্নাত-এর অভিমত, আর অপকর্মের এতটুকু শাস্ড়িও তার ইনসাফ।

---

৩৩১. ‘আল-ামা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : দুররে মনসুর, খ. ১, পৃ. ৩৬৩; সৈয়্যদ মাহমুদ আলূসী : প্রাগুক্ত, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্র.।

৩৩২. সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

৩৩৩. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা সূরা আন‘আম, আয়াত নং ১৬১, পৃ. ২৭৮।

সৈয়্যদ মুহাম্মদ সালেহ হানাফী (রহ.) উলে-খ করেছেন, হযরত 'আলী এরশাদ করেছেন,[৩৩৪] اَلْحَسَنَةُ حُبُّنَا وَ السَّيِّئَةُ بُغْضُنَا "আমাদের প্রতি ভালবাসার নাম নেকী, আর আমাদের প্রতি বিদ্বেষের নাম বদী"।

১৩. আল-াহ তা'আলার বাণী :

আল-াহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ - فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ

"নিশ্চয় খোদাভীরুগণ বাগানসমূহ ও নহরে থাকবে সত্যের মজলিসে মহা ক্ষমতাবান বাদশাহ (আল-াহ)-এর সম্মুখে"।[৩৩৫]

সৈয়্যদ মুহাম্মদ সালেহ (রহ.) মানাকিবে ইবন মাবদুভীয়ার সূত্রে হযরত জাবির ইবন 'আবদুল-াহ আনসারী (রা.)-এর থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন, জান্নাতীদের মধ্যে সবার আগে যিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন তিনি হলেন, হযরত 'আলী,। হযরত আবূ দাজানা (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল-াহ ! আপনি আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ড় আপনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন না ততক্ষণ আম্বিয়াদের উপর জান্নাত হারাম আপনি আরো বলেছেন, সমস্ড় উম্মতের উপর জান্নাত হারাম যতক্ষণ পর্যন্ড় আমার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবেন না, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আরো বলেছেন, তোমার কি জানা নেই, আল-াহ তা'আলার একটি নূরের ঝান্ডা এবং ইয়াকুত পাথরের একটি সতুন/খুটি আছে যাতে লেখা আছে.

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاٰلُ مُحَمَّدٍ خَيْرَ الْبَرِيَّةِ وَ صَاحِبُ اللِّوَاءِ وَاِمَامُ الْقِيَامَةِ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ

"আল-াহ তা'আলা ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কোন মা'বুদ নেই, হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আল-াহর রাসূল, আর মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া

---

[৩৩৪]. সৈয়্যদ মুহাম্মদ সালেহ : কাউকাব দুর্‌রী, পৃ. ১৪২।

[৩৩৫]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা সূরা ক্বামর, আয়াত নং ৫৪, ৫৫ পৃ. ৯৫৬।

আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর পরিবার-পরিজন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ঐ ঝান্ডার মালিক ও ক্বিয়ামতের ইমাম হযরত ‘আলী”।

হযরত জাবির (রা.) বলেন, যখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘আলীকে এ শুভ সংবাদ দান করলেন তখন হযরত ‘আলী বলেন, আল-াহর শোকর, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর বরকতে আমাদেরকে সম্মানিত ও মহিমান্বিত করেছেন।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বলেন, হে ‘আলী তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি, যে ব্যক্তি তোমার সাথে ভালবাসা ও হৃদতা রাখবে সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিনে আমাদের সাথে হাশর করবে। তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম উক্ত আয়াত পাঠ করেন।

মানাকিবে খতীবে খাওয়াযিম-এর মধ্যে হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘আলীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যে ব্যক্তি তোমার সাথে বন্ধুত্ব রাখবে আল-াহ তা‘আলা তাকে আমাদের সাথে আমাদের ঘরে স্থান দেবেন্ তখন তিনি উক্ত আয়াত শরীফ পাঠ করেন।[৩৩৬]

১৪. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

মহান আল-াহ তা‘আলা এরশাদ করেছেন,

وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ

“আর যারা রুকু‘ করে তাদের সাথে রুকু‘ করো”।[৩৩৭]

এ আয়াতে নামায ও যাকাত ফরয হবার বর্ণনা রয়েছে। আর এ দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাযসমূহ যেগুলোর করণীয় বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং আরকান বা মৌলিক কার্যাদি যথাযথভাবে পালন করে, সম্পন্ন করো। এতে জমা‘আতের প্রতিও উৎসাহিত করা হয়েছে। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

---

৩৩৬. সৈয়্যদ মুহাম্মদ সালেহ : কাউকাব দুর্‌রী, পৃ. ১৩৩।

৩৩৭. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা সূরা বাক্বারা, আয়াত নং ৪৩, পৃ. ২১।

জামা'আতের সাথে নামায পড়া একাকী পড়ার চাইতে সাতশগুণ অধিক ফযীলত রাখে।[৩৩৮]

হাফিয ইবন মারদুভীয়া (রহ.) হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত শরীফ নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ও হযরত 'আলীর শানে অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু তাঁরা সবার আগে দু'জন মিলে নামায আদায় করেছেন।[৩৩৯]

১৫. আল-াহ তা'আলার বাণী :

আল-াহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ
وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ

"এবং যমীনের বিভিন্ন ভূ-খন্ড রয়েছে এবং রয়েছে পাশাপাশি; আর বাগান রয়েছে আঙ্গুরের এবং শস্যক্ষেত্র ও খেজুরের গাছ একটা গুঁড়ি থেকে উৎপন্ন একটা এবং একাধিক; সবই একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়"।[৩৪০]

হসান বসরী (রহ.) বলেন, এর মধ্যে আদম সন্ড়ানদের অন্ড়র গুলোর একটা উপমা দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে-যেভাবে ভূতল একটা ছিল; অতপর সেটার বিভিন্ন ভূ-খন্ড হয়েছে, সেগুলোর উপর আসমান থেকে একই পানি বর্ষিত হয়। তা থেকে বিভিন্ন প্রকারের ফল-ফুল, বৃক্ষ-লতা, ভাল-মন্দ উৎপন্ন হয়েছে। অনুরূপভাবে, মানবজাতিকেও হযরত আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাদের প্রতি আসমান থেকে হিদায়ত অবতীর্ণ হয়েছে। তা দ্বারা কতেক অন্ড়র নম্র হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে একাগ্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হয়েছে, পক্ষান্ড়রে কতেক অন্ড়র পাষাণ হয়েগেছে। তারা খেলাধুলায় ও অনর্থক কাজে মগ্ন হয়েছে, সুতরাং ভূ-তলের খন্ড গুলো আপন ফল-ফুলের দিক দিয়ে পরস্পর ভিন্ন হয়েছে তেমনিভাবে মানুষের অন্ড়রও আপন আপন চিহ্নাদি এবং জ্যোতি ও রহস্যাদির মধ্যে পরস্পর ভিন্ন হয়েছে।[৩৪১]

---

[৩৩৮]. সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

[৩৩৯]. সৈয়্যদ মুহাম্মদ সালেহ : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩।

[৩৪০]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা রা'দ, আয়াত নং ৪, পৃ. ৪৫৪।

[৩৪১]. সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪-৪৫৫।

সৈয়্যদ মুহাম্মদ সালেহ (রহ.) বাহরুল মানাক্বিব গ্রন্থের সূত্রে লেখেছেন, হযরত জাবির ইবন 'আবদুল-াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম থেকে শুনেছি, তিনি হযরত 'আলীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন।[৩৪২]

اَلنَّاسُ مِنْ اَشْجَارٍ شَتّٰى وَ اَنَا وَاَنْتَ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ قَرَأَ الْاٰيَةَ

"সব মানুষ দুনিয়ার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গাছ থেকে সৃষ্টি, আমি এবং তুমি একই গাছ থেকে সৃষ্টি"। তারপর তিনি উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন।

১৬. আল-াহ তা'আলার বাণী :

মহান আল-াহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

"নিশ্চয়, আল-াহ প্রবেশ করাবেন তাদেরকেই, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে বাগানসমূহ যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত"।[৩৪৩]

হাফিয ইবন মারদুভীয়া (রহ.) বলেন, এ আয়াত শরীফটি হযরত 'আলী, হযরত হামযা এবং হযরত 'উবায়দা (রা.)-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন তাঁরা উতবা, শায়বার সাথে যুদ্ধরত ছিলেন।

১৭. আল-াহ তা'আলার বাণী :

মহান আল-াহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ـ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ـ وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ

"মুশরিকদের জন্য শোভা পায়না যে, তারা আল-াহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে নিজেরাই নিজেদের কুফুরের সাক্ষ্য দিয়ে তাদের সমস্ড় কৃতকর্ম বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা সর্বদা আগুনেই অবস্থান করবে"।[৩৪৪]

হযরত 'আবদুল-াহ ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন বদরের যুদ্ধে রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর চাচা 'আব্বাস বন্দি হয়ে আসলেন তখন মুসলমানগণ বিশেষ

---

[৩৪২]. সৈয়্যদ মুহাম্মদ সালেহ : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

[৩৪৩]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা তাওবা, আয়াত নং ১৭, পৃ. ৩৪৯।

[৩৪৪]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা মুহাম্মদ (দ.) আয়াত নং ১২, পৃ. ৯০৬।

করে হযরত ‘আলী (রা.) তার কুফরের জন্য এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার কারণে তাকে লজ্জা দিচ্ছিলেন, হযরত ‘আলী কথার মাধ্যমে তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছিলেন, ‘আব্বাস উত্তরে বললেন,

مَالَكُمْ تَذْكُرُوْنَ مَسَاوِيْنَا ـ وَلَا تَذْكُرُوْنَ مَحَاسِنَنَا

“তোমরা আমাদের মন্দগুলো আলোচনা করছ, আমাদের ভালদিক গুলো আলোচনা করতেছ না”। হযরত ‘আলী বলেন, اَلَكُمْ مُحَاسِنُ “তোমাদের মধ্যে কি কোন ভালদিক আছে ?” হযরত ‘আব্বাস (রা.) উত্তরে বললেন, জী হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে অনেক ভালদিক রয়েছে, যেমন আমরা মসজিদে হারাম আবাদ রেখেছি, কা‘বা ঘরে সেবা যত্ন করি, আর আমরা হাজীদেরকে পানি পান করাই”।

হযরত ‘আব্বাসের (তখনো তিনি ঈমান আনেননি) একথার প্রতিবাদে আল-াহ তা‘আলা উক্ত আয়াত নাযিল হরেন।[৩৪৫]

উক্ত আয়াতের মাধ্যমে হযরত ‘আলীর বক্তব্যের সমর্থন আর ‘আব্বাসের কথার প্রতিবাদ করা হয়েছে।

১৮. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

মহান আল-াহ তা‘আলা এরশাদ করেছেন,

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ـ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

“তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ এবং মসজিদে হারামের খেদমতকে তারই সমান স্থির করেছো, যে আল-াহ ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান এনেছে ও আল-াহর পথে জিহাদ করেছে ? তারা আল-াহর নিকট সমান নয় এবং আল-াহ যালিমদেরকে সৎপথ প্রদান করেন না”।[৩৪৬]

ক্বাযী সানাউল-াহ পানিপথী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত তাফসীরে মাযহারীতে লেখেন,[৩৪৭] হযরত ইবন সিরীন (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ‘আলী (রা.) মক্কায় পৌঁছে হযরত ‘আব্বাস (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, ওহে চাচা !

---

[৩৪৫]. ক্বাযী সানাউল-াহ পানিপথী : তাফসীরে মাযহারী, খ. ৪, পৃ. ১৪৬।

[৩৪৬]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা তাওবা, আয়াত নং ১৯, পৃ. ৩৫০।

[৩৪৭]. ক্বাযী সানাউল-াহ পানিপথী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৯।

আপনি কেন হিজরত করে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে মিলিত হচ্ছেন না ? হযরত ‘আব্বাস বলেন,

اُعَمِّرُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ اَحْجَبُ الْبَيْتَ

“আমি মসজিদে হারামের আবাদ করি এবং কা‘বা ঘরের সেবা যত্ন করি”। একথার উপর উক্ত আয়াতে করীমা অবতীর্ণ হয়েছে।

ইমাম আবূ মুহাম্মদ হোসাইন ইবন মাস‘উদ বাগভী শাফে‘য়ী (রহ.) স্বীয় তাফসীর মু‘আলিমুত তানযীল গ্রন্থে উলে-খ করেছেন যে, হাসান বসরী (রহ.) ইমাম শা‘বী (রহ.) ও মুহাম্মদ ইবন কা‘ব করযী (রহ.) বলেন, উক্ত আয়াত হযরত ‘আলী (রা.) হযরত ‘আব্বাস (রা.) ও হযরত ত্বালহা ইবন শায়বা (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা তিন জনই আপন আপন কর্মের উপর গর্ববোধ করেছিলেন।

হযরত ত্বালহা ইবন শায়বা (রা.) বলেছিলেন,

اَنَا صَاحِبُ الْبَيْتِ بِيَدِىْ مِفْتَاحُهُ

“আমি কা‘বা শরীফের মুতাওয়াল-ী, আমার হাতেই ইহার চাবী”।

হযরত ‘আব্বাস (রা.) বলেন,

اَنَا صَاحِبُ سِّقَايَةٍ وَ الْقَائِمُ عَلَيْهَا

“আমি হাজীদের পানি পান করাই, এটা আমার কাজ এবং আমার অধিকার”।

মাওলায়ে কায়েনাত হযরত ‘আলী (রা.) বলেন,

مَا اَدْرِىْ مَا تَقُوْلَانِ لَقَدْ صَلَّيْتُ اِلَى الْقِبْلَةِ سِتَّةَ اَشْهُرٍ قَبْلَ النَّاسِ وَاَنَا صَاحِبُ الْجِهَادِ

“আমার বুঝে আসছে না আপনারা উভয়ে কি বলছেন, আমি সকল মানুষের ছ য় মাস পূর্বে এ ক্বিবলার দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছি আর আমি আল-াহর রাস্ড়ায় যুদ্ধকারী”।

এ আলাপচারিতার উপর উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে।[৩৪৮]

১৯. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

আল-াহ তা‘আলা এরশাদ করেছেন,

---

[৩৪৮]. ইমাম বাগভী : মু‘আলিমুত তানযিল, খ. ২, পৃ. ২৭৫।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ

“এবং ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং স্বীয় সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল-াহর পথে যুদ্ধ করেছে, আল-াহর নিকট তাদের মর্যাদা বড় এবং তারাই সফলকাম”।[৩৪৯]

২০. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

আল-াহ তা‘আলা এরশাদ করেছেন,

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ

“তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ শুনাচ্ছেন স্বীয় দয়া ও আপন সন্তুষ্টির এবং ঐ সব বাগানের (জান্নাতের) যে গুলোর মধ্যে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ-শান্ড়ি রয়েছে”।[৩৫০]

উপরোক্ত আয়াত সমূহ হযরত ‘আলী (রা.)-এর ঐ উক্তি اَنَا صَاحِبُ الْجِهَادِ ‘আমি যুদ্ধকারী’ এর সমর্থনে আল-াহ তা‘আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।[৩৫১]

২১. আল-াহ তা‘আলার বাণী :

আল-াহ তা‘আলা এরশাদ করেছেন,

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۢبَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ

“ওহে প্রিয় হাবীব ! আপনি বলুন, “আল-াহ সাক্ষীরূপে যথেষ্ট আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে এবং সেই, যার নিকট কিতাবের জ্ঞান রয়েছে”।[৩৫২]

সৈয়্যদ মুহাম্মদ সালেহ হানফী (রহ.) বলেন, মুহাদ্দিস হাম্বলী (রহ.) মুহাম্মদ ইবন হনুফীয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তির নিকট কিতাবের জ্ঞান ‘ইলম রয়েছে “এ উক্তি তাঁর জন্য প্রযোজ্য যাঁর সম্পর্কে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ

---

[৩৪৯]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা সূরা তাওবা, আয়াত নং ২০, পৃ. ৩৫১।

[৩৫০]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা সূরা তাওবা, আয়াত নং ২১, পৃ. ৩৫২।

[৩৫১]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২।

[৩৫২]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা সূরা রা‘দ, আয়াত নং ৪৩, পৃ. ৪৬৪।

করেছেন, اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِىٌّ بَابُهَا "আমি 'ইলমের শহর, 'আলী ঐ শহরের দরজা"। আর তিনি হযরত 'আলীই (রা.)।

ইমাম সা'লবী (রহ.) হযরত 'আবদুস সালাম (রা.) (যিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইহুদীদের বড় 'আলিম ছিলেন)-এর সূত্রে বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর নিকট আরয করলাম, যাঁর নিকট কিতাবের 'ইলম আছে তিনি কে ? নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন, তিনি হলেন, হযরত 'আলী। তাইতো একদিন ঐ মহাজ্ঞানী হযরত 'আলী মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, ওহে দুনিয়াবাসী ! তোমরা যা চাও আমার কাছে জিজ্ঞাসা করো। আমি জমিনের চেয়ে বেশী, আসমানের রাস্ড়া সমূহ জ্ঞাত আছি। আমি কিতাবুল-াহর ঐ মহাজ্ঞানী যিনি কুরআন মজীদ-এর সমস্ড় আয়াতের শানে নুযুল, সমস্ড় গুপ্ত রহস্য আমি জ্ঞাত আছি।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম مَاكَانَ وَ مَايَكُوْنُ যা হয়েছে এবং যা হবে সব বিষয়ে জ্ঞাত নবীর সমস্ড় 'ইলমের গুপ্ত রহস্য হযরত 'আলীকে জানানো হয়েছে। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম স্বয়ং তাঁকে যাহের-বাতিন সব শিক্ষা দিয়েছেন। তাইতো তিনি (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম) বলেছেন, عَلِىٌّ عَيْبَةُ عِلْمِىْ "হযরত 'আলী আমার সমস্ড় 'ইলমের সিনা/বক্ষ"।

আরবীর মধ্যে عَيْبَةُ ঐ সিনাকে বলা হয় যা গুপ্ত-রহস্য হেফাযত করে। মহান আল-াহ নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল 'ইলম শিক্ষা দিয়েছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম নিজের 'ইলম হযরত 'আলীকে শিক্ষা দিয়েছেন। সুবহানাল-াহ !

হযরত 'আলী (রা.)-এর মর্যাদা হাদীসের দৃষ্টিকোণে :

আল-াহর গুপ্ত রহস্যের ভান্ডার আক্বা-মুনিব হুযুর পুরনূর সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত 'আলী (রা.)কে অত্যধিক ভালবাসতেন, ছোটবেলা থেকে উভয়ে এক সঙ্গে নামায আদায়

করতেন কখনো অন্যায় কাজ করেননি। 'ইলমের মহাসাগর হযরত 'আলী (রা.) সম্পর্কে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম অনেক হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন, কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

হাদীস নং-১

হযরত যায়দ ইবন আরক্বম (রা.) বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৩৫৩]

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ

"আমি যার মাওলা 'আলীও তার মাওলা" (এ হাদীস শরীফ সম্পর্কে অধম লেখকের বিখ্যাত "আ-লে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া ওয়াসাল-াম" গ্রন্থের ১১৮ পৃষ্ঠায় বিস্ড়ারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

মাওলা (مَوْلٰى) শব্দের অর্থ :

মাওলা শব্দটি এত ব্যাপক অর্থবোধক যার ব্যাখ্যা বিশে-ষণ অনেক বেশী, শব্দটি কুরআন মজীদে যত স্থানে যত অর্থে ব্যহৃত হয়েছে তা উলে-খ করা হল।

১. **সাহায্যকারী অর্থে :**

মহান আল-াহ তা'আলা এরশাদ করেন,[৩৫৪]

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَامَوْلٰى لَهُمْ

"এটা এ জন্যে যে, আল-াহ তা'আলা ঈমানদারদের সাহায্যকারী, আর কাফিরদের কোন সাহায্যকারী নেই"। এখানে মাওলা শব্দটি সাহায্যকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. **ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী অর্থে :**

মহান আল-াহ তা'আলা এরশাদ করেন,[৩৫৫]

---

[৩৫৩]. ইমাম তিরমিযী : আল-জামি' খ. ২, পৃ. ২১২; ইমাম ইবন মাজাহ : আস-সুনান, পৃ. ১২; ওলি উদ্দীন আল-খত্বীব : মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৫৫৬; 'আল-ামা শিবলঞ্জী: নুর-ল আবসার, পৃ. ৭৮; 'আল-ামা ইউসুফ নাবহানী : আশ-শরফুল মুআব্বাদ পৃ. ১১১,

[৩৫৪]. কুরআন মজীদ, সূরা মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আয়াত নং ১১।

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ

"আমি প্রত্যেকটি সম্পত্তির জন্য উত্তরাধিকারী করে দিয়েছি-যা কিছু রেখে যায় মাতা-পিতা এবং নিকটাত্মীয়গণ"।

৩. আসাবা বা স্বজন অর্থে :

মহান আল-াহ তা'আলা এরশাদ করেন, وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِىْ

"এবং আমার মনে আমার পরে আমার স্বজনদের সম্পর্কে আশংকা রয়েছে"।[৩৫৬]

৪. বন্ধু অর্থে :

মহান আল-াহ তা'আলা এরশাদ করেন,

يَوْمَ لَايُغْنِىْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ

"যে দিন কোন বন্ধু কোন বন্ধুর কোন কাজে আসবে না এবং না তাদের সাহায্য করা হবে"।[৩৫৭]

তাছাড়াও مَوْلٰى (মাওলা) শব্দটি বেশ কিছু অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা-

১. اَلْمَالِكُ মালিক
২. اَلسَّيِّدُ (সরদার, নেতা, অভিভাবক)
৩. اَلْمُنْعِمُ পুরস্কার প্রদানকারী
৪. اَلْمُنْعِمُ عَلَيْهِ পুরস্কার প্রাপ্ত
৫. اَلْمُعْتِقُ আযাদকারী
৬. اَلنَّاصِرُ সাহায্যকারী
৭. اَلْمُحِبُّ মুহাব্বতকারী
৮. اَلتَّابِعُ অনুসরণকারী
৯. اَلْجَارُ প্রতিবেশী
১০. اِبْنُ الْعَمِّ চাচাত ভাই
১১. اَلْحَلِيْفُ এমন বন্ধু যিনি নিজের বন্ধুর সাথে ওয়াফাদারী করেন।
১২. اَلْعَقِيْدُ সেনাপতি
১৩. اَلصِّهْرُ জামাতা
১৪. اَلْعَبْدُ গোলাম প্রভৃতি।[৩৫৮]

---

[৩৫৫]. আ'লা হযরত : কানযুল ঈমান (বঙ্গানুবাদ : আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান) সূরা নিসা, আয়াত নং ৩৩, পৃ. ১৬৫।

[৩৫৬]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা সূরা মারয়াম, আয়াত নং ৫, পৃ. ৫৫৬।

[৩৫৭]. আ'লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা সূরা দুখান, আয়াত নং ৪১, পৃ. ৮৯০।

[৩৫৮]. মিশকাতুল মাসাবীহ, (দিল-ী থেকে প্রকাশিত) পৃ. ৫৫৬ এর টীকা দ্রষ্টব্য।

‘আল-ামা সৈয়্যদ ‘আলী ইবন সোলায়মান মালেকী (রহ.)

قُوْتِ الْمُغْتَذِىْ عَلٰى جَامِعِ التِرْمِذِىْ গ্রন্থে ঐ হাদীস مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِىٌّ مَوْلَاهُ প্রসঙ্গে লেখেছেন, ইমাম শাফে‘য়ী (রহ.) মাওলা থেকে مَوْلَى الْاِسْلَامِ তথা ইসলামের সাহায্যকারী অর্থ গ্রহণ করেছেন, যেহেতু কুরআন মজীদে মাওলা-এর এক অর্থ সাহায্যকারী রয়েছে।

হযরত উসামা (রা.) হযরত ‘আলীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

لَسْتَ مَوْلَائِىْ اِنَّمَا مَوْلَائِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

“অর্থাৎ ওহে ‘আলী আপনি আমার মাওলা নন, আমার মাওলা স্বয়ং নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম”।

একথা শুনে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন, مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِىٌّ مَوْلَاهُ “আমি যার অভিভাবক ‘আলী তার অভিভাবক”।

হাদীস নং-২

তবুক যুদ্ধের সময় নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘আলীকে মদীনা তৈয়্যবায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করলেন তখন হযরত ‘আলী নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর নিকট আরযি পেশ করলেন,[৩৫৯]

تَخْلِفُنِىْ مَعَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ “আপনি আমাকে শিশু এবং মহিলাদের মাঝে রেখে যাচ্ছেন”।

একথা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম শুনে এরশাদ করলেন,

اَمَا تَرْضٰى اَنْ يَّكُوْنَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هٰرُوْنَ مِنْ مُوْسٰى اِلَّا اَنَّهٗ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِىْ

---

[৩৫৯]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : খোলাফায়ে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম, পৃ. ২৫৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৪০৪।

"তুমি কি একথার উপর খুশী হবে না যে, তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত যেরূপ হারূন (আ.) হযরত মুসা (আ.)-এর স্থলাভিষিক্ত, তবে আমার পরে নুবুয়্যত নেই"।[৩৬০]

এখানে একথা স্মর্তব্য যে, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত 'আলীকে শুধু মাত্র তবুক যুদ্ধ হতে ফিরে আসা পর্যন্ড় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বিভিন্ন যুদ্ধে বিভিন্ন সাহাবীকে মদীনা তৈয়্যবার গভর্নর নিযুক্ত করতেন। একবার তিনি (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম) হযরত 'আবুদল-াহ ইবন মাকতুম (রা.)কে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত 'উমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে তিনি যখন মদীনা তৈয়্যবার বাইরে যেতেন তখন হযরত 'আলীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন।[৩৬১]

হাদীস নং-৩

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৩৬২]

اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ وَ عَلِيٌّ سَيِّدُ الْعَرَبِ

"আমি আদম সন্ড়ানদের সরদার আর 'আলী আরব জাতীর সরদার"।

সৈয়্যদ (اَلسَّيِّدُ) এর অর্থ :

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান "সৈয়্যদ" শব্দের অর্থ বর্ণনায় বলেন,[৩৬৩]

اَلسَّيِّدُ শব্দের অর্থ হল- নেতা, কর্তা, প্রভু, সরদার, স্বামী, জনাব, মহোদয়, স্যার, স্বাধীন, সার্বভৌম, সৈয়্যদ (বংশীয়) ইত্যাদি।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন,[৩৬৪] اَلسَّيِّدُ هُوَ الَّذِىْ يَفُوْقُ قَوْمَهُ فِىْ الْخَيْرِ

---

[৩৬০]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০; বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৩৭০৬।

[৩৬১]. শায়খ মুহাম্মদ খুদ্বারী : ইতমামুল ওয়াফা ফী সীরাতিল খোলাফা, পৃ. ২১০।

[৩৬২]. ইবন হাজর মক্কী : আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিক্বা, পৃ. ২৪।

[৩৬৩]. আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. ৫৮৩।

“যিনি মঙ্গলজনক কাজে সম্প্রদায়ের সবার উর্ধ্বে তাকে সৈয়্যদ বলা হয়”। কেউ কেউ বলেছেন,

وَ الَّذِىْ يَفْرَعُ اِلَيْهِ فِى النَّوَائِبِ وَ الشَّدَائِدِ فَيَقُوْمُ بِاُمُوْرِهِمْ وَ يَتَحَمَّلُ عَنْهُمْ مَكَارِهَهُمْ وَ يَدْفَعُهَا عَنْهُمْ

“যার কাছে বিপদাপদে প্রার্থনা করা যায় এবং যিনি সমস্ড় কাজের জিম্মাদার এবং যিনি সমস্ড় কষ্ট স্বীকার করেন, আপন সম্প্রদায়কে কষ্ট থেকে মুক্ত করেন তাকে “সৈয়্যদ” বলা হয়।

হাদীস নং-৪

হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন ‘উমর (রা.) থেকে বর্ণিত,[৩৬৫] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আপন সাহাবীদের মাঝে একে অপরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিচ্ছেন। একজনকে আরেক জনের “ভাই” বানিয়ে দিলেন, এ সময় হযরত ‘আলী অশ্রু স্বজল নয়নে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর নিকট আগমন করলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলল-াহ ! আপনি আপন সাহাবীদের মাঝে একে অপরকে ভাই বানাচ্ছেন, আমাকে কার ভাই বানালেন ? নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম উত্তর দিলেন,

اَنْتَ اَخِىْ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ “ওহে ‘আলী ! তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে আমার ভাই”।

হাদীস নং-৫

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন,[৩৬৬] اَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَ عَلِىٌّ بَابُهَا

“আমি দর্শন জ্ঞানের (হেকমতের) ঘর আর ‘আলী তার দরজা”।

---

[৩৬৪]. ইমাম মুসলিম : আল-জামি‘, খ. ২, কিতাবুল ফাদ্বায়িল, বাবু তাফদ্বীলি নবীয়্যিনা সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ‘আলা জমিয়িল খালায়িক্ব-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

[৩৬৫]. ইমাম তিরমিযী : আল-জামি‘, খ. ২, পৃ. ২১৩, বাবু মানাকিবে ‘আলী।

[৩৬৬]. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৩।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর কথার মধ্যে প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, বিজ্ঞতা, ও দার্শনিকতা রয়েছে। আর ওটাই হেকমত-প্রজ্ঞা এবং হযরত ‘আলী হলেন মহান দার্শনিকতা পূর্ণ ঘরের দরজা।

হেকমতের অর্থ :

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান বলেন, হেকমত অর্থ প্রজ্ঞা বিচক্ষণতা, বিজ্ঞতা, দার্শনিকতা ইত্যাদি।[৩৬৭]

‘আল-ামা ইমাম ‘আলা উদ্দীন বাগদাদী খাযিন (রহ.) বলেন,[৩৬৮]

هِيَ الْاِصَابَةُ فِى الْقَوْلِ وَ الْعَمَلِ “কথা ও কাজের যথার্থতাকে হেকমত বলে”।

هِيَ الَّذِىْ تَرُدُّ عَنِ الْجَهْلِ وَ الْخَطَاءِ “যা অজ্ঞতা ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত রাখে”।

اَلْحِكْمَةُ مَعْرِفَةُ الْاَشْيَاءِ بِحَقَائِقِهَا “হেকমত হলো বস্তুর প্রকৃত অবস্থা জানার নাম”।

‘আল-ামা সৈয়্যদ মাহমুদ আলূসী (রহ.) হেকমত-এর অর্থ বর্ণনায় বলেন,[৩৬৯]

وَضْعُ الْاَشْيَاءِ مَوَاضِعَهَا

“প্রত্যেক বস্তুকে আপন স্থানে রাখার নাম হল হেকমত”।

مَا يَزِيْلُ مِنَ الْقُلُوْبِ وَهْجَ حُبِّ الدُّنْيَا

“যা দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার রৌশনী দূরিভূত করে তাকে হেকমত বলে”।

اَلْفِقْهُ فِى الدِّيْنِ

“ধর্মীয় বিচক্ষণতা ও ফাকাহাতকেও হেকমত বলা হয়”।

সুতরাং বুঝা গেল নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর কথামালা, কাজ-কর্ম ও স্বীকৃতি তথা সুন্নাহ ও কুরআন হাদীসের তাফসীর জানতে হলে হযরত ‘আলী (রা.)-এর মাধ্যম তথা ওসীলা প্রয়োজন হবে। কারণ তিনি হেকমতের দরজা। তাই তাঁর কথার মধ্যে দার্শনিকতা ও বিচক্ষণতা দেখতে পাই।

হাদীস নং-৬

---

৩৬৭. আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. ৪১৪।

৩৬৮. তাফসীরে খাযিন, খ. ১, পৃ. ৯৪।

৩৬৯. রূহুল মা‘আনী, খ. ১, পৃ. ৩৮৭।

ইবন 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন,[৩৭০]

اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِىٌّ بَابُهَا

"আমি 'ইলমের শহর আর 'আলী এর দরজা"।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, فَمَنْ اَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ

"যে 'ইলম অর্জন করতে ইচ্ছুক সে যেন দরজায় আসেন"।

ইবন 'আদী (রা.)-এর অপর বর্ণনায় রয়েছে, عَلِىٌّ بَابُ عِلْمِىْ

" 'আলী আমার ইলমের দরজা"।

হাদীস নং-৭

হযরত সাহল ইবন সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম খায়বর যুদ্ধের সময় বলেন, আগামী কাল ঐ ব্যক্তিকে যুদ্ধের ঝান্ডা দেয়া হবে যার হাতে আল-াহ তা'আলা বিজয় রেখেছেন।[৩৭১]

يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ - يُحِبُّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ

"তাঁর হাতেই আল-াহ বিজয় দান করবেন, তিনি আল-াহ ও তাঁর রাসূলকে খুবই ভালবাসেন আর আল-াহ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে ভালবাসেন"।

সুতরাং একথার উপর সাহাবীগণ (রা.) সারা রাত আলোচনা করলেন এ ঝান্ডা কার হাতে দেয়া হবে ? যখন সকাল হল তখন সমস্ড় সাহাবী নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে হাজির হলেন, প্রত্যেকের এ প্রত্যাশা যে ঝান্ডা তাঁর হাতে দেয়া হবে। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করলেন, اَيْنَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ " 'আলী ইবন আবূ তালিব কোথায়"?

সাহাবীগণ (রা.) বললেন, يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَشْتَكِىْ عَيْنَيْهِ

"ওহে আল-াহর রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ! তাঁর চোখ আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে"।

---

[৩৭০]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

[৩৭১]. ইমাম মুসলিম : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৭৯।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বললেন, তাকে ডেকে নিয়ে এসো। তিনি যখন আসলেন তখন তাঁর দু'চোখে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম নিজের থুথু মোবারক লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করলেন। সাথে সাথে হযরত 'আলী সুস্থ্য হয়ে গেলেন, তাঁর হাতেই যুদ্ধের ঝান্ডা তুলে দিলেন। আল-াহ তাঁর হাতেই খায়বর বিজয় দান করলেন। সুবহানাল-াহ !

হাদীস নং-৮

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন যে, আল-াহ তা'আলা আমাকে চার ব্যক্তিকে ভালবাসতে হুকুম করেছেন।[৩৭২]

সাহাবীগণ (রা.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল-াহ ! এঁরা কারা ?

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করলেন, তাঁরা হলেন, 'আলী, আবূযর, মিকদাদ ও সালমান ফারসী (রাদ্বি আল-াহু আনহুম)।

হাদীস নং-৯

হযরত জামি' ইবন 'উযায়র তামীমী (রা.) থেকে বর্ণিত,[৩৭৩] তিনি বলেন, আমি আমার ফুফির সাথে উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা সিদ্দিক্বা (রা.)-এর খেদমতে হাযির হলাম। হযরত 'আয়িশা (রা.)কে কেউ প্রশ্ন করলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর নিকট সব চেয়ে বেশী প্রিয় কে ছিলেন ? হযরত 'আয়িশা (রা.) বললেন, হযরত ফাতিমা (রা.)। পুরুষদের মধ্যে কে ? হযরত 'আয়িশা (রা.) বললেন, তাঁর স্বামী [হযরত 'আলী (রা.)] তিনি বেশী বেশী রোযা রাখতেন আর রাত্রিতে নফল নামায পড়তেন।

হাদীস নং-১০

হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৩৭৪]

---

[৩৭২]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮, সূত্র : তিরমিযী শরীফ।

[৩৭৩]. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬৬।

[৩৭৪]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯, ।

مَنْ اٰذٰى عَلِيًّا فَقَدْ اٰذَانِىْ

"যে 'আলীকে কষ্ট দিল বরং সে আমাকেই কষ্ট দিল"।

হাদীস নং-১১

ইমাম ত্বাবরানী (রহ.) হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৩৭৫]

مَنْ اَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَ مَنْ اَحَبَّنِىْ فَقَدْ اَحَبَّ اللّٰهَ وَمَنْ اَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ اَبْغَضَنِىْ وَ مَنْ اَبْغَضَنِىْ فَقَدْ اَبْغَضَ اللّٰهَ

"যে ব্যক্তি 'আলীকে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল সে আল-াহকে ভালবাসল, আর যে 'আলীর সাথে দুশমনী রাখল সে আমার সাথে দুশনী রাখল, আর যে আমার সাথে দুশমনী রাখল সে আল-াহর সাথে দুশমনী রাখল"।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি ভালবাসা কুরআনের দাবী, তাঁকে (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম) ভালবাসা ঈমানের প্রাণ। মাওলা 'আলীকে ভালবাসা নবীর ভালবাসার দলীল। 'আলীর প্রতি দুশমনী নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি দুশমনী পোষণ করা। বিষয়টি খুবই তাৎপর্যবহ।

হাদীস নং-১২

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে বলতে শুনেছি,[৩৭৬] مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِىْ

"যে ব্যক্তি 'আলীকে গালী দেয়, সে আামকেই গালী দেয়"।

হাদীস নং-১৩

ইমাম বায্যার, আবূ ইয়া'লা ও আবূ 'আবদুল-াহ হাকিম নিশাপুরী (রহ.) হযরত 'আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল-াল-াহু

---

[৩৭৫]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

[৩৭৬]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আমাকে ডেকে বলেছেন,[৩৭৭]

اِنَّ فِيْكَ مَثَلًا مِنْ عِيْسٰى

"তোমার মধ্যে 'ঈসা (আ.)-এর মত বৈশিষ্ট্য রয়েছে"।

আর তা হল, ইহুদীরা তাঁর প্রতি হিংসা বিদ্বেষ রাখত, এমনকি তাঁর মাতার প্রতি তুহমত-অপবাদ দিয়েছে। আর খৃষ্টানগণ তাঁকে এমন অতিরিক্ত মুহাব্বত করেছেন যে, তাঁকে আল-াহর পুত্র বানিয়ে ফেলেছে, অথচ তিনি তা নন।

অতঃপর 'আলী (রা.) বলেন,

اَلَا وَاِنَّهٗ يَهْلِكُ فِيَّ اِثْنَانِ - مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يُقَرِظُنِيْ بِمَا لَيْسَ فِيَّ -

وَ مُبْغِضٌ يَّحْمِلُهٗ شَنَانِيْ عَلٰى اَنْ يَّبْقِتَنِيْ

"সাবধান ! আমার ব্যাপারে দু'ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে, এক. ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি অতিরিক্ত মুহাব্বত করবে, প্রশংসা করবে এবং এমন কথা বলবে যা আমার নিকট নেই। দুই. আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী, যে আমার প্রতি দুশমনি বশত: অপবাদ দিবে"।

এ হাদীস শরীফ থেকে এক কথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, খারিজী সম্প্রদায় তাঁর প্রতি বিদ্বেষ বশত: অপবাদ দিয়েছে, আর শিয়া সম্প্রদায় তাঁকে মাত্রাতিরিক্ত গুণে গুণান্বিত করেছে। মূলত: কোনটি তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয়, তাঁর ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাই সঠিক ও যথার্থ।

হাদীস নং-১৪

হযরত 'আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৩৭৮]

اَنَّهٗ لَايُحِبُّنِيْ اِلَّا مُؤْمِنٌ وَ لَايُبْغِضُنِيْ اِلَّا مُنَافِقٌ

"নিশ্চয় আমাকে মু'মিন ব্যতীত কেউ মুহাব্বত করবে না, আর আমার সাথে মুনাফিক ব্যতীত কেউ দুশমনী রাখবে না"।

হাদীস নং-১৫

হযরত আবূ সা'ঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,[৩৭৯]

---

[৩৭৭]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

[৩৭৮]. ইমাম ইবন মাজাহ : আস-সুনান, পৃ. ১২

اِنْ كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِيْنَ نَحْنُ مَعْشَرُ الْاَنْصَارِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ

“আমরা আনসারগণ মুনাফিককে ‘আলীর প্রতি বিদ্বেষের কারণে চিনতে পারি”।

হাদীস নং-১৬

হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৩৮০]

لَايُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ

“কোন মুনাফিক ‘আলীকে ভালবাসবে না, এবং কোন মু’মিন তাঁর প্রতি বিদ্বেষ রাখবে না”।

বুঝা গেল হযরত ‘আলী (রা.)-এর প্রতি ভালবাসা ঈমানের বৈশিষ্ট্য, আর দুশমনী করা মুনাফিকের লক্ষণ।

হাদীস নং-১৭

হযরত ইবন ‘আদী (রা.) হযরত ‘আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৩৮১] عَلِيٌّ يَّعْسُوْبُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمَالُ يَعْسُوْبُ الْمُنَافِقِيْنَ

“হযরত ‘আলী মু’মিন-বিশ্বাসীদের বাদশাহ, এবং সম্পদ মুনাফিকদের বাদশাহ”।

হাদীস নং-১৮

হযরত হুবশী ইবন জুনাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৩৮২]

عَلِيٌّ مِنِّىْ وَ اَنَا مِنْ عَلِيٍّ وَ لَايُؤَدِّىْ عَنِّىْ اِلَّا اَنَا وَ عَلِيٌّ

“ ‘আলী আমার হতে, আমি ‘আলী হতে, আমার পক্ষ থেকে আদায় করা হয় না, কিন্তু ‘আলী অথবা আমি”।

হাদীস নং-১৯

---

[৩৭৯]. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৩।
[৩৮০]. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৩।
[৩৮১]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।
[৩৮২]. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১২।

হযরত 'ইমরান ইবন হোসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৩৮৩]

اِنَّ عَلِيًّا مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِىُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ

"নিশ্চয় 'আলী আমার হতে, আমি 'আলী হতে, এবং তিনি প্রত্যেক মু'মিনের ওলী"।

হাদীস নং-২০

হযরত আবূ সা'ঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৩৮৪]

يَا عَلِىُّ لَايَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَجْنُبَ فِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِىْ وَ غَيْرُكَ

"ওহে 'আলী আমি ও তুমি ব্যতীত এ মসজিদে নববীতে নাপাকী অবস্থায় প্রবেশ করা কারো জন্য বৈধ না"।

হাদীস নং-২১

ইমাম ত্বাবরানী (রহ.) হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৩৮৫]

عَلِىٌّ مَعَ الْقُرْاٰنِ وَالْقُرْاٰنُ مَعَ عَلِىٍّ لَايَفْتَرِقَانِ حَتّٰى يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ

" 'আলী কুরআনের সাথেই আছেন, কুরআনও 'আলীর সাথে আছেন, আর তারা উভয়ে হাউদ্বে কাউসারে পৌঁছা পর্যন্ড় পৃথক হবে না"।

'আল-ামা শায়খ মুহাম্মদ ইবন 'আলী সাব্বান (রহ.) ইবন সা'দ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে,[৩৮৬] হযরত 'আলী (রা.) বলেছেন, আল-াহর শপথ ! কুরআন মজীদে এমন কোন আয়াত নেই যার অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট (শানে

---

৩৮৩. শায়খ ওলী উদ্দীন আল-খত্বীব : মিসকাতুল মাসাবীহ, বাবু মানাকিবু আলী ২য় পরিচ্ছেদ।

৩৮৪. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১২।

৩৮৫. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪; 'আল-ামা শায়খ মুহাম্মদ ইবন 'আলী সাব্বান : রিসালাতু সাব্বান, পৃ. ১৫৯।

৩৮৬. 'আল-ামা শায়খ মুহাম্মদ ইবন 'আলী সাব্বান : রিসালাতু সাব্বান, পৃ. ১৬২।

নুযুল) আমার জানা নেই। আমি একথাও জানি, কোন আয়াত কোথায় ও কি জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। اِنَّ رَبِّیْ وَهَبَ لِیْ قَلْبًا عُقُوْلًا وَلِسَانًا نَاطِقًا

“নিশ্চয় আমার রব আমাকে এমন একটি কলব দিয়েছেন যা কথা মালা সংরক্ষণ করতে পারে এবং সুস্পষ্ট কথা বলার জন্য যবান দিয়েছেন”।

হযরত ‘আলী আরো বলেন,

سَلُوْنِیْ عَنْ كِتَابِ اللّٰهِ “আমার কাছে কুরআন মজীদ সম্পর্কে প্রশ্ন কর”।

মূলত : হযরত ‘আলী ঐ মহাজ্ঞানী যিনি কুরআন মজীদের প্রত্যেক হরফ ও বাক্য সম্পর্কে অবগত।

হাদীস নং-২২

ইমাম ত্বাবরানী (রহ.) ও হাকিম নিশাপুরী (রহ.) হযরত ইবন মাস‘উদ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৩৮৭]

اَلنَّظْرُ اِلٰی عَلِیٍّ عِبَادَةٌ “হযরত ‘আলীর দিকে চেয়েথাকা ইবাদত”।

হাদীস নং-২৩

ইমাম দারে কুত্বনী (রহ.) হযরত ইবন আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, عَلِیٌّ بَابُ حِطَّةٍ مَنْ دَخَلَ مِنْهُ كَانَ مُؤْمِنًا وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ كَانَ كَافِرًا [৩৮৮]

“হযরত ‘আলী (পাপ মোচনের) দরজা, যিনি ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেন তিনি মু’মিন, আর যে বের হয়ে যাবে সে কাফির”।

হাদীস নং-২৪

ইমাম বায়হাক্বী (রহ.) হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, عَلِیٌّ یَّزْهُوْ فِی الْجَنَّةِ كَكَوْكَبِ الصُّبْحِ لِاَهْلِ الدُّنْیَا [৩৮৯]

---

[৩৮৭]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩; ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০; মুহাম্মদ ইবন ‘আলী সাব্বান : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।

[৩৮৮]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

[৩৮৯]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

"হযরত 'আলী জান্নাতে এমনভাবে চমকাবে যেভাবে দুনিয়াবাসীর জন্য ভোরের তারকা চমকায়"।

হাদীস নং-২৫

ইমাম ত্বাবরানী (রহ.) হযরত ইবন মাস'উদ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৩৯০] اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی اَمَرَنِیْ اَنْ اُزَوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِیٍّ

"মহান আল-াহ আমাকে হুকুম দিয়েছেন ফাতিমাকে 'আলীর সাথে বিয়ে দিতে"।

হাদীস নং-২৬

ইমাম ত্বাবরানী (রহ.) হযরত জাবের ইবন 'আবদুল-াহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, আল-াহ তা'আলা প্রত্যেক নবীর সন্ড়ান-সন্ড়তি তাঁর পৃষ্ঠদেশে রখেছেন, আর আমার সন্ড়ান-সন্ড়তি হযরত 'আলীর পৃষ্ঠদেশে রেখেছেন। যেমনটি তিনি বলেছেন,[৩৯১]

وَجَعَلَ ذُرِّيَّتِیْ فِیْ صُلْبِ عَلِیِّ بْنِ اَبِیْ طَالِبٍ

"আমার সন্ড়ান-সন্ড়তি 'আলীর পৃষ্ঠদেশে রেখেছেন"।

হাদীস নং-২৭

হযরত আবূ সা'ঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৩৯২]

حُبُّکَ اِیْمَانٌ وَبُغْضُکَ نِفَاقٌ وَاَوَّلُ مَنْ یَّدْخُلُ الْجَنَّةَ مُحِبُّکَ وَاَوَّلُ مَنْ یَدْخُلُ النَّارَ مُبْغِضُکَ

"তোমার প্রতি ভালবাসা ঈমানের বৈশিষ্ট্য, তোমার প্রতি দুশমনী মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য, জান্নাতে সর্বপ্রথম সে ব্যক্তি প্রবেশ করবে যে তোমাকে ভালবাসে, দোযখে সে ব্যক্তিই প্রথম প্রবেশ করবে যে তোমার প্রতি দুশমনী রাখে"।

হাদীন নং-২৮

---

৩৯০. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

৩৯১. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

৩৯২. 'আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

হযরত ইবন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘আলীকে দেখে এরশাদ করেন,[৩৯৩]

اَنْتَ سَيِّدٌ فِى الدُّنْيَا وَ سَيِّدٌ فِى الْاٰخِرَةِ مَنْ اَحَبَّکَ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَ مَنْ اَبْغَضَکَ فَقَدْ اَبْغَضَنِىْ

“ওহে ‘আলী ! তুমি দুনিয়া ও আখিরাতের সরদার, যে ব্যক্তি তোমাকে ভালবাসবে নিশ্চয় সে আমাকেই ভালবাসল, যে তোমার সাথে দুশমনী রাখে সে আমার সাথে দুশমনী রাখল”।

সুতরাং বুঝা গেল, যিনি হযরত ‘আলী (রা.)-এর প্রেমিক তিনি নবীরও প্রেমিক, আর যে হযরত ‘আলীর দুশমন সে নবীরও দুশমন।

হাদীস নং-২৯

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর কাছে একটি ভুনা পাখি ছিল, (যা এক আনসারী মহিলা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে হাদিয়া দিয়ে ছিলেন) যখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ ফরমান,[৩৯৪]

اَللّٰهُمَّ ائْتِنِىْ بِاَحَبِّ خَلْقِکَ اِلَيْکَ يَأْكُلُ مِنِّىْ هٰذَا الطَّيْرِ فَجَاءَ هُ عَلِىٌّ فَاَكَلَ مَعَهٗ

“ওহে আল-াহ ! আপনি আমার কাছে এমন ব্যক্তিকে নিয়ে আসুন যাকে আপনি আপনার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে অধিক ভালবাসেন, যিনি আমার সাথে এ পাখিটি আহার করবেন। অত:পর ‘আলী (রা.) আসলেন অত:পর তাঁর সাথে ঐ পাখিটি আহার করলেন”।

হাদীস নং-৩০

হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ফতেহ মক্কার দিন হযরত ‘আলী (রা.)কে ডাকলেন এবং কানে কানে কথা বললেন, লোকেরা বলল, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আপন চাচাত ভাইয়ের কানে কানে কথা বলেছেন, তখন নবী করীম

---

[৩৯৩]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

[৩৯৪]. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৩।

সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করলেন,[৩৯৫]

مَا انْتَجَيْتُهُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ انْتَجَاهُ

"তার সাথে আমি কানে কানে কথা বলিনি বরং আল-াহ তা'আলা কানে কানে কথা বলেছেন"।

অর্থাৎ আল-াহ তা'আলার নির্দেশে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম 'আলীর সাথে কানে কানে কথা বলেছেন।

হাদীস নং-৩১

হযরত 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৩৯৬]

يَا عَلِيُّ كَيْفَ اَنْتَ اِذَا زَهَدَ النَّاسُ فِى الْاٰخِرَةِ وَرَغَبُوْا فِى الدُّنْيَا

"ওহে 'আলী ! ঐ সময় তোমার কি অবস্থা হবে, যখন লোক সকল আখেরাত ছেড়ে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হবে?

জনগণ হালাল-হারাম বিবেচনা না করে মিরাস সম্পতি ভোগ করবে এবং সম্পদকে অধিক ভালবাসবে, অর্থাৎ এমন সময় আসবে যখন জনগণ আখিরাতের চিন্ড়া ছেড়ে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়বে। খেলাফত বাদ দিয়ে রাজতন্ত্রের প্রতি আসক্ত হবে, হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য উঠে যাবে।

وَاتَّخَذُوْا دِيْنَ اللّٰهِ دَغَلًا وَ مَالَ اللّٰهِ دُوَلًا

"এবং আল-াহর ধর্মের সাথে খিয়ানত করা হবে, আল-াহর মালকে উলোট-পালট করে ফেলা হবে"।

তখন হযরত 'আলী (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল-াহ !

اَتْرُكُهُمْ حَتّٰى اَلْحَقَ بِكَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى

"আমি এ সমস্ড় লোকদের ছেড়ে দেব, এমন কি আমি আপনার নিকট চলে আসব"।

---

৩৯৫. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৪।

৩৯৬. মুহাম্মদ রেযা : আল-ইমাম 'আলী ইবন আবী তালিব রাবিউল খুলাফায়ির রাশিদীন, (বৈরুত ও দামিস্ক : মাত্বুয়া দারুল হিকমা) পৃ. ১৬।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বলেন,

صَدَقْتَ ـ اَللّٰهُمَّ اِفْعَلْ ذٰلِكَ بِهٖ

“তুমি সত্য বলেছ, ওহে আল-াহ ! তাকে এভাবে করে দিন”।

‘আল-ামা মু’মিন শিবলঞ্জী (রহ.) উলে-খ করেছেন যে,[৩৯৭] হিজরতের রাতে হযরত ‘আলী (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর চাদর মোবারকের নিচে শোয়ে রাত অতিবাহিত করেছেন, তখন আল-াহ তা‘আলা হযরত জিব্রাইল (আ.) ও হযরত মীকাইল (আ.)-এর কাছে ওহী অবতীর্ণ করলেন, আমি তোমাদেরকে একে অপরের ভাই বানিয়ে দিলাম, তোমাদের হায়াতকে একে অপরের চেয়ে লম্বা করে দিয়েছি, এখন তোমাদের মধ্যে কে নিজের হায়াত অপর ভাইকে দান করবে? তাঁরা উভয়ে আপন আপন হায়াত পছন্দ করলেন, কেউ কাউকে হায়াত দান করলেন না। তখন আল-াহ তা‘আলা তাঁরা উভয়কে ওহী করলেন, তোমরা উভয়ে কেন ‘আলীর মত হলে না? আমি হযরত ‘আলী ও প্রিয় হাবীবকে ভাই ভাই করে দিয়েছি, হযরত ‘আলী আপন জীবনের উপর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং নবীর চাদর মোবারকের নিচে জীবনবাজি রেখে শুয়ে গেছেন। তোমরা যাও, পৃথিবীতে গিয়ে হযরত ‘আলীকে দুশমন থেকে হেফাযত কর।

فَكَانَ جِبْرِيْلُ عِنْدَ رَأْسِهٖ وَ مِيْكَائِيْلُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ

হযরত জিব্রাইল হযরত ‘আলীর মাথা মোবারকের দিকে, হযরত মীকাইল তাঁর পায়ের দিকে সারা রাত দন্ডায়মান ছিলেন এবং উচ্চ আওয়াজে বলছেন, আপনার বাহাদুরী দেখে আমরা আশ্চর্যান্বিত। يُبَاهِيَ اللّٰهُ بِكَ الْمَلَائِكَةَ

“ওহে ‘আলী ! আপনার কারণে আল-াহ তা‘আলা ফিরিস্ড়াদের কাছে গর্ববোধ করছেন”।

তখন আল-াহ তা‘আলা নিম্ন বর্ণিত আয়াত অবতীর্ণ করেন,[৩৯৮]

---

[৩৯৭]. নুর“ল আবসার, পৃ. ৮৬।

[৩৯৮]. আ‘লা হযরত : প্রাগুক্ত, সূরা বাক্বারা, আয়াত নং ২০৭, পৃ. ৭৬।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ

“এবং কোন কোন মানুষ আপন আপন আত্মাকে বিক্রি করে আল-াহর সন্তুষ্টির তালাশে”।

বদর যুদ্ধে হযরত ‘আলী (রা.)-এর বীরত্ব :[৩৯৯]

বদর যুদ্ধের মধ্যে ৭০ জন কাফির নিহত হয়েছিল। তাদের মধ্যে ২১জন হযরত ‘আলী একাই হত্যা করেছিলেন। তম্মধ্যে-ত্বালহা ইবন আবি ত্বালহা, ‘আবদুল-াহ ইবন জমীল, আবুল হিকম ইবন আখলাস, সিবা‘উ ইবন ‘আবদুল ‘উয্যা, আবূ উমাইয়া ইবন মুগীরা প্রমুখ বাহাদুর অন্যতম। স্মর্তব্য যে, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘আলীকে অনেক যুদ্ধে ঝান্ডা প্রদান করেছেন, বদর যুদ্ধে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম করয ইবন জাবির ফিহরীর বির“দ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সাদা ঝান্ডা প্রদান করেছিলেন। হযরত ‘আলী (রা.) অনেক গাযওয়াতে শরীক হয়েছেন, তিনি সেখানে আযীমুশ শান বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন। তা দেখে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম খুব উৎফুল- হতেন।

উহুদের যুদ্ধে হযরত ‘আলী (রা.)-এর বীরত্ব :[৪০০]

উহুদের যুদ্ধে ত্বালহা ইবন ‘উসমান মুসলমানদেরকে ঠাট্টা করে বলতে লাগল ওহে মুহাম্মদের সঙ্গী-সাথীরা ! তোমরা মনে করে থাক যে, আল-াহ তা‘আলা তোমাদের তলোয়ারের মাধ্যমে অতিসত্তর আমাদেরকে দোযখে পাঠিয়ে দেবেন, তোমরা এটাও মনে কর যে, আমাদের তরবারী তোমাদেরকে বেহেস্ড়ে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ আমাদের তরবারী তোমাদের শহীদ করলে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

অত:পর সে গর্ব করে বলতে লাগল, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ যে তাড়াতাড়ি আমার তরবারীর মাধ্যমে বেহেস্ড়ে যেতে চাও? অথবা তার তরবারী আমাকে দোযখে পাঠিয়ে দেবে।

বাহাদুরীর এ প্রদর্শনী দেখে মাওলা ‘আলী বলে উঠলেন,

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا اُفَارِقُكَ حَتّٰى اُعَجِّلُكَ بِسَيْفِىْ اِلَى النَّارِ اَوْ تُعَجِّلُنِىْ بِسَيْفِكَ اِلَى الْجَنَّةِ

---

[৩৯৯]. মুহাম্মদ রেযা : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

[৪০০]. মুহাম্মদ রেযা : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

“সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ স্পন্দন ! ওহে ত্বালহা ইবন ‘উসমান! আমি তোমার থেকে পৃথকই হব না যতক্ষণ না আমার এ যুলফিক্বার তরবারী তোমাকে তাড়াতাড়ি দোযখে পৌঁছিয়ে দিবে। অথবা তোমার তরবারী আমাকে তাড়াতাড়ি বেহেস্ড়ে পাঠিয়ে দিবে”।

অত:পর হযরত ‘আলী (রা.) তার উপর এমন হায়দরী আক্রমণ করলেন যাতে তার পা কেটে যায় এবং মাটিতে পড়ে যায়, আর লজ্জাস্থান উম্মুক্ত হয়ে পড়ে, তখন ত্বালহা ইবন ‘উসমান বলল, اُنْشِدُکَ اللّٰہَ وَ الرَّحِمَ یَا اِبْنَ عَمِّ فَتَرَکَ عَلِیٌّ “ওহে চাচাত ভাই ! তোমাকে আল-াহ ও আত্মীয়তার ওয়াস্ড়ে বলছি, তখন হযরত ‘আলী ছেড়ে দিলেন”।

এ অবস্থা দেখে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম উচ্চ আওয়াজে আল-াহু আকবর বললেন, সাহাবীগণ হযরত ‘আলীকে বললেন, আপনি তাকে কেন ছেড়ে দিলেন? হযরত ‘আলী বললেন, সে যখন আল-াহ ও আত্মীয়তার ওয়াস্ড়ে দিলেন এবং তার লজ্জাস্থান উম্মুক্ত হয়ে গেল তখন আমার শরম এসে গেল তাই তাকে ছেড়ে দিলাম।

উহুদ যুদ্ধের অপর একটি ঘটনা :[৪০১]

উহুদের যুদ্ধে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর উপর আক্রমণের জন্য একদল মুশরিক অগ্রসর হল, তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘আলী (রা.)কে ডাক দিলেন, ওহে ‘আলী ! তাদের উপর হামলা কর, হযরত ‘আলী তাদের উপর হামলা করে তাদেরকে চত্রভঙ্গ করে দিলেন এবং ‘আমর ইবন ‘আবদুল-াহ আল-জুসাহীকে নিহত করলেন।

অত:পর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম দেখলেন অপর একদল মুশরিক নবীজীকে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে, তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘আলীকে বললেন, হামলা কর, হযরত ‘আলী হামলা করে তাদেরকে চত্রভঙ্গ করে দিলেন এবং আমের গোত্রের শায়বা ইবন

[৪০১]. মুহাম্মদ রেযা : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬।

মালিককে হত্যা করে ফেললেন। এ অবস্থা দেখে হযরত জিব্রাইল (আ.) নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর খেদমতে আরয করলেন, يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذِهِ لِلْمَوَاسَاةِ “ওহে আল-াহর রাসূল ! এটা হল হামদরদী, সাহায্য।

অর্থাৎ হযরত জিব্রাইল (আ.) হযরত ‘আলী (রা.)-এর বীরত্ব দেখে অবাক হলেন, তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ ফরমান, اِنَّهُ مِنِّىْ وَ اَنَا مِنْهُ “হযরত ‘আলী আমার হতে, আর আমি তার থেকে”।

হযরত জিব্রাইল (আ.) বললেন, وَاَنَا مِنْكُمَا “আমি আপনাদের উভয়ের”

তাঁরা সকলে এই আওয়াজ শুনতে পেলেন,

لَا سَيْفَ اِلَّا ذُوْ الْفِقَارِ + لَا فَتٰى اِلَّا عَلِىٌّ

“যুলফিক্বার তরবারীর মত কোন তরবারী নেই, হযরত ‘আলীর মত কোন বীর পুরুষ যুবক নেই”।

হযরত জিব্রাইল (আ.) হযরত ‘আলী (রা.)-এর বাহু ধরলেন :[৪০২]

হযরত ‘আলী (রা.) এরশাদ করেছেন, উহুদের যুদ্ধে আমার শরীরে সতেরটি আঘাত লেগেছিল, যখন চতুর্থ আঘাত পেলাম তখন আমি পড়ে গেলাম, তখন খুব সুন্দর সুগন্ধিযুক্ত এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, তিনি আসলেন, আমার বাহু ধরে দাড় করালেন এবং আমাকে বললেন, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর, তুমি আল-াহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারী, তারা উভয়ে তোমার উপর সন্তুষ্ট।

হযরত ‘আলী বলেন, আমি যখন এ ঘটনা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে বললাম, তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ ফরমান,

يَا عَلِىُّ اَقَرَّ اللّٰهُ عَيْنَيْكَ جِبْرِئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ

“ওহে ‘আলী ! আল-াহ তোমার চক্ষু শীতল রাখুন। ঐ ব্যক্তি হযরত জিব্রাইল (আ.)

হযরত ‘আলী (রা.) ও ‘আমর ইবন ‘আবদ উদ্-এর লড়াই :[৪০৩]

---

[৪০২]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

এক বিশাল কাফির বাহিনীর সাথে মুসলমানদের মধ্যে আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানগণ মদীনা মোনাওয়ারা সুরক্ষায় মদীনার যে পার্শ্বে সমতল ভূমি সেদিকে হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর পরামর্শ অনুযায়ী পরিখা খনন করেন, উলে-খ্য যে, মদীনা তিনদিক দিয়ে পাহাড় বেষ্টিত ছিল। পরিখার যেদিকে একটু কম প্রসস্থ ছিল সেদিকে ‘আমর ইবন ‘আবদ উদ্, ‘ইকরামা ইবন আবূ জাহাল, হুবায়রা ইবন আবি ওহাব, নওফল ইবন ‘আবদুল-াহ পরিখা পার হয়ে মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসল। ‘আমর ইবন ‘আবদ উদ্ বিশ্ববিখ্যাত বীর পুর“ষ ছিল। সে তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য মুসলমান সৈন্য তলব করল। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ডাক দিলেন কে পারবে ঐ কমবখতের সাথে মোকাবেলা করতে ? তখন হযরত ‘আলী (রা.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল-াহ ! আমিই তার সাথে মোকাবেলা করব, কিন্তু নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম তাঁকে অনুমতি দিলেন না। ঐ দিকে কাফিরের বাচ্চা ‘আমর ইবন ‘আবদ উদ্ মোকাবেলার হুংকার দিল, মাওলা ‘আলী আবার অনুমতি চাইলেন কিন্তু নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম অনুমতি দিলেন না। তৃতীয়বার ‘আমর ইবন ‘আবদ উদ্ হুংকার দিয়ে বলল, তোমাদের মধ্যে আমার সাথে মোকাবেলা করবে যে এধরনের কোন বীর পুর“ষ নেই? এবার নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘আলীকে অনুমতি দিলেন এবং নিজে হযরত ‘আলীকে যুদ্ধের পোষাক পরিধান করালেন, পাগড়ী বাধলেন তারপর দু‘আ করলেন,

اَللّٰهُمَّ اَعِنْهُ عَلَيْهِ “ওহে আল-াহ ! ‘আলীকে ঐ কাফিরের বির“দ্ধে সাহায্য কর“ন”।

অত:পর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আল-াহর দরবারে দু’হাত তুলে ফরিয়াদ জানালেন, ওহে

---

[৪০৩]. কাওকাবুদ দুররি ফী ফাদ্বায়িলে ‘আলী, পৃ. ৪৪২।

আল-াহ ! বদর যুদ্ধে ‘উবায়াদা, উহুদের দিন আমীর হামযাকে আমার থেকে নিয়ে গেছেন, এই ‘আলী আমার ভাই, আমার চাচার ছেলে,

لَاتَذَرْنِىْ فَرَدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ

“ওহে আল-াহ ! আপনি আমাকে একাকী ছেড়ে দেবেন না, আপনি উত্তম ওয়ারিস”।

হযরত ‘আলী বীর পুরুষের মত তার দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন, ওহে ইবন ‘আবদ উদ্, তুমি বলেছ তিনটি প্রশ্ন কর আমাকে, আমি একটি গ্রহণ করে নেব। ইবন ‘আবদ উদ্ বলল, হ্যাঁ। হযরত ‘আলী বললেন, তোমাকে আমি তিনটি প্রশ্ন করব, প্রথম প্রশ্ন হল, তুমি ইসলাম কবুল কর, সে উত্তর দিল, এটা সম্ভব না। হযরত ‘আলী বললেন, দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, লড়াই থেকে ফিরে যাও, আপন ঘরে ফিরে যাও, সে উত্তর দিল, এ রকম করলে কুরাইশ রমণীগণ আমার সাথে কথাও বলবে না। হযরত ‘আলী বললেন, তৃতীয় প্রশ্ন হল, তুমি ঘোড়া থেকে নেমে আমার সাথে যুদ্ধ কর। সে এ কথা শুনে হেসে দিয়ে বলল, তাহলে একথা, সে বলতে লাগল আরবের মধ্যে কেউ আমাকে এমন প্রশ্ন করবে তা আমার ধারণাই ছিল না। সে বলল, তুমি ফিরে যাও, তোমার পিতা আমার দোস্ড় ছিল, আমি চাইনা তোমার রক্তে আমার হাত রঞ্জিত হউক, হযরত ‘আলী বললেন, আমি চাই তোমার রক্তে আমার হাত রঞ্জিত হউক, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। ‘আমর ইবন ‘আবদ উদ্ একথা শ্রবণ করে খুবই রাগান্বিত হল, অত:পর ঘোড়া থেকে নেমে হযরত ‘আলীর উপর হামলা করে দিল, হামলা এমন প্রচন্ড ছিল যা হযরত ‘আলীর মাথা পর্যন্ড় পৌঁছে যায়। হযরত ‘আলী নিজেকে সামলে নিয়ে যুলফিক্বার তরবারী দিয়ে ইবন ‘আবদ উদ্কে এমন এক আঘাত হানলেন যাতে ঐ কাফিরের ধর থেকে মাথা পৃথক হয়ে গেল। সুবহানাল-াহ ! অত:পর হযরত ‘আলী উচ্চস্বরে আল-াহু আকবর বললেন, যখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘আলীর তাকবীর শ্রবণ করলেন তখন বুঝলেন ঐ কাফিরের কিচ্ছা খতম।

কাফির সরদার আবূ সুফইয়ান যখন ‘আমর ইবন ‘আবদ উদ্-এর নিহতের সংবাদ পেল তখন সে সৈন্য-সামন্ড় নিয়ে পলায়ন করল।

ক্ষমাশীল হযরত 'আলী (রা.) :[৪০৪]

জালালুদ্দীন রুমী (রহ.) মসনবী শরীফে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, কোন এক যুদ্ধে হযরত 'আলী (রা.) কাফির সৈন্যের উপর আক্রমণ করে পরাস্ড় করেন, তিনি চাচ্ছিলেন কাফিরের মাথা কেটে নেয়ার জন্য, এরি মধ্যে ঐ কাফির হযরত 'আলীর মুখে থুথু নিক্ষেপ করলেন, ফলে হযরত 'আলী তাকে ছেড়ে দিলেন। হযরত 'আলীর এমন দয়া আর মেহেরবানী দেখে সে হয়রান হয়ে গেল এবং হযরত 'আলীকে বলল, আপনি আমার উপর তরবারী উত্তোলন করেছিলেন, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন তার হেতু কি ? আমার তো দূর্ভাগ্য এসেছিল, কিন্তু আপনি আমার উপর দয়া করলেন, হযরত 'আলী উত্তর দিলেন, আমি আল-াহর সন্তুষ্টির জন্য তরবারী চালনা করি, আমি আল-াহর বান্দা, আমি নিজের নফসের আনুগত্য করি না। যেহেতু তুমি আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করেছ তাই আমার মনে ক্রোধ এসেছে, প্রতিশোধ স্প্রিহা এসেছে যা খুলুসিয়তের পরিপন্থি। সেহেতু আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি। তাঁর একথা শুনে ঐ কাফির মুসলমান হয়ে গেলেন।

খায়বার যুদ্ধে হযরত 'আলী (রা.)-এর কৃতিত্ব :

খায়বারের যুদ্ধে মুসলমানগণ অনেক দিন যাবৎ ইহুদীদের ঘেরাও করে রেখেছিলেন, একদিন সন্ধ্যায় নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ঘোষণা করলেন, আগামীকাল এমন ব্যক্তিকে ইসলামী দলের ঝান্ডা দেয়া হবে যাকে আল-াহ-রাসূল ভালবাসেন। সব যোদ্ধাই ব্যাকুল ছিলেন ঝান্ডা পাওয়ার জন্য, সকাল হল, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম চতুর্দিকে তাকালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'আলী কোথায় ? বলা হল, তিনি গতকাল যুদ্ধে চোখে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আসলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম তাঁর চোখ দেখলেন, অতঃপর চোখের মধ্যে থুথু মোবারক লাগিয়ে দিলেন, তিনি সাথে সাথে এমন ভাবে সুস্থ্য হলেন, যেন তাঁর চোখে কোন

---

[৪০৪]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : খোলাফায়ে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম, পৃ. ২৯৮।

আঘাতই হয়নি। অতঃপর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম তাঁর হাতেই যুদ্ধের ঝান্ডা তুলে দিলেন।

হযরত ‘আলী হায়দরী শক্তি নিয়ে প্রথমে শক্তিশালী মযবুত দূর্গটির দরজায় গমন করলেন অতঃপর দূর্গের দরজাটি এমন ভাবে টান দিলেন যাতে দরজা খুলে গেল। হযরত জাবির ইবন ‘আবদুল-াহ (রা.) বলেন,[৪০৫]

حَمَلَ عَلِيٌّ بِنِ الْبَابَ عَلٰى ظَهْرِهٖ حَتّٰى صَعِدَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ فَفَتَحُوْهُ

اِنَّهُمْ جَرُّوْهُ بَعْدَ ذٰلِكَ ـ فَلَمْ يَحْمِلْهُ اِلَّا اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا

“হযরত ‘আলী খায়বার যুদ্ধে দূর্গের দরজাটি পীঠে তুলে নিলেন, এমনকি মুসলিম সৈন্যরা ঐ দরজার উপর আরোহণ করে কিল-ায় ঢুকে ইহুদীদের পরাজিত করে জয় লাভ করেন। অতঃপর হযরত ‘আলী ঐ দরজাটি দূরে নিক্ষেপ করলেন। পরবর্তীতে দেখা গেল ঐ দরজা উঠাতে চলি-শজন যুবক লেগেছিল। আল-াহ তা‘আলা হযরত ‘আলী (রা.)-এর হাতেই খায়বার বিজয় দান করলেন।

এখানে চিন্ড়ার বিষয় হল- হযরত ‘আলী (রা.)-এর বাতিনী শক্তি, যে দরজা তিনি একাই উপড়ে ফেলেছিলেন তা চলি-শজন যুবক তুলতে লেগেছিল, সুতরাং বুঝা গেল হযরত ‘আলী (রা.) চলি-শজন যুবকের শক্তি রাখতেন।

হাদীস নং-৩২

হযরত ‘আলী (রা.) থেকে বর্ণিত,[৪০৬]

وَالَّذِىْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ اِنَّهٗ لَعَهْدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ اِلٰى اَنَّهٗ

لَايُحِبُّنِىْ اِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِىْ اِلَّا مُنَافِقٌ

“ঐ মহান সত্ত্বার শপথ, যিনি বীজ থেকে গাছ এবং গাছ থেকে ফল বের করেন সকল কিছুর মূল, অদৃশ্যের সংবাদ দাতা নবী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ওহে ‘আলী! মু’মিন-বিশ্বাসী তোমাকে ভালবাসবেন আর মুনাফিক কপট ব্যক্তি তোমাকে ঘৃণা করবে”।

বুঝা যাচ্ছে, হযরত ‘আলী (রা.)-এর প্রতি ভালবাসা ঈমানদারের লক্ষণ আর তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফিকদের লক্ষণ। এখন প্রশ্ন হলো মুনাফিক

---

[৪০৫]. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : তারীখুল খোলাফা, পৃ. ১৬৭।

[৪০৬]. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০; ইমাম মুসলিম (রহ.) : আল-জামি‘ আস-সহীহ দ্র.

কিভাবে সনাক্ত করার যাবে ? এর ফয়সালা সাহাবীগণ (রা.) প্রদান করেছেন, ইমাম তিরমিযী (রহ.) বর্ণনা করেছেন,[৪০৭]

كُنَّا نُعْرِفُ الْمُنَافِقِيْنَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيًا

"আমরা মুনাফিকদের চিনতাম- 'আলীর প্রতি বিদ্বেষের কারণে"।

হাদীস নং-৩৩

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহ.) তারীখুল খোলাফা গ্রন্থে[৪০৮] মুসনাদে ইমাম আহমদ (রহ.) আবূ আবদুল-াহ হাকিম নিশাপুরী (রহ.)-এর মুসতাদারাক গ্রন্থে সৈয়্যদুনা আবূ সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

اِنَّکَ تُقَاتِلُ عَلٰی الْقُرْاٰنِ کَمَا قَاتَلْتُ عَلٰی تَنْزِيْلِهٖ

"কাফিরগণ যখন কুরআন অবতরণ নিয়ে বিতর্ক করেছিল যে, সেটা আল-াহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়নি, তখন আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করেছি অনুরূপ তুমিও যুদ্ধ করবে কুরআন হিফাযত নিয়ে"।

অর্থাৎ ওহে 'আলী : তুমি তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যারা কুরআনের অপব্যাখ্যা করে, আর নিজেদের মনগড়া মতবাদ প্রচার করে।

হাদীস নং-৩৪

হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত,[৪০৯] তিনি বলেন, আমি দরবারে রেসালতে বসা অবস্থায় ছিলাম, এমতাবস্থায় হঠাৎ হযরত 'আলী ও হযরত 'আব্বাস (রা.) উপস্থিত হয়ে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে মোলাকাতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তাঁরা দু'জনেই হযরত উসামা (রা.)কে বললেন, তুমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম থেকে আমাদের জন্য অনুমতি নিয়ে এসো, হযরত উসামা (রা.) বলেন, আমি দরবারে নবুয়্যতে উপস্থিত হয়ে তাঁদের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল-াহ! 'আলী ও আপনার চাচা আব্বাস এসেছেন, তাঁরা আপনার

---

৪০৭. ইমাম তিরমিযী (রহ.) : আল-জামি' দ্র.; জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : তারীখুল খোলাফা, পৃ. ১৭০।

৪০৮. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০।

৪০৯. তরজুমানুস সুন্নাহ, খ. ৪, পৃ. ৪৫৩-৪৫৪, সূত্র : ইমাম তিরমিযী : আল-জামি'।

সাক্ষাতের অনুমতি চাচ্ছেন। তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ ফরমান, لٰكِنِّىْ اَدْرِىْ - اِئْذَنْ لَهُمَا - আমি কিন্তু তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য জানি। ঠিক আছে- তাঁদের আসতে বল।

সুতরাং তাঁরা উভয়ে এসে পড়লেন এবং আরযি পেশ করলেন, ইয়া রাসূলাল-াহ! আমরা একথা জানার জন্য এসেছি যে, আপনার ঘরের বাসিন্দাদের মধ্যে আপনি কাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন ? নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করলেন, আমার মেয়ে ফাতিমাকে বেশী ভালবাসি। তাঁরা বললেন, আমাদের উদ্দেশ্য এটা নয়। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বললেন, তারপর আমি উসামা ইবন যায়দকে বেশী ভালবাসি। যাঁর উপর আল-াহ তা‘আলা ইহসান করেছেন। তাঁরা বললেন, তারপর কাকে ভালবাসেন ? নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বললেন, ‘আলী ইবন আবি তালিবকে বেশী ভালবাসী। একথা শুনে হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَعَلْتَ عَمَّكَ اٰخِرَهُمْ “ওহে আল-াহর রাসূল! আপনি আপন চাচাকে সবার পরে স্থান দিলেন”।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করলেন, اِنَّ عَلِيًّا سَبَقَكَ بِالْهِجْرَةِ “নিশ্চয় ‘আলী আপনার আগে হিজরত করেছেন”।

হাদীস নং-৩৫

মাওলা ‘আলী শেরে খোদা (রা.) বলেন,[৪১০] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আমাকে সাথে নিয়ে আল-াহর ঘর খানায়ে কা‘বায় প্রবেশ করলেন, আর এরশাদ করলেন, বসে পড়, আমি বসে গেলাম, তিনি আমার কাঁধের উপর উঠে পড়লেন, আমি তাঁকে নিয়ে উঠতে চাইলাম, কিন্তু তিনি বুঝে গেলেন আমার অসুবিধা হচ্ছে, এটা দেখে তিনি আমার কাঁধ থেকে নেমে গেলেন, অতঃপর তিনি আমার সামনে বসে গেলেন

[৪১০]. তরজুমানুস সুন্নাহ, খ. ২, পৃ. ৩৪৯-৩৫০, সূত্র : ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ।

এবং বললেন, তুমি আমার কাঁধে উঠ, আমি তাঁর কাঁধ মোবারকে উঠে গেলাম, তিনি আমাকে নিয়ে উঠে দাড়ালেন, হযরত ‘আলী (রা.) বলেন,

اِنِّیْ شِئْتُ لَنِلْتُ اُفُقَ السَّمَاءِ حَتّٰی صَعِدْتُ عَلَی الْبَیْتِ

“আমি ইচ্ছে করলে আসমানে হাত লাগাতে পারতাম। (আমার এটাই মনে হয়েছিল) তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম) এত উঁচু হলেন যে, আমি আল-াহর ঘরে উঠে গেলাম”। সে বায়তুল-াহ শরীফে অনেক মুর্তি ছিল, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করলেন এগুলো নিক্ষেপ কর, আমি মুর্তিগুলো নিক্ষেপ করলাম, ফলে সেগুলো আয়নার মত ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

সুতরাং বুঝা গেল- নবুয়্যতের কাঁধ মোবারক এমনটি বৈশিষ্ট্য মন্ডিত যে, হযরত ‘আলী (রা.) ইচ্ছা করলেই আসমান ছুঁতে পারতেন। আর তাঁর হাতে মুর্তির বিনাস ও ধ্বংস হল।

অতএব উরোক্ত হাদীস শরীফ ও আলোচনার মাধ্যমে বুঝা গেল একমাত্র মুনাফিকগণ হযরত ‘আলী (রা.)কে ঘৃণা করবে আর মু’মিনগণ তাঁকে মুহাব্বত করবেন, ভালবাসবেন। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন তোমরা মুনাফিককে “সৈয়্যদ” বল না যে প্রকৃত সৈয়্যদ হলেও, কেননা এটা বলার কারণে স্বয়ং আল-াহ তা‘আলা অসন্তুষ্ট হন।[৪১১]

ঐ মহান কাঁধে ইতিপূর্বে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রা.)ও চড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন

হযরত ‘আলী (রা.)-এর কারামাত :

বেলায়তের সম্রাট হযরত ‘আলী (রা.) থেকে অনেক কারামাত প্রকাশিত হয়েছে। তম্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপিত করা হল-

এক মিথ্যুকের বির“দ্ধে হযরত ‘আলী (রা.)-এর বদ দু‘আ :

ইমাম ত্বাবরানী (রহ.) “আল-আওসাত্ব” গ্রন্থে, আবূ নু‘আইম ইস্পাহানী “দালাইলুন নবুয়্যত” গ্রন্থে হযরত রাযান (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,[৪১২]

---

[৪১১]. তরজুমানুস সুন্নাহ, খ. ২, পৃ. ২৯৪, সূত্র : সুনানে আবূ দাউদ।

[৪১২]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : খোলাফায়ে রাসূল (দ.) পৃ. ৩০৭।

হযরত ‘আলী (রা.) কোন এক ব্যক্তির সাথে কথা বলছিলেন, সে ব্যক্তি হযরত ‘আলীকে মিথ্যার অপবাদ দিল। হযরত ‘আলী (রা.) বললেন, মিথ্যা তো তুমিই বলেছ। সে এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে দিল, হযরত ‘আলী (রা.) বললেন, আমি তোমার জন্য বদ দু‘আ করব, সে বলল, আপনার বদ দু‘আ আমার কোন ক্ষতি করবে না। তখন হযরত ‘আলী (রা.) ঐ মিথ্যাবাদীর জন্য বদ দু‘আ করলেন, বদ দু‘আ সাথে সাথে কবুল হয়ে গেল, ফলে সে ব্যক্তি অন্ধ হয়ে গেল।

ডুবে যাওয়া সূর্য পুনরায় উদিত হওয়া :

একদিন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আসর নামায শেষে হযরত ‘আলী (রা.)-এর কোলে মাথা মোবারক রেখে আরাম ফরমাচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় ওহী অবতীর্ণ শুর হয়ে গেল। অথচ তখনো হযরত ‘আলী আসর নামায আদায় করেননি। এরি মধ্যে সূর্য ডুবে গেল, ওহী অবতীর্ণও সমাপ্ত হল, তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘আলীর নামায আদায়ের উদ্দেশ্য আল-াহর দরবারে এ দু‘আ করলেন।[৪১৩]

اَللّٰهُمَّ اِنَّهٗ كَانَ فِىْ طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُوْلِكَ فَارْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ

“ওহে আল-াহ! এ ব্যক্তি আপনার এবং আপনার রাসূলের আনুগত্যের মধ্যে ছিল, তাঁর জন্য সূর্যকে ফিরিয়ে দিন”। فَطَلَعَتْ بَعْدَ مَاغَرَبَتْ

“সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পুনরায় উদিত হল”।

দ্বিতীয়বার :

‘আল-ামা ‘আবদুর রহমান জামি (রহ.) স্বীয় প্রসিদ্ধ কিতাব “শাওয়াহিদুন নবুয়্যত” গ্রন্থে উলে-খ করেছেন যে,[৪১৪] একদিন হযরত ‘আলী (রা.) সাথীদের নিয়ে ফোরাত নদী পার হলেন, এরি মধ্যে সূর্য স্ড়মিত হল, কেউ আসরের নামায আদায় করতে পারেনি। তখন সকলে অস্থির, এমতাবস্থায় হযরত ‘আলী (রা.) মহান আল-াহর দরবারে দু‘আ করলেন ফলে আল-াহ তা‘আলা পুনরায় সূর্য উদিত করে দিলেন, তাঁরা সকলে আসরের নামায আদায় করলেন, অতঃপর সূর্য আবার ডুবে গেল।

---

[৪১৩]. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

[৪১৪]. ‘আল-ামা ‘আবদুর রহমান জামি : শাওয়াহিদুন নবুয়্যত (উর্দু) পৃ. ২৯৬।

ফোরাত নদীর অবাধ্যতা : [৪১৫]

একবার ফোরাত নদীর পানিতে চতুর্দিকে সায়লাব হয়ে গেল। ক্ষেত-কামার বিনষ্ট হয়ে গেল। তখন জনগণ আমীর ল মূ'মিনীন হযরত 'আলী (রা.)-এর দরবারে এসে অভিযোগ দিল। অভিযোগ শুনে তিনি উঠে ঘরে প্রবেশ করলেন। জন সাধারণ ঘরের দরজায় তাঁর জন্য অপেক্ষামান। আচমকা তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর জুব্বা মোবারক পরিধান করলেন, মাথায় পাগড়ী বাঁধলেন এবং লাঠি মোবারক হাতে নিলেন এবং ঘর থেকে বের হলেন, একটি ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। জনগণও তাঁর সাথে আছেন, ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.)ও সাথে আছেন, যখন তিনি ফোরাত নদীর উপকুলে আসলেন তখন ঘোড়া থেকে নেমে দু'রাকা'আত নামায আদায় করলে অতঃপর লাঠি মোবারক হাতে নিয়ে ফোরাতের কিনারায় চলে আসলেন এবং লাঠি দ্বারা পানির দিকে ইশারা করলেন ফলে পানি এক গজ কমে গেল, তিনি জনগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এখন হবে কি না ? জনগণ বললেন, না, আমির ল মু'মিনীন। তিনি পুনরায় লাঠি দিয়ে পানির দিকে ইশারা করলেন, ফলে পানি আরো কমে গেল, তৃতীয়বারও ইশরা করলেন, ফলে পানি একেবারে কমে গেল, তখন জনগণ বললেন, আমির ল মু'মিনীন এখন আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

পানির গোপন ফোয়ারা : [৪১৬]

মাওলায়ে কায়েনাত হযরত 'আলী (রা.) সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে সৈন্যদের নিয়ে পানির জন্য খুব কষ্টে নিপতিত হয়েছিলেন। পানির পিপাসায় সৈন্যগণ কাতর হয়ে পড়েছিল। এদিক সেদিক অনেক তালাশ করার পরও পানির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। এরি মধ্যে হযরত 'আলী দেখতে পেলেন একটি গীর্জা। তিনি গীর্জার বাসিন্দা পাদ্রীকে পানির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। পাদ্রী বললেন, এখান থেকে কিছুদূর গেলে পানির সন্ধান পাবেন, তখন সৈন্যগণ ঐখানে যাওয়ার জন্য হযরত 'আলীর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি বললেন, ওখানে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর খচ্ছরে আরোহণ করে পশ্চিম দিকে কিছুদুর অগ্রসর হলেন এবং এখানে মাটি খনন কর, মাটি খনন করে দেখা গেল

---

[৪১৫]. 'আল-ামা 'আবদুর রহমান জামি : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২।

[৪১৬]. 'আল-ামা 'আবদুর রহমান জামি : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭-২৮৮।

পাথর। তাঁরা অনেক চেষ্টা করেও পাথরটি সরাতে পারলেন না। সৈন্যরা অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু পাথর সরানো গেল না। তখন তাঁর জজবা গালিব হল, তিনি নীচে নেমে বললেন, এ পাথরের নীচে পানি আছে। তিনি হাত দিয়ে খুব জোরে পাথর টান দিলেন ফলে পাথর সরে গেল। দেখা গেল খুবই ঠান্ডা মিষ্টি পানি বের হয়ে আসল। খুবই পরিস্কার পানি, এ ধরনের পানি তাঁরা এ সফরে আর পায়নি। নিজেরা সবাই পানি পান করলেন, সাওয়ারীদেরও পান করালেন, মশকেও ভরে নিলেন, অতঃপর হযরত 'আলী আবার ঐ পাথর যথাস্থানে রেখে দিলেন এবং বললেন, এখানে মাটি ঢেলে দাও, গীর্জার পাদ্রী এ ঘটনা দেখে হযরত 'আলী (রা.)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আপনি কি ফিরিস্ড়া ? হযরত 'আলী বললেন, না, তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, আপনি কি নবী ? হযরত 'আলী বললেন, না। পাদ্রী আবার বললেন, তাহলে আপনি কে ? হযরত 'আলী বললেন, আমি শেষ নবীর সাহাবী ও ওছী। অর্থাৎ নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আমাকে কতেক বিষয়ে ওছীয়ত করে গেছেন, পাদ্রী বললেন, হাত দিন, পাদ্রী আমিরুল মু'মিনীন হযরত 'আলী (রা.)-এর হাতের উপর হাত রেখে কালিমা শরীফ পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন, হযরত 'আলী (রা.) পাদ্রীকে বললেন, আপনি এত বছর ইসলাম কেন গ্রহণ করেননি ? পাদ্রী বললেন, মূলত: এ গীর্জা অত্র কূপের পাথর দূর করে পানি বেরকারীর জন্য প্রতিষ্ঠিত। আমার পূর্বেও অনেক পাদ্রী এখানে অবস্থান করেছেন, কেননা আমরা আমাদের কিতাবে পেয়েছি এখানে একটি গোপন কূপ রয়েছে, যার উপর একটি ভারী পাথর রয়েছে যা কোন নবী অথবা নবীর ওছীই কেবল সরাতে পারবেন। আমি যখন আপনাকে উক্ত পাথর সরাতে দেখলাম তখন আমার আশা পূর্ণ হয়ে গেল। সুবহানাল-াহ ! একথা শুনে হযরত 'আলী আল-াহ তা'আলার প্রশংসা করলেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং ক্রন্দন করলেন এ বলে যে, পূর্ববর্তী কিতাবের মধ্যে আমার নাম যিকির আছে। ঐ পাদ্রী মুসলমান হয়ে পরবর্তীতে হযরত 'আলী (রা.)-এর একান্ড় অনুগামী হয়ে পড়েছিলেন, হযরত 'আলীর পার্শ্বে থেকে সিরিয়াবাসীদের যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়ে যান। হযরত 'আলী আপন হাতে দাফন করেন এবং তাঁর জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেন।

গোয়েন্দার চোখ অন্ধ হয়ে গেল :[৪১৭]

হযরত ‘আলী (রা.) এক ব্যক্তির ব্যাপারে এ আপত্তি আনলেন, যে ব্যক্তি আমাদের গোপন তথ্য বিরোধীদের জানিয়ে দিচ্ছে, সে ব্যক্তি এ আপত্তি অস্বীকার করল। হযরত ‘আলী (রা.) বললেন, তাহলে তুমি শপথ করে বল, সে ব্যক্তি শপথ করল। হযরত ‘আলী বললেন, তুমি যদি মিথ্যা শপথ করো তাহলে তুমি অন্ধ হয়ে যাবে। এক সপ্তাহের মধ্যে দেখা গেল সে ব্যক্তি অন্ধ হয়ে গেছে।

হযরত মীকিল ইবন যিয়াদ (রা.) :[৪১৮]

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ হযরত মীকিল ইবন যিয়াদ (রা.)কে ডেকে পাঠালো, কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করলেন, নিজে নিজে বলতে লাগলেন আমি তো জীবন সায়াহ্নে এসে গেছি, তিনি রাষ্ট্র থেকে যে সব সুবিধা ভোগ করতেন তা ফেরৎ দিলেন, তিনি চিন্ড়া করলেন আমার কারণে আমার গোত্রের সবাই কষ্ট ভোগ কর“ক তা আমি চাই না, ফলে তিনি অনেক ভেবে চিন্ড়ে হাজ্জাজের দরবারে গেলেন হাজ্জাজ তাঁকে বলল, আমি তোমাকে সোজা করে দেব অর্থাৎ মেরে ফেলব, হযরত মীকিল (রা.) বললেন, আমার সামান্য হায়াত আছে তুমি যা ইচ্ছে তা করতে পার, কিন্তু মনে রাখবে আমার মৃত্যুর পর হিসাব হবে, আর জেনে রাখো ! আমাকে আমির“ল মু’মিনীন হযরত ‘আলী (রা.) বলেছেন, আমার হত্যাকারী হাজ্জাজই হবে। একথা শুনা মাত্রই হাজ্জাজ তাঁকে শহীদ করে দিল।

হযরত ‘আলী (রা.)-এর গোলাম হযরত ক্বাম্বার (রা.)-এর শাহাদাত :[৪১৯]

হযরত ক্বাম্বার (রা.) ছিলেন হযরত ‘আলী (রা.)-এর একনিষ্ট খাদেম, তিনি তাকওয়া-পরহেযগারীতে অনন্য ছিলেন, তিনিও হযরত ‘আলী থেকে এ গোপন কথা জেনে গিয়েছিলেন যে, তাঁকে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ হত্যা করবে। পরবর্তীতে দেখা গেল সত্যিই তাঁকে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ শহীদ করে দিয়েছে।

---

৪১৭. ‘আল-ামা ‘আবদুর রহমান জামি : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭-২৮৮।

৪১৮. ‘আল-ামা ‘আবদুর রহমান জামি : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২।

৪১৯. পীর সৈয়্যদ হোসাইন চিস্ড়ী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫।

হযরত ‘আলী (রা.)-এর ‘ইলমের গভীরতা এবং খারেজী মুনাফিকদের পরীক্ষা :[৪২০] হযরত শায়খ মুহাম্মদ ইবন আবু বকর ‘আসফুরী (রহ.) স্বীয় কিতাব “আল-মাওয়ায়িযুল ‘আসফুরীয়্যা” গ্রন্থে এবং ‘আল-ামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সালেহ কাশেফী হানাফী (রহ.) স্বী কিতাব “কওকাবুদ দুররী ফী ফাদ্বায়িলে ‘আলী (রা.)” গ্রন্থে জার্ল-াহ যামাখশরী-এর সূত্রে লেখেছেন যে, যখন হাদীসে পাক اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন “আমি ‘ইলমের শহর আর ‘আলী তার দরজা” যখন খারেজী মুনাফিকগণ শুনল তখন হিংসা-হাসাদে খুবই ফেরেশান হল। তারা চিন্ড়া করল কিভাবে হযরত ‘আলী (রা.)কে নাজেহাল করা যায়। খারেজী মুনাফিক সম্প্রদায়ের মস্ড়বড় দশজন আলিম একত্রিত হল এবং সিদ্ধান্ড় নিল যে, তারা দশজনে একই মাসআলা দশ রকম করে হযরত ‘আলী (রা.) থেকে জিজ্ঞাসা করবেন, আর জেনে নেবে হযরত ‘আলী সত্যিই ‘ইলমের দরজা কি না?

প্রথম জন হযরত ‘আলী (রা.)-এর মহান দরবারে আসল এবং প্রশ্ন করল-

يَا عَلِيُّ ! اَلْعِلْمُ اَفْضَلُ اَمِ الْمَالُ

“ওহে ‘আলী! ‘ইলম মর্যাদাপূর্ণ না কি সম্পদ মর্যাদাপূর্ণ” ?

হযরত ‘আলী (রা.) উত্তর দিলেন,

اَلْعِلْمُ اَفْضَلُ مِنَ الْمَالِ “ ‘ইলম সম্পদের চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ”।

খারেজী মুনাফিক বলল, এর দলীল কি ?

হযরত ‘আলী (রা.) বললেন,

اَلْعِلْمُ مِيْرَاثُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمَالُ مِيْرَاثُ قَارُوْنَ وَشَدَّادَ وَفِرْعَوْنَ وَغَيْرُهُمْ

“‘ইলম হল নবীদের (আ.) মীরাস আর সম্পদ হল ক্বার্ন, শাদ্দাদ ও ফেরআউন প্রমুখের মীরাস”।

প্রথম খারেজী মুনাফিক হযরত ‘আলী (রা.)-এর উত্তর শুনে চলে গেল এবং সাথীদের অবহিত করল।

অতঃপর দ্বিতীয় খারেজী মুনাফিক আলিম এসে প্রথম ব্যক্তির ন্যায় প্রশ্ন করল-

---

৪২০. “আল-মাওয়ায়িযুল ‘আসফুরীয়্যা, পৃ. ৪; “কওকাবুদ দুররী ফী ফাদ্বায়িলে ‘আলী (রা.), পৃ. ৩১৩-৩১৪।

হযরত ‘আলী (রা.) উত্তরে বললেন, اَلْعِلْمُ يَحْرِسُكَ وَالْمَالُ تَحْرِسُهُ

“ ‘ইলম তোমাকে হেফাযত করে, আর সম্পদকে তুমি হেফাযত কর”।

দ্বিতীয় ব্যক্তিও উত্তর শুনে চলে গেল।

অতঃপর তৃতীয় খারেজী মুনাফিক, আলিম আসল এবং হযরত ‘আলী (রা.)কে পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করল-

হযরত ‘আলী (রা.) উত্তর দিলেন,

لِصَاحِبِ الْمَالِ عَدُوٌّ كَثِيْرٌ وَلِصَاحِبِ الْعِلْمِ صِدِّيْقٌ كَثِيْرٌ

“সম্পদশালী ব্যক্তির অগণিত শত্রু আর জ্ঞানী ব্যক্তির অগণিত বন্ধু”।

অতঃপর চতুর্থ খারেজী মুনাফিক আলিম আসল এবং পূর্বের ন্যায় একই প্রশ্ন করল-

হযরত ‘আলী (রা.) উত্তরে বললেন, “ ‘ইলম সম্পদের চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ” খারেজী বলল-এর দলীল কি ?

হযরত ‘আলী (রা.) উত্তরে বললেন,

اِذَا صَرَفْتَ مِنَ الْمَالِ فَاِنَّهُ يَنْقُصُ وَاِذَا صَرَفْتَ مِنَ الْعِلْمِ يَزِيْدُ

“সম্পদ খরচ করলে কমে ‘ইলম খরচ বা ব্যবহার করলে বৃদ্ধি পায়”।

চতুর্থ ব্যক্তিও এ উত্তর শুনে চলে গেল।

অতঃপর পঞ্চম খারেজী মুনাফিক আলিম আসল এবং প্রশ্ন করল, ‘ইলম মর্যাদাশীল না কি সম্পদ মর্যাদাশীল ? হযরত ‘আলী বলেন, ‘ইলম মর্যাদাশীল।

খারেজী বলল, এর দলীল কি ?

হযরত ‘আলী (রা.) উত্তর দিলেন,

صَاحِبُ الْمَالِ يُدْعٰى بِاِسْمِ الْبُخْلِ وَ اللَّوْمِ وَصَاحِبُ الْعِلْمِ يُدْعٰى بِاِسْمِ الْعِظَامِ وَالْكِرَامِ

“সম্পদশালী ব্যক্তিকে কৃপণ ও লোভী হিসেবে ডাকা হয় আর জ্ঞানী ব্যক্তিকে মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানী শব্দমালা দ্বারা আহ্বান করা হয়”।

পঞ্চম ব্যক্তি এ উত্তর শুনে চলে গেল।

অতঃপর ষষ্ঠ খারেজী মুনাফিক আলিম আসল এবং হযরত ‘আলী (রা.)কে পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করল-

হযরত ‘আলী (রা.) বলল, اَلْمَالُ يُحْفَظُ مِنَ السَّارِقِ وَ الْعِلْمُ لَايُحْفَظُ مِنَ السَّارِقِ

“সম্পদকে চোর থেকে হেফাযত করা হয় আর ‘ইলমকে চোর থেকে হেফাযত করা হয় না”।

অতঃপর সপ্তম খারেজী মুনাফিক আলিম আসল, আর পূর্বের ন্যায় হযরত ‘আলী (রা.)কে প্রশ্ন করল,

হযরত ‘আলীও ‘ইলমের ফযীলতের উপর উত্তর দিলেন, খারেজী বলল, এর দলীল কি ?

হযরত ‘আলী (রা.) বললেন-

صَاحِبُ الْمَالِ يُحَاسِبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَصَحِبُ الْعِلْمِ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“সম্পদশালী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন হিসাবে দিবে, আর জ্ঞানী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে”।

অতঃপর অষ্টম খারেজী মুনাফিক আলিম আসল, হযরত ‘আলী (রা.)কে পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করল, হযরত ‘আলী ‘ইলমের ফযীলত বর্ণনা করলেন, খারেজী বলল, তার দলীল কি ?

হযরত ‘আলী (রা.) বললেন,

اَلْمَالُ يَنْدَرِسُ بِطُوْلِ الْمَكْثِ وَمَرُوْرِ الزَّمَانِ وَالْعِلْمُ لَايَنْدَرِسُ وَلَايَبْلٰى

“সম্পদ দীর্ঘদিন পড়ে থাকলে পুরানো যায় আর ‘ইলম পুরাতন হয় না”।

এ উত্তর শুনে অষ্টম ব্যক্তি চলে গেল।

অতঃপর নবম খারেজী মুনাফিক আলিম আসল এবং পূর্বের ন্যায় হযরত ‘আলী (রা.)কে প্রশ্ন করল, হযরত ‘আলী ‘ইলমের মর্যাদার পক্ষে উত্তর দিলেন। খারেজী বলল, এর দলীল কি ?

হযরত ‘আলী (রা.) বললেন, اَلْمَالُ يَقْسِى الْقَلْبَ وَالْعِلْمُ يُنَوِّرُ الْقَلْبَ

“সম্পদ অন্ড়রকে কঠোর করে, ‘ইলম অন্ড়রকে আলোকিত করে”।

এ উত্তর শুনে উক্ত খারেজী, চলে গেল,

অতঃপর দশম খারেজী মুনাফিক আলিম আসল, হযরত ‘আলী (রা.)কে পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করল, হযরত ‘আলী (রা.) ‘ইলমের শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষে উত্তর দিলেন, খারেজী বলল, এর দলীল কি ?

হযরত ‘আলী (রা.) বললেন,

صَاحِبُ الْمَالِ يَدَّعِىُ الرَّبُوْبِيَّةَ بِسَبَبِ الْمَالِ وَيَدَّعِىُ صَاحِبُ الْعِلْمِ الْعُبُوْدِيَّةَ

“সম্পদশালী ব্যক্তি সম্পদের কারণে নিজেকে প্রভু হিসেবে দাবী করে, আর জ্ঞানী ব্যক্তি আবদ বা আল-াহর বান্দা হওয়ার দাবী করে”।

ঐ দশ খারেজী যখন এক প্রশ্নের উত্তর দশ রকমের পেল তখন হযরত ‘আলী ঘোষণা করলেন তারা যদি আমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতেই থাকত তাহলে আমিও উত্তর দিতেই থাকতাম এমনকি আমি যতক্ষণ জীবিত থাকতাম। অতঃপর ঐ দশ খারেজী এসে হযরত ‘আলী (রা.)-এর নিকট মুসলমান হয়ে গেল। সুবহানাল-াহ!

হযরত ‘আলী (রা.)-এর শাহাদাত :[৪২১]

হযরত ‘আলী (রা.)-এর শাহাদাত একটি বহুল আলোচিত বিষয়, যার সারমর্ম হলো তিন খারেজী ‘আবদুর রহমান ইবন মুলজম মুরাদী, বরক ইবন ‘আবদুল-াহ তামিমী এবং ‘আমর ইবন বুকায়র তামিমী তারা মক্কা মুকাররমায় একত্রিত হয়ে এ ওয়াদাবন্দী হলো যে, হযরত ‘আলী, হযরত মু‘আবিয়া ও হযরত ‘আমর ইবনুল ‘আস (রা.)কে এক সাথে হত্যা করবে, যাতে করে মানুষ নিস্কৃতি লাভ করতে পারে। সুতরাং তারা সিদ্ধান্ড় নিল ‘আবদুর রহমান ইবন মুলজম হযরত ‘আলী (রা.)কে, বরক ইবন ‘আবদুল-াহ হযরত আমীরে মু‘আবিয়া (রা.)কে এবং ‘আমর ইবন বুকায়র হযরত ‘আমর ইবনুল ‘আস (রা.)কে ১৭ অথবা ২২ই রমদ্বান হত্যা করার নীল নকশা আঁকে।

সিদ্ধান্ড় মোতাবেক বরক দামেস্ক পৌঁছে আমীরে মু‘আবিয়া (রা.)কে আক্রমণ করলেও তিনি সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেন। বকরকে গ্রেপ্তার করা হল। ঐ দিকে ‘আমর ইবন বুকায়র মিসর পৌঁছল, কিন্তু সেদিন ‘আমর ইবনুল ‘আস (রা.) পেট ব্যথার কারণে মসজিদে না গিয়ে অপর এক ব্যক্তিকে ইমামতির দায়িত্ব দিলেন, কিন্তু ‘আমর ইবন বুকায়র ঐ ইমামকে ‘আমর ইবনুল ‘আস মনে করে হত্যা করে দিল। সেও গ্রেপ্তার হল, বকর ও ‘আমর খারেজীকে হত্যা করে দেয়া হল।

এখন বাকী থাকল ‘আবদুর রহমান ইবন মুলজম খারেজী, সে কুফায় পৌঁছল এবং অসুস্থ হয়ে কয়েকদিন একটি খারেজীর ঘরে অবস্থান করল। সে ঘরে বিয়ে-শাদীর আয়োজন ছলছে। সে ঘর থেকে কয়েকজন যুবতী মহিলা বের হল। তাদের মধ্যে ক্বিতাম বিনতে আসবাহ তামিমী নামক মেয়েটি খুবই সুন্দরী

[৪২১]. পীর সৈয়্যদ হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২।

ছিল। তাকে দেখেই ইবন মুলজম মুগ্ধ হয়ে গেল অতঃপর বিয়ের প্রস্ড়াব দিল। ঐ সুন্দরী মহিলা তিন হাজার দীনার, একজন গোলাম, একজন বাঁন্দী এবং হযরত ‘আলী (রা.)কে হত্যা করার জন্য মহর নির্ধারণ করল। কমবখত ইবন মুলজম সে প্রস্ড়াব গ্রহণ করে নিল।

এদিকে হযরত ‘আলী (রা.) ফজরের নামাযের জন্য বের হলেন, এবং উচ্চ আওয়াজে সালাত-সালাত বলে যাচ্ছেন, মসজিদে প্রবেশ করলেন, নামাযের নিয়্যত করতেই ‘আবদুর রহমান ইবন মুলজম তার বিষমিশ্রিত তরবারী দিয়ে হযরত ‘আলী (রা.)-এর মাথায় আঘাত করতে লাগল ফলে ‘আলী (রা.) ২১শে রমদ্বান ৬৩ বছর বয়সে শাহাদাত লাভ করেন, ইন্নালিল-াহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি‘উন।

গোসল, কাফন ও দাফন :[৪২২]

হযরত ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন এবং ‘আবদুল-াহ ইবন জা‘ফর (রা.) হযরত ‘আলী (রা.)কে গোসল দিয়ালেন, হযরত মুহাম্মদ ইবন হানফিয়্যাহ (রা.) পানি ঢাললেন, তাঁকে পড়নের কাপড় ছাড়াও তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন পড়ানো হল, ইমাম হাসান (রা.) তাঁর জানাজার নামাযে ইমামতি করলেন।

জানাজার নামায শেষে তাঁকে “গাররা” নামক স্থানে (প্রসিদ্ধ একটি স্থানের নাম) দাফন করা হল। কেউ কেউ বলেছেন তাঁকে “নাজাফ” নামক স্থানে দাফন করা হয়েছে।

ইবন হাজর মক্কী (রহ.)[৪২৩] ইমাম ইবন ‘আসাকিরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত ‘আলী (রা.) শহীদ হলেন, জানাজার নামায শেষে লোকজন তাঁকে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে দাফন করার জন্য মদীনা ত্বৈয়্যবায় নিয়ে আসার জন্য উটে উঠানো হল। রাতে চলতে চলতে হঠাৎ দেখা গেল উট হারিয়ে গেছে, অনেক চেষ্টা করেও ঐ উটের সন্ধান আর তাঁরা পায়নি। সে জন্যে ইরাকবাসী অনেকের ধারণা হযরত ‘আলী (রা.) মেঘমালায় অবস্থান করছেন।

---

৪২২. পীর সৈয়্যদ হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩।

৪২৩. ইবন হাজর মক্কী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

‘আল-ামা ‘আবদুর রহমান জামি (রহ.)[৪২৪] তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ “শাওয়াহিদুন নবুয়্যত’এ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ‘আলী (রা.) ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.)কে ওসিয়্যত করেছেন, “ আমার ওফাতের পর আমাকে একটি চার পায়ায় রেখে ‘গরীবীয়িন” নামক স্থানে পৌঁছায়ে দেবে অতঃপর সেখানে একটি সাদা পাথর পাবে যার থেকে আলো বিচ্ছুরিত হবে। সে পাথর তোমরা সরায়ে দেবে দেখতে পাবে সেখানে প্রশস্থ জায়গা, সে জায়গায় আমাকে দাফন করবে”। আল-াহই ভাল জানেন।

পাথরের নীচে রক্ত দেখা যাওয়া :[৪২৫]

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব “আল-খাসায়িসুল কুবরা” নামক গ্রন্থে আবূ ‘আবদুল-াহ হাকিম, ইমাম বায়হাক্বী, আবূ নু‘আইম ইস্পাহানী (রহ.) তাঁরা সকলে ইমাম যুহুরী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন,

لَمَّا كَانَ صَبَاحُ قَتْلِ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ لَمْ يَرْفَعُ حَجَرٌ فِىْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ اِلَّا وُجِدَ تَحْتَهُ دَمٌ

“হযরত ‘আলী (রা.)-এর শাহাদাতের দিন সকাল বেলা বায়তুল মুকাদ্দাসে যেখানে পাথর উঠানো হত সবখানে রক্ত দেখা যেত”।

হযরত ‘আলী (রা.)-এর ভবিষ্যৎ বাণী :

হযরত ‘আলী (রা.) একবার মসজিদে কুফার মিম্বরে খুৎবা দিচ্ছিলেন এমন অবস্থায় এক ব্যক্তি নিম্নে বর্ণিত আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করল-

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ

“মুসলমানদের মধ্যে কিছু এমন পুর“ষ রয়েছে, যারা সত্য প্রমাণিত করেছে যে-ই অঙ্গীকার তারা আল-াহর সাথে করেছিলো; সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপন মান্নত পূর্ণ করেছে এবং কেউ কেউ অপেক্ষা করেছে। আর তারা সামান্যটুকুও পরিবর্তিত হয়নি”।[৪২৬]

হযরত ‘আলী (রা.) বলেন,[৪২৭] ওহে আল-াহ ! আমাদের উপর দয়া কর“ন, এ আয়াতে করীমা আমার, আমার চাচা হামযা, আমার চাচাত ভাই উবায়দাহ

---

৪২৪. ‘আল-ামা ‘আবদুর রহমান জামি : প্রাগুক্ত, ; পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩।

৪২৫. আল-খাসায়িসুল কুবরা, খ. ২, পৃ. ১৩৪।

৪২৬. আ‘লা হযরত : কানযুল ঈমান, সূরা আহযাব, আয়াত নং ২৩, পৃ. ৭৫৮।

৪২৭. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : নুর“ল আবসার, পৃ. ১০৭।

ইবন হারিস (রা.)-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত উবায়দাহ বদর যুদ্ধে এবং হযরত হামযা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে আপন আপন আকাংকা পূর্ণ করেছেন, আর আমি অপেক্ষায় আছি কখন আমার এ মাথা ও দাড়ী রক্তে রঞ্জিত হবে"।

হযরত 'আলী (রা.)-এর শাহাদাত সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস শরীফ পরিলক্ষিত হয়।

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত "আল-খাসায়িসুল কুবরা" নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে,

হাদীস নং-১

হযরত 'আলী (রা.) বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৪২৮]

اِنَّکَ سَتُضْرَبُ ضَرْبَةً هٰهُنَا وَضَرْبَةً هٰهُنَا وَاَشَارَ اِلٰى صُدْغَيْهِ فَيَسِيْلُ دَمُهُمَا حَتَّى تَخْضِبَ لِحْيَتَکَ

"ওহে 'আলী ! তরবারীর এক আঘাত তোমার এখানে লাগবে এবং অপর আঘাত ওখানে লাগবে। তিনি চোখ ও কানের মধ্যবর্তী স্থানের দিকে ইঙ্গিত দিলেন, অতঃপর বললেন, রক্তে তোমার দাড়ী রঞ্জিত হয়ে যাবে"।

ইমাম হাকিম (রহ.) হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন,[৪২৯] তিনি বলেন, "আমি এবং নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত 'আলীকে দেখতে গেলাম (তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন) সেখানে হযরত আবূ বকর ও 'উমর (রা.)ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর রোগের তীব্রতা দেখে এক ব্যক্তি বলল, 'আলী হয়ত বা এ রোগে মারা যেতে পারেন। এ কথা শুনে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন,

اِنَّهٗ لَنْ يَّمُوْتَ اِلَّا مَقْتُوْلًا "নিশ্চয় তাঁকে হত্যাই করা হবে"।

হযরত সুহায়ব (রা.) থেকে বর্ণিত,[৪৩০] তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত

---

৪২৮. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২৪।

৪২৯. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২৪।

৪৩০. 'আল-ামা শিবলঞ্জী : নুর্ল আবসার, পৃ. ১০৭।

‘আলীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ওহে ‘আলী ! মানুষের মধ্যে সর্ব প্রথম হতভাগা কে ছিল। হযরত ‘আলী উত্তর দিলেন,

اَلَّذِىْ عَقَّرَ نَاقَةَ صَالِحٍ “যে ব্যক্তি হযরত সালিহ (আ.)-এর উষ্ট্রীকে জখম করেছিল”।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বললেন, তুমি সত্য বলেছ।

অতঃপর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আবার বললেন, পরের লোকদের মধ্যে হতভাগা কে হবে? হযরত ‘আলী (রা.) উত্তর দিলেন, اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ

“আল-াহ এবং তাঁর প্রিয় রাসূলই ভাল জানেন”।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত ‘আলীর মাথার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, اَلَّذِىْ يَضْرِبُكَ عَلٰى هٰذِهٖ

“যে এই মাথার উপর আঘাত করবে সে সবচেয়ে বড় হত ভাগা”।

হযরত ‘আলী (রা.)-এর বিবিগণ :[৪৩১]

আমীর-ল মু’মিনীন, মাওলায়ে কায়েনাত হযরত ‘আলী (রা.) সারা জীবনে নয় জন বিবির সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তাঁরা হলে-

১. জান্নাতী রমণীদের সরদার হযরত ফাতিমা বতুল বিনতে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম
২. হযরত উম্মুল বনীন বিনতে হারাস ইবন খালিদ (রা.)।
৩. হযরত লায়লা বিনতে মাস‘উদ (রা.)
৪. হযরত আসমা বিনতে আবূল আস (রা.)
৫. হযরত উমামা বিনতে আবুল আস (রা.)
৬. হযরত খাওলা বিনতে জা‘ফর ইবন ক্বায়স (রা.)
৭. হযরত উম্মে সা‘ঈদ বিনতে ‘উরওয়া ইবন মাস‘উদ (রা.)
৮. হযরত উম্মে হাবিবাহ বিনতে রবী‘আ (রা.)
৯. হযরত মুসায়মাত বিনতে ইমর-ল কায়স (রা.)

---

[৪৩১]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯।

হযরত ‘আলী (রা.)-এর ছেলেগণ :[৪৩২]

হযরত ‘আলী (রা.)-এর ছেলে সন্ড়ানের সংখ্যা হল আঠার জন। তাঁরা হলেন-

১. আমীর-ল মু’মিনীন সৈয়্যদুনা ইমাম হাসান (রা.)
২. সৈয়্যদুনা ইমাম হোসাইন শহীদে কারবালা (রা.)
৩. সৈয়্যদুনা ‘উমর (রা.)
৪. সৈয়্যদুনা আব্বাস (রা.)
৫. সৈয়্যদুনা জা‘ফর (রা.)
৬. সৈয়্যদুনা ‘উবায়দুল-াহ (রা.)
৭. সৈয়্যদুনা ‘উসমান (রা.)
৮. সৈয়্যদুনা ‘আবদুল-াহ (রা.)
৯. সৈয়্যদুনা আবূ বকর (রা.)
১০. সৈয়্যদুনা ‘আওন (রা.)
১১. সৈয়্যদুনা ইয়াহইয়া (রা.)
১২. সৈয়্যদুনা মুহাম্মদ (রা.)
১৩. সৈয়্যদুনা আওসাত্ব (রা.)
১৪. সৈয়্যদুনা মুহাম্মদ হানুফীয়্যাহ (রা.)
১৫. সৈয়্যদুনা মুহাম্মদ আকবর (রা.)
১৬. সৈয়্যদুনা ‘উমর আত্বরাফ (রা.)
১৭. সৈয়্যদুনা মুহসিন (রা.)
১৮. সৈয়্যদুনা ‘ইমরান (রা.)

হযরত ‘আলী (রা.)-এর কন্যাগণ :[৪৩৩]

হযরত ‘আলী (রা.)-এর কন্যা সন্ড়ানের সংখ্যাও ১৮জন। তাঁরা হলেন-

১. হযরত যয়নাব (রা.)
২. হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)
৩. হযরত উম্মে হানী (রা.)
৪. হযরত মায়মুনা (রা.)
৫. হযরত উম্মে জা‘ফর (রা.)
৬. হযরত যয়নাব ছোগরা (রা.)
৭. হযরত রামিল-াহ ছোগরা (রা.)
৮. হযরত ফাতিমা (রা.)
৯. হযরত উসামা (রা.)
১০. হযরত খাদীজা (রা.)
১১. হযরত উম্মুল হাসান (রা.)
১২. হযরত রামিল-াহ কুবরা (রা.)
১৩. হযরত উম্মুল কেরাম (রা.)
১৪. হযরত র-ক্বাইয়্যা (রা.)
১৫. হযরত উম্মে সালামা (রা.)
১৬. হযরত জামালাহ (রা.)
১৭. হযরত হারিসাহ (রা.)
১৮. হযরত নুসায়র (রা.)

---

[৪৩২]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩।
[৪৩৩]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০-৩৩১।

হযরত ‘আলী (রা.)কে গালি দেয়ার পরিণতি :[৪৩৪]

হযরত ‘আল-াহ ইবন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন ‘আব্বাস (রা.)-এর চোখের জ্যোতি চলে যাওয়ার পর হযরত সা‘ঈদ ইবন জুবায়র (রা.) তাঁর সাথে থাকতেন। তাঁরা যমযমের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, তাঁরা শুনতে পেলেন কিছু লোক হযরত ‘আলী (রা.)কে গাল মন্দ করছে। হযরত ইবন ‘আব্বাস (রা.) সে কথা সমূহ শুনতে পেলেন, অতঃপর হযরত সা‘ঈদ (রা.)কে বললেন, আমাকে ওখানে নিয়ে চল যেখানে হযরত ‘আলীকে গাল-মন্দ করা হচ্ছে, তিনি সেখানে পৌঁছে বললেন, اَيُّكُمُ السَّابُّ لِلّٰهِ “তোমাদের মধ্যে কে আল-াহ তা‘আলার বির“দ্ধে কথা-বার্তা বলতেছ” ? তারা বলল, সুবহানাল-াহ ! আমাদের মধ্যে কেউ এ জাতীয় কথা-বার্তা বলেনি।

হযরত ইবন ‘আব্বাস (রা.) বললেন, اَيُّكُمُ السَّابُّ لِرَسُوْلِهٖ “তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আল-াহর রাসূলের বির“ধীতা করেছে”? তাঁরা বলল, এখানে আল-াহর রাসূলের বির“ধীতা করবে যে এধরনের কোন ব্যক্তি নেই।

হযরত ইবন ‘আব্বাস (রা.) আবার বললেন,

اَيُّكُمُ السَّابُّ لِعَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ “তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ‘আলী ইবন আবূ তালিবের শানে বেয়াদবী করেছে”? তারা বলল, হ্যাঁ তাঁর শানে কিছু সমালোচনা করা হয়েছে। হযরত ইবন ‘আব্বাস (রা.) এরশাদ ফরমান, আমি একথার উপর স্বাক্ষী, আমার কান এ কথা শুনেছে, আমার অন্ড়র তা হেফাযত করেছে যে, আমি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে বলতে শুনেছি, তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম) হযরত ‘আলীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

يَا عَلِيُّ مَنْ سَبَّكَ فَقَدْ سَبَّنِىْ فَقَدْ سَبَّ اللّٰهَ وَمَنْ سَبَّ اَكَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْخَرَيْهِ مِنَ النَّارِ

[৪৩৪]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

"ওহে 'আলী ! যে তোমাকে মন্দ বলবে সে আমাকে মন্দ বলল, আর যে আমাকে মন্দ বলল, সে আল-াহকে মন্দ বলল, আর যে আল-াহকে মন্দ বলবে আল-াহ তার মুখ জাহান্নামে ঢুকাবে"।

কেননা হযরত 'আলীর বির"ধীতা করা মানে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর বির"ধীতা করা।

হযরত 'আলীর শত্র"র প্রতি উটের কীর্তি কলাপ :[৪৩৫]

'আল-ামা 'আবদুর রহমান জামী (রহ.) আপন কিতাব "শাওয়াহিদুন নবুওয়্যত" গ্রন্থে দালাইলুন নবুওয়্যত কিতাবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, মদীনা তৈয়্যবায় এমন এক ব্যক্তি ছিল যে, হযরত 'আলী (রা.)কে মন্দ বলত, তাই হযরত সা'দ ইবন মালিক তার শানে বদ দু'আ করলেন। একদিন সে ব্যক্তি মসজিদে নববীর সামনে উট রেখে মসজিদে প্রবেশ করল এবং লোকের মাঝে বসে গেল। ইত্যবসরে তার উট মসজিদে প্রবেশ করে তাকে বক্ষ দিয়ে চেপে ধরল ফলে সে মারা গেল।

ইবন হিশামের পরিণতি :[৪৩৬]

হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)-এর ছেলে হযরত হোসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, মদীনা তৈয়্যবার গভর্নর ইবরাহীম ইবন হিশাম মাখযুমী প্রত্যেক জুমায় লোক জমায়েত করে হযরত 'আলী (রা.)-এর শানে গাল-মন্দ করত। এক জুমায় অনেক লোক জমায়েত হয়েছে আমি মিম্বরের পাশেই ছিলাম এমতাবস্থায় আমার তন্দ্রা আসল আমি দেখলাম নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর কবর শরীফ খোলে গেছে। কবর শরীফ থেকে সাদা পোষাক পরিধানকারী ব্যক্তি বের হল। তিনি বললেন, আমি ইবরাহীম ইবন হিশামের সাথে কি রকম আচরণ করি তুমি একটু দেখ। আমি যখন চোখ খোললাম দেখলাম সে তখনো হযরত 'আলীর শানে বেয়াদবীই করে যাচ্ছে। একটু পরে সে মিম্বর থেকে পড়েই মারা গেল।

খারেজী সম্প্রদায় :[৪৩৭]

---

[৪৩৫]. শাওয়াহিদুন নবুওয়্যত, পৃ. ২৯৯।

[৪৩৬]. শাওয়াহিদুন নবুওয়্যত, পৃ. ২৯৯।

[৪৩৭]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০।

খারেজী ঐ সম্প্রদায়কে বলা হয় যারা হযরত 'আলী (রা.)-এর খিলাফত অস্বীকার করত। আল-াহর একত্ববাদ মানত না, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ও হযরত 'আলীর (রা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত, তাদের অন্ড়রে আহলে বায়তের প্রতি প্রবল শত্র"তা ছিল। কুরআন হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশে-ষণ করত, তাদের কাজ ছিল ইহুদীদের সাথে মিলে মুসলমানদের বির"দ্ধে ফ্যাতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা। এরা হযরত 'আলী (রা.)কে অনেক কষ্ট দিয়েছে। শেষ পর্যন্ড় হযরত 'আলীকে খারেজীদের বির"দ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে। তিনি এ যুদ্ধের সেনাপতি হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.)কে বানানো হয়েছিল। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী ইসলামী ঝান্ডা হাতে নিয়ে খারেজীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যা না করে থাকলে সে এই ঝান্ডার নীচে চলে আস, তবে সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি কুফার দিকে চলে যাবে সেও নিরাপদ, আর যে মাদায়নের দিকে চলে যাবে সেও নিরাপদ। এ ঘোষণা শুনে অধিকাংশ খারেজী কুফা ও মাদায়নের দিকে চলে গেল। বার হাজার থেকে মাত্র চার হাজার থেকে গেল, যুদ্ধ শুর" হয়ে গেল নয় জন ছাড়া সবাই নিহত হল।

এখানে হযরত 'আলী (রা.)-এর একটি কারামাত প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে বলেছিলেন, আমাদের দশ জন শহীদ হবে না, আর ওদের দশ জন অবশিষ্ট থাকবে না।

যুদ্ধ শেষে দেখা গেল হযরত 'আলীর পক্ষের মাত্র দুই জন শহীদ হলেন আর ওদের পক্ষে নয় জন অবশিষ্ট রয়ে গেল।

খারেজী সম্পর্কে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর ভবিষ্যৎ বাণী :

অদৃশ্যের সংবাদ দাতা নবী, দয়ার নবী, মায়ার নবী, রহমতের নবী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম নিজ নবুয়্যতী জবানে পাকে এই খারেজী সম্প্রদায় সম্পর্কে অনেক আগে ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছেন।

'আল-ামা শিবলঞ্জী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব "নুর"ল আবসার" গ্রন্থে খারেজী সম্প্রদায়ের আক্বীদা-বিশ্বাস, ফেতনা-ফ্যাসাদ সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছে, নিম্নে তা উপস্থাপন করা হল-

হাদীস নং-১

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৪৩৮] يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

“এই সম্প্রদায় দ্বীন ইসলাম থেকে এরূপ বের হয়ে যাবে যেরূপ ধনুক থেকে তীর বের হয়ে যায়”।

হাদীস নং-২

সেই খারেজীদের মধ্যে অন্যতম হারকূস ইবন যুহায়র যুল খোয়ায়সারা তামীমী একবার নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে এসেছিল যখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন, সে যুল খোয়ায়সারা এসেই নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে বলল,[৪৩৯]

اِعْدِلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ “ওহে আল-াহর রাসূল ! ইনসাফ করুন”।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম উত্তরে বললেন,

وَيْلَكَ وَمَنْ يَّعْدِلُ فَاِنْ لَمْ اَعْدِلُ “তুমি ধ্বংস হও ! আমি যদি ইনসাফ না করি তাহলে কে ইনসাফ করবে”?

বেয়াদবের এ অবস্থা দেখে হযরত ‘উমর (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে বললেন,

فَائْذَنْ لِيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْ اَنْ اَضْرِبَ عُنُقَهُ “ওহে আল-াহর রাসূল ! আমাকে অনুমতি দিন এই বেয়াদবের গর্দান নেয়ার জন্য”।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন, “ওহে ‘উমর ! ছেড়ে দাও, তার অনেক অনুসারী হবে, তোমরা নিজেদের নামায তার নামাযের সামনে নিজেদের রোযা তার রোযার সামনে তুচ্ছ মনে হবে। তারা দ্বীনে ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেভাবে

---

[৪৩৮]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

[৪৩৯]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়”। তখন আল-াহ তা‘আলা নিম্ন বর্ণিত আয়াতে করীমা অবতীর্ণ করেন-

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ “এবং তাদের মধ্যে কেউ এমন আছে যে, সাদক্বাহ বন্টনের ক্ষেত্রে আপনার সমালোচনা করবে”।[৪৪০]

হাদীস নং-৩

হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন মাস‘উদ (রা.) থেকে বর্ণিত,[৪৪১] তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, শেষ যামানায় এমন এক সম্প্রদায় হবে,

اَحْدَاثُ الْاَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْاَحْلَامِ - يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ النَّاسِ - يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَايُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ - يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

“যাদের দাঁত ছোট হবে, আকল কম হবে, তারা মানুষের সাথে উত্তম কথাই বলবে, কুরআন তেলাওয়াত করবে তবে তা তাদের কণ্ঠনালীর নীচে যাবে না, তারা ইসলাম থেকে এমন ভাবে বের হয়ে যাবে যে রূপ তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়”।

অর্থাৎ তার খুবই দ্বীনদার হবে, কুরআন তেলাওয়াত করবে, নামায, রোযা রাখবে, মানুষের সাথে সুন্দর সুন্দর কথা বলবে, কিন্তু মনে নেফাকত থাকবে, ইসলাম ধর্ম থেকে তারা অনেক দূরে।

হাদীস নং-৪

হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত,[৪৪২] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে এমন একদল হবে যারা কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করবে কিন্তু তাদের কণ্ঠনালীর নীচে যাবে না, তারা দ্বীনে ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেভাবে তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়, অতঃপর সত্য ধর্মের প্রতি তারা আর ফিরে আসবে না। তারা সৃষ্টির মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট।

হাদীস নং-৫

---

৪৪০. আ‘লা হযরত : কানযুল ঈমান, সূরা তাওবা, আয়াত নং ৫৮, পৃ. ৩৬১।

৪৪১. ইমাম ইবন মাজাহ : আস-সুনান, পৃ. ১৫।

৪৪২. ইমাম ইবন মাজাহ : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত,[৪৪৩] তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, শেষ যামানায় এই উম্মতের মধ্যে হতে এমন এক জামা'আত সৃষ্টি হবে যারা কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করবে কিন্তু কণ্ঠনালীর নীচে নামবে না।

سِيْمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ اِذَا رَأَيْتُمُوْهُمْ اَوْ اِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ -

"তাদের চিহ্ন হল তারা মাথা মুন্ডাবে, যখন তোমরা তাদেরকে দেখবে অথবা তাদের সাক্ষাত পাবে, তখন তাদের হত্যা কর"।

হাদীস নং-৬

ইবন আবূ আওফা (রা.) বর্ণনা করেছেন,[৪৪৪] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বলেছেন,

اَلْخَوَارِجُ كِلَابُ النَّارِ "খারেজী সম্প্রদায় দোযখের কুকুর।

হাদীস নং-৭

হযরত আবূ উমামা (রা.) বলতেন,[৪৪৫] এ সমস্ড় মাথা মুন্ডানো লোক যারা নিহত হয়েছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট, আর তাদের হাতে যারা শহীদ হয়েছেন তারা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। তিনি আরো বলেছেন,

كِلَابُ اَهْلِ النَّارِ قَدْ كَانَ هٰؤُلَاءِ مُسْلِمِيْنَ فَصَارُوْا كُفَّارًا

"এরা দোযখের কুকুর, যারা ইসলাম গ্রহণের পর কাফির হয়ে গেছে"।

হযরত আবূ গালিব (রা.) বলেন, আমি আবূ উমামা (রা.)-এর নিকট জানতে চাইলাম, এটা কি আপনার মতামত ?

হযরত 'আবূ উমামা (রা.) বলেন, না না, বরং আমি এরূপ নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম থেকে শুনেছি।

সালাম

---

৪৪৩. ইমাম ইবন মাজাহ : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৪৪৪. ইমাম ইবন মাজাহ : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

৪৪৫. ইমাম ইবন মাজাহ : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

مرتضٰی شیرِ حق اشجع الاشجعین ☆ ساقیٔ شیر و شربت پہ لاکھوں سلام
اصلِ نسلِ صفا، وَجہِ وَصلِ خُدا ☆ بابِ فَضلِ ولایت پہ لاکھوں سلام
شیرِ شمشیر زن، شاہِ خیبر شکن ☆ پرتوِ دستِ قدرت پہ لاکھوں سلام

- আ‘লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ.)

সপ্তম অধ্যায়

পঞ্চম খলীফা আমীরুল মু’মিনীন সৈয়্যদুনা ইমাম হাসান (রা.) এর ফদ্বীলত ও মর্যাদা

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম সৈয়্যদুনা ইমাম হাসান (রা.)-এর শানে এরশাদ করেছেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُحِبُّهٗ فَاَحِبَّهٗ وَاَحْبِبْ مَنْ یُّحِبُّهٗ

“ওহে আল-াহ! আমি তাকে ভালবাসি, আপনিও তাকে ভালবাসুন এবং তাকেও ভালবাসুন যে তাকে ভালবাসে”।

[ইমাম মুসলিম (রহ.) : আল জামে‘, হাদীস নং-২৪২১]

আমীর-ল মু’মিনীন সৈয়্যদুনা ইমাম হাসান (রা.) :

অগণিত কারামাতের মালিক, শারাফতের অধিকারী, বিশিষ্ট দানবীর হেদায়তের মালিক, শরী‘আত ও তরীক্বতের ইমাম, প্রকৃত গুঢ় রহস্যের জ্ঞানী, মা‘রিফতের কর্ণধার, মহান বীরপুর-ষ, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি শেরে খোদা হযরত ‘আলীর ছায়া, জান্নাতী রমণীদের সরদার হযরত ফাতিমা বতুলের নয়নের মণি, জান্নাতী যুবকদের সরদার আমীর-ল মু’মিনীন হযরত সৈয়্যদ ইমাম হাসান মুজতবা (রা.) খোদাভীর-, মুত্তাকী-পরহেযগার, ধৈর্য্যশলী, দানশীল, ক্ষমাশীল, ন্যায়পরায়ন ব্যক্তি ছিলেন। যিনি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর আদরের নাতী ছিলেন।

নাম ও বংশধারা :

তাঁর নাম মোবারক হাসান, উপনাম-আবূ মুহাম্মদ, উপাধী-খোদাভীর--তাক্বী, পবিত্র-যকী, সরদার-সৈয়্যদ, মুজতবা-মনোনিত, রাসূলের সাদৃশ্য-শবীহে রাসূল, ওলী, সিবতে রাসূল, দানবীর, ক্ষমাপরায়ণ ও দুনিয়া বৈরাগী প্রভৃতি।

পিতা ও মাতা :

তাঁর পিতার নাম-শেরে খোদা, মাওলায়ে কায়েনাত সৈয়্যদুনা ‘আলী ইবন আবূ তালিব (রা.)।

তাঁর মাতার নাম- জান্নাতী রমণীদের সরদার সৈয়্যদা ফাতিমা বতুল বিনতে রাসূল (রা)।[৪৪৬] তাঁর প্রসিদ্ধ উপাধী-তাক্বী, তবে সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে

[৪৪৬]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮।

তিনি "সৈয়্যদ" হিসেবে পরিচিত, এ উপাধী আপন নানাজান নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম তাঁকে দিয়েছিলেন।

হযরত আবূ বকর ইবন হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে মিম্বরের উপর দেখলাম যে, তিনি ইমাম হাসান (রা.)কে আপন রান মোবারকে বসায়ে রেখেছেন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম কখনো ইমাম হাসানের দিকে দেখছেন আবার কখনো সমবেত জনতার দিকে দেখছেন এবং এরশাদ করেছেন,[৪৪৭]

اِنَّ اِبْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُّصْلِحَ بِهٖ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"আমার এই ছেলে সরদার-সৈয়্যদ, সম্ভবত: আল-াহ তাঁর মাধ্যমে মুসলমান দু'গ্র"পের মধ্যে সন্ধি-চুক্তি করিয়ে দিতে পারেন"।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর ইশারা ঐ ঘটনার দিকে, হযরত 'আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর ইমাম হাসানের খেলাফতের সময় সংঘটিত হয়েছিল। যখন তিনি কতেক শর্তের উপর ভিত্তি করে আমীরে মু'আবিয়া (রা.)-এর সাথে সুন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত করেছিলেন। এর ফলে তাঁর কতেক বন্ধু বেশ নাখোশ হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আপন নানাজানের ভবিষ্যৎবাণী হিসেবে মুসলমানদের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন।

হযরত ইমাম হাসান (রা.)-এর জন্ম :

ন্যায়পরায়ন সর্বশেষ খলীফা সৈয়্যদুনা ইমাম হাসান (রা.) তৃতীয় হিজরীর ১৫ই রমদ্বানুল মোবারক মদীনায় তৈয়্যবায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মা ফাতিমা বতুল ও শেরে খোদা 'আলী (রা.)-এর প্রথম সন্ড়ান। হযরত 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত,[৪৪৮] যখন হযরত হাসান (রা.)-এর জন্মের সময় ঘনিয়ে আসল তখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম হযরত আসমা বিনতে 'উমায়স ও হযরত উম্মে সালামা (রা.)কে

---

[৪৪৭]. ইমাম বুখারী : আল-জামি', খ. ১, পৃ. ৫৩০; ইমাম তিরমিযী : আল-জামি', খ. ২, পৃ.২১৮।

[৪৪৮]. 'আল-ামা শিবলঞ্জী : নুর"ল আবসার, পৃ. ১১১।

উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা উভয়ে মা ফাতিমার নিকট যাও, যখন বাচ্চা ভূমিষ্ট হবে এবং আওয়াজ বড় করবে তখন তাঁর ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দেবে। কেননা এরূপ করলে বাচ্চা শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে, আর আমি না আসা পর্যন্ড় অন্য কিছু করবে না। তাঁরা বলেন, যখন বাচ্চা ভূমিষ্ট হল, আমরা তা-ই করলাম যা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আমাদেরকে এরশাদ করেছিলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম তশরীফ নিয়ে আসলেন, বাচ্চার নাড় কাঁটা হল, তাঁর মুখে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম লালা মোবারক ঢেলে দিলেন এবং বললেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُعِیْذُهٗ بِکَ وَذُرِّیَّتَهٗ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ

“ওহে আল-াহ! তাঁকে এবং তাঁর সন্ড়ানদের বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট থেকে আপনার হেফাযতে দিলাম”।

নাম রাখা ও আক্বীক্বা :[৪৪৯]

ইমাম হাসান (রা.) জন্মের সপ্তম দিবসে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বললেন, তাঁর কী নাম রেখেছ, বলা হল তাঁর নাম “হারব” রাখা হয়েছে, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বলেন, তাঁর নাম হবে হাসান।

হযরত আসমা বিনতে ‘উমায়স (রা.) বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম দু’ছাগল যবে করে তাঁর আক্বীক্বা দিয়েছিলেন। তাঁর মাথার চুলের সমপরিমাণ রৌপ্য সদকা করেছিলেন। তারপর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম তাঁর মাথা মোবারকে খুশবো লাগিয়ে দিলেন।

মনে রাখা দরকার নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আপন নাতী ইমাম হাসান (রা.)কে নিজের লালা মোবারক খাওয়ানো এটা মামুলী কোন ব্যাপার না। তাঁর এ লালা মোবারকের প্রভাব ছিল সুদূল প্রসারী, এর ওসীলায় ইমাম হাসান অত্যধিক সুন্দর, চমৎকার

---

[৪৪৯]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

ও আকর্ষণীয় হয়েছিলেন, কথা-বার্তায়, ধৈর্যশীলতায়, দৃঢ়তায় পাহাড়সম হয়েছিলেন, শক্তিমত্তায়, বুদ্ধিমত্তায় হয়েছিলেন অতুলনীয়। সুবহানাল-াহ,

সর্বশেষ ন্যায়পরায়ন খলীফা :[৪৫০]

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছিলেন, اَلْخِلَافَةُ بَعْدِىْ ثَـلَاثُوْنَ سَنَةً

“আমার পরে মাত্র ত্রিশ বছর খেলাফত পরিচালিত হবে”।

অর্থাৎ আমার ওফাতের পরে খেলাফত ত্রিশ বছর চলবে। এর পর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। ইমাম হাসান (রা.)-এর ছয় মাস খেলাফত পরিচালনা করার ফলে ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়েছে।

‘আল-ামা মুসা মুহাম্মদ ‘আলী (রহ.) স্বীয় কিতাব “হালীমে আ-লিল বায়ত” এ লিখেন,[৪৫১]

وَاِمَـامُنَا الْاِمَامُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَحَدُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ بَعْدَ اَبِيْهِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا ، تَحَقَّقَتْ بِهٖ وَ عَلَيْهِ مُعْجِزَةُ جَدِّهٖ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

“আমাদের ইমাম, ইমাম হাসান ইবন ‘আলী (রা.) খোলাফায়ে রাশেদার তথা ন্যায়পরায়ন খলীফাদের মধ্যে একজন, হযরত ‘আলীর পরে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর মু‘জিযা এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত”।

হযরত ‘আলী (রা.) যখন শাহাদাত বরণ করেন তখন কুফাবাসী ইমাম হাসান (রা.)-এর হাতে বায়‘আত হওয়ার জন্য অগ্রসর হলেন। সর্ব প্রথম যে ব্যক্তি ইমাম হাসানের হাতে বায়‘আত গ্রহণ করেন তিনি হলেন হযরত ক্বায়স ইবন সা‘দ ইবন ‘উবাদা আনসারী (রা.)। তিনি ইমাম হাসানের খেদমতে আরয করেন,[৪৫২] اُبْسُطْ يَدَكَ اُبَايِعْكَ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

“আপনি হাত বাড়ান আমি আপনার হাতে আল-াহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত মোতাবেক বায়‘আত গ্রহণ করব”।

---

৪৫০. ‘আল-ামা মুসা মুহাম্মদ ‘আলী : হালীমে আ-লিল বায়ত, (বৈরুত : মাতবুআ আলামুল কুতুব) পৃ. ১৪৪।

৪৫১. হালীমে আ-লিল বায়ত, পৃ. ১৪৪।

৪৫২. হালীমে আ-লিল বায়ত, পৃ. ১৪৪।

ইমাম হাসান (রা.) বলেন, কিতাবুল-াহ ও সুন্নাতে রাসূলিল-াহ অবশ্যই অবশ্যই প্রত্যেক শর্ত সংরক্ষণ করে, এরপর সমস্ড় জন সাধারণ তাঁর পবিত্র হাত মোবারকে বায়'আত গ্রহণ করেন।

ঐ মাসেই ইমাম হাসানের হাতে আনুমানিক চলি-শ হাজার মানুষ বায়'আত গ্রহণ করেন।

তাঁর এ খেলাফত ছয় মাস স্থায়ী হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, তাঁর এ খেলাফত সাত মাস এগার দিন স্থায়ী হয়েছিল। এর পর রবিউল আওয়াল মাসে কয়েকটি শর্তের উপর তিনি আমীরে মু'আবিয়া (রা.)-এর সাথে সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে খেলাফত থেকে সরে দাড়ান।

হাদীসের আলোকে ইমাম হাসান (রা.) :

ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রা.)কে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম খুবই ভালবাসতেন, তাঁদের সাথে ঘোড়া ঘোড়া খেলতেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম সিজদায় গেলে তাঁরা তাঁর গর্দান মোবারকে উঠে বসতেন, সেজন্য নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে সিজদা লম্বা করতে হতো, তিনি তাঁদেরকে আদর করতেন, চুম্বন করতেন। তাঁদের ভালবাসায় ক্রন্দন করতেন। এমন প্রিয় নাতীর ফযীলতের উপর তিনি অনেক হাদীস এরশাদ করেছেন।

হাদীস নং-১

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ইমাম হাসান সম্পর্কে এরশাদ করেন,[৪৫৩] اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهٗ فَاَحِبَّهٗ وَاَحْبِبْ مَنْ يُّحِبُّهٗ

"ওহে আল-াহ! আমি তাকে ভালবাসি, আপনিও তাকে ভালবাসুন এবং তাকেও ভালবাসুন যে তাকে ভালবাসে"।

আহলে বায়তে রাসূলকে মুহাব্বত এমন নেয়ামত যাতে সে ব্যক্তিও আল-াহর প্রিয় বান্দা হয়ে যায়।

হাদীস নং-২

---

[৪৫৩]. ইমাম মুসলিম : আল-জামি', খ.২, পৃ. ২৮২; হাদীস নং-২৪২১।

হযরত বারা ইবন 'আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে দেখলাম যে, তিনি ইমাম হাসান (রা.)কে কোলে বসায়ে রেখেছেন এবং বলেছেন,[৪৫৪]

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُحِبُّهٗ فَاَحِبَّهٗ

"ওহে আল-াহ! আমি তাকে ভালবাসি, আপনিও তাকে ভালবাসুন"।

হাদীস নং-৩

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৪৫৫]

مَنْ اَحَبَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ فَقَدْ اَحَبَّنِیْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمَا فَقَدْ اَبْغَضَنِیْ

"যে ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইনকে ভালবাসে সে আমাকেই ভালবাসল, যে তাদেরকে ঘৃণা করবে, সে আমাকেই ঘৃণা করবে"।

উক্ত হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইনকে ঘৃণা করার, কিংবা শত্রুতামী করার কিছু লোকও থাকবে, সুতরাং ঈমানের দাবী করলে উভয়ের প্রতি ভালবাসাও থাকা চায়।

হাদীস নং-৪

হযরত 'আবদুল-াহ ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত,[৪৫৬] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ইমাম হাসান (রা.)কে আপন গর্দান মোবারকে তুলে নিলেন, তখন এক ব্যক্তি বললেন,

نِعْمَ الْمَرْكَبُ رَكِبْتَ يَا غُلَامُ

"ওহে বৎস! তুমি কতই না উত্তম সাওয়ারীর উপর সাওয়ার হয়েছ"।

একথার উত্তরে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম বলেন, نِعْمَ الرَّاكِبُ "সাওয়ারী তো কতই না উত্তম" দুনিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান, মর্যাদা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর জন্য, যিনি আরশ আযীম, লা-মাকানে

---

[৪৫৪]. ইমাম বুখারী : আল-জামি', খ. ১, পৃ. ৫৩০; ইমাম মুসলিম : প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২৮২; হাদীস নং-২৪২২।

[৪৫৫]. ইমাম ইবন মাজাহ : সুনান, পৃ. ১৩।

[৪৫৬]. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৮।

আল-াহর সাথে দিদার করেছেন, এমন নবীর গর্দানে ইমাম হাসান, দৃশ্যটি কতই না সুন্দর, অতি চমৎকার, ওহে ইমাম হাসান আপনার প্রতি লাকো সালাম।

হাদীস নং-৫

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত,[৪৫৭]

لَمْ يَكُنْ اَحَدٌ مِّنْهُمْ اَشْبَهَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

“নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে হাসান ইবন ‘আলীর চেয়ে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ অপর কোন ব্যক্তি ছিলেন না”।

হাদীস নং-৬

হযরত আবূ হুজায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত,[৪৫৮] আমি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে দেখেছি,

فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ

“ইমাম হাসান ইব্ন ‘আলীর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ”

মূলত: ইমাম হাসান (রা.)-এর চেহরা মোবারক নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন, সে জন্য সকলে তাঁকে “শবীহে রাসূল” উপাধীতে ডাকতেন।

হাদীস নং-৭

হাফিয আবূ নু‘আইম (রা.) থেকে বর্ণিত,[৪৫৯] তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রা.) থেকে বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আমাদেরকে সাথে নিয়ে নামায আদায় করছেন এমন সময় ইমাম হাসান (রা.) আগমন করলেন, কখনো তিনি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর কোমর মোবারকে কখনো গর্দান মোবারকে সাওয়ার হয়ে যাচ্ছেন, তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম খুব আস্ড়ে আস্ড়ে তাকে সরায়ে দিলেন, এমন ভাবে যাতে তিনি পড়ে না

---

[৪৫৭]. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৮।

[৪৫৮]. ইমাম তিরমিযী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৮।

[৪৫৯]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

যান। যখন নামায থেকে অবসর হলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন,

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا رَأَيْنَاكَ تَصْنَعُ بِهٰذَا الصَّبِيِّ شَيْئًا مَارَأَيْنَاكَ تَصْنَعُهُ بِاَحَدٍ

“ওহে আল-াহর রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম! এই শিশুর সাথে আপনাকে এমন কিছু করতে দেখলাম যা আপনাকে অপর কারো সাথে করতে দেখিনি”।

তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ ফরমান,

اِنَّ هٰذَا رَيْحَانَيِّ وَ اِنَّ هٰذَا ابْنِيْ سَيِّدٌ وَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يُّصْلِحَ بِهٖ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

“এই শিশু হলো আমার খোশবো, আমার এই সন্তান সরদার, অতিশীঘ্রই এর মাধ্যমে আল-াহ দু’দলের মুসলমানের মাঝে সন্ধি-চুক্তি করিয়ে দিবেন”।

বাস্তবেই হযরত আমীরে মু‘আবিয়া (রা.) ও ইমাম হাসান (রা.) উভয়ে সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে মুসলিম জাহানকে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ থেকে রেহাই দিয়ে ছিলেন।

হাদীস নং-৮

হযরত ইবন সা‘দ (রা.) হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন ‘আবদুর রহমান ইবন সুবায়র (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, যে হাদীসের শেষাংশের বর্ণনা এরূপ-[৪৬০] আমি ইমাম হাসান (রা.)কে আসতে দেখলাম আর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম সাজদা অবস্থায় ছিলেন, ইমাম হাসান নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর গর্দান মোবারকে উঠে পড়লেন, তিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী নামলেন, অনুরূপভাবে আমি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-ামকে রুকু‘র অবস্থায় দেখলাম তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ইমাম হাসান আসা-যাওয়া করার জন্য দু’পা ফাঁক করে দিলেন।

---

[৪৬০]. ইবন হাজর মক্কী : আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, পৃ. ১৩৮।

এ ধরনের মুহাব্বত এবং মায়া কারোই জন্য প্রযোজ্য হয়নি, কেবল মাত্র ইমাম হাসান (রা.)-এর জন্য নানার ভালবাসা, নামায আল-াহর জন্য সেখানেও নবীজি হাসানের মুহাব্বতের গুর“ত্ব দিয়েছেন।

হাদীস নং-৯

‘আল-ামা মুসা মুহাম্মদ ‘আলী (রহ.) আপন কিতাব “হালীমে আ-লিল বায়ত” গ্রন্থে ‘আল-ামা সাফুরী (রহ.) “নুযহাতুল মাজালিস” গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,[৪৬১]

“হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি যখনিই ইমাম হাসান (রা.)কে দেখি তখনি আমার চোখ দিয়ে পানি বের হয়। ইহা এ জনেই যে, একদিন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর কোল মোবারকে ইমাম হাসান বসে আছেন, আর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম দাড়ী মোবারক নিয়ে খেলা করছেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আপন থুথু মোবারক ইমাম হাসানের মুখে দিচ্ছেন আর বলছেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهٗ فَاَحِبَّهٗ وَاَحِبَّ مَنْ يُّحِبُّهٗ ثَلاَ ثًا

“ওহে আল-াহ ! নিশ্চয় আমি তাকে ভালবাসি, আপনিও তাকে ভালবাসুন। আর যারা তাকে ভালবাসে তাকেও আপনি ভালবাসুন” এরূপ তিন বার বলেছেন।

উলে-খ্য যে, শিশুদের ভালবাসা, আদর করা, মুহাব্বতের সাথে চুম্বন করা আমার নবীর সুন্নাত। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,[৪৬২]

اَكْثِرُوْا مِنْ تَقْبِيْلِ اَوْلاَدِكُمْ فَاِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ قُبْلَةٍ دَرْجَةً

“তোমরা তোমাদের সন্ড়ানদের বেশী বেশী চুম্বন কর, কারণ প্রত্যেক চুম্বনের সাওয়াব আছে”।

‘আল-ামা সাফুরী (রহ.) বলেন,[৪৬৩]

---

[৪৬১]. ‘আল-ামা সাফুরী : নুযহাতুল মাজালিস, খ. ২, পৃ. ২৪৫।

[৪৬২]. ‘আল-ামা সাফুরী : নুযহাতুল মাজালিস, খ. ১, পৃ. ৩৪৮।

[৪৬৩]. ‘আল-ামা সাফুরী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৮।

تَقْبِيْلُ الْيَدِ لِزُهْدٍ اَوْ عِلْمٍ اَوْ شَرَفٍ ، اَوْ صَلَاحٍ سُنَّةٌ

“দুনিয়া বিমুখতার জন্য, জ্ঞানের কারণে, মান-সম্মানের কারণে বা তাকওয়া-পরহেযগারীর কারণে কারো হাত চুম্বন করা সুন্নাত”।

সুতরাং আওলাদে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর হাত চুম্বন করা সুন্নাত ও সাওয়াবের কাজ, মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ।

হযরত ‘আবদুল-াহ ইবনুল মোবারক (রা.) আপন পিতা থেকে তিনি এক বুযুর্গ ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করছেন,[৪৬৪]

ঐ বুযুর্গ ব্যক্তি প্রতি বছর হজ্জ আদায় করেন, তো তিনি একদিন পাঁচশত দিনার নিয়ে হজ্জের মৌসমে বাগদাদের বাজারে মাল-সামগ্রী ক্রয় করার জন্য গমন করেন। তখন একজন মহিলা তাঁকে বললেন, আমি সৈয়্যদ বংশীয় রমণী, আমার ইতিম বাচ্চারা চারদিন যাবৎ খানা খায়নি। ঐ বুযুর্গ সমস্ড় দিনার ঐ মহিলাকে দান করে দিলেন। হজ্জের পরে হাজী সাহেবগণ যখন ফিরে আসলেন, তখন তিনি তাদের দেখতে গেলেন ঐ হাজী সাহেবকে বললেন, আল-াহ আপনার হজ্জ কবূল কর“ন। ঐ হাজীও বললেন, আল-াহ আপনার হজ্জও কবুল কর“ন, এই কথা শুনে ঐ বুযুর্গ ব্যক্তি আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমি তো এই বছর হজ্জে যাইনি।

ঐ রাতেই বুযুর্গ ব্যক্তি স্বপ্নে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর দিদার লাভ করে সৌভাগ্য মন্ডিত হলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম তাকে বলেন,

لَاتُعَجِّبْ اِنِّىْ سَاَلْتُ اللّٰهَ ، اَنْ يَّخْلُقَ مَلَكًا عَلٰى صُوْرَتِكَ فَهُوَ يَحُجُّ عَنْكَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِىْ كُلِّ عَامٍ ـ فَاِنْ شِئْتَ فَحَجَّ وَاِنْ شِئْتَ فَلَا تَحُجَّ

“তুমি আশ্চর্য হইও না, নিশ্চয় আমি আল-াহর নিকট ফরিয়াদ করেছি, তিনি যেন তোমার আকৃতিতে একজন ফেরেস্ড় সৃষ্টি করে দেন, যে তোমার পক্ষ থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ড় প্রতি বছর হজ্জ করতে থাকবে, তুমি ইচ্ছে করলে হজ্জ কর না হয় না করা”।

---

[৪৬৪]. ‘আল-ামা সাফুরী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৬।

হাদীস নং-১০

‘আল-ামা মুসা মুহাম্মদ ‘আলী (রহ.) আপন কিতাব “হালীমে আ-লিল বায়ত” গ্রন্থে[৪৬৫] ইবন হাজর ‘আস্কালানী (রহ.)-এর বিখ্যাত কিতাব “তাহযীবুত তাহযীব” গ্রন্থের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম জা‘ফর সাদিক (রা.) আপন পিতা মুহাম্মদ বাক্বির (রা.) থেকে, তিনি ইমাম যয়নুল আবেদনী (রা.) থেকে, তিনি আপন পিতা ইমাম হোসাইন (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ بِيَدَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ـ فَقَالَ مَنْ اَحَبَّنِىْ وَاَحَبَّ هٰذَيْنِ وَاَبَاهُمَاوَاُمَّهُمَا ، كَانَ مَعِىْ فِىْ دَرَجَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“নিশ্চয় নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইনের হাত ধরে এরশাদ করেছেন, যারা আমাকে ভালবাসবে, আর এই দু’জনকে এবং তাদের পিতাকে, তাদের মাকে ভালবাসবে তারা ক্বিয়ামতের দিবসে আমার সাথে একই স্থানে অবস্থান করবে”।

“আমি সুসংবাদদাতা, ভয়প্রদর্শনকারী প্রদীপ্ত আলোকবর্তিকার সন্ড়ান”-ইমাম হাসান (রা.)-এর ভাষণ :[৪৬৬]

হযরত ‘আলী (রা.) শাহাদাত বরণ করার প্রাক্কালে ইমাম হাসান (রা.) জনতার উদ্দেশ্যে এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন, যা নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

আল-াহ তা‘আলার প্রশংসা ও নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি দরূদ-সালামের পর-

لَقَدْ قَبَضَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ رَجُلًا ـ لَمْ يَسْبِقْهُ الْاَوَّلُوْنَ بِعَمَلٍ وَلَايُدْرِكُهُ الْاٰخِرُوْنَ بِعَمَلٍ كَانَ يُجَاهِدُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ فَيَقِيْهِ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ كَانَ يُوَجِّهُ بِرَايَتِهٖ فَيَكْتِنُهُ جِبْرِيْلُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَ مِيْكَائِيْلُ عَنْ يَسَارِهٖ ثُمَّ بَكٰى ، وَ بَكَى النَّاسُ ـ ثُمَّ قَالَ : اَيُّهَا النَّاسُ اَنَا ابْنُ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ اَنَا ابْنُ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ اَنَا ابْنُ الدَّاعِىْ اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ اَنَا ابْنُ الَّذِيْنَ اَذْهَبَ اللّٰهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِيْرًا ـ اَنَا مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ اَوْجَبَ اللّٰهُ مُحَبَّتَهُمْ وَمَوَدَّتَهُمْ فِىْ كِتَابِهٖ ـ

---

[৪৬৫]. হালীমে আ-লিল বায়ত, পৃ. ১০৬।

[৪৬৬]. ‘আল-ামা আবদুর রহমান সাফুরী : নুযহাতুল মাজালিস, খ. ২, পৃ. ২৪৪; হালীমে আ-লিল বায়ত, পৃ. ১৬৪।

“আজ রাত্রে এমন এক মহান ব্যক্তির রূহ আল-াহ তা‘আলা ক্বব্জ করেছেন, যিনি সৎ কর্মে কেউ তার অগ্রবর্তী হতে পারেনি। পরবর্তী কেউও তাঁর সমকক্ষ হতে পারবে না। তিনি রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর সাহচর্যে থেকে জিহাদ করেছেন, তিনি নিজের জান ও মাল দিয়ে তাঁকে রক্ষা করতেন। আর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম যুদ্ধের ঝান্ডা তাঁর হাতে দিয়ে তাঁকে নেতৃত্বে সমাসীন করেছেন, তাঁর ডানে হযরত জীবরাইল (আ.) বামে মীকাঈল (আ.) দন্ডায়মান থাকতেন।

(ইমাম হাসান (রা.) খুব ক্রন্দন করলেন, তাঁর সাথে উপস্থিত লোকেরাও ক্রন্দন করলেন, তারপর তিনি আবার বললেন, ওহে লোক সকল ! আমি জান্নাতের সুসংবাদদাতা, দোযখের ভয়প্রদর্শনকারী, প্রদীপ্ত আলোকবর্তিকার সন্ড়ান, আমি আল-াহর দিকে আহবানকারীর সন্ড়ান, আমি এমন ব্যক্তিদের সন্ড়ান যাদের থেকে আল-াহ তা‘আলা অপবিত্রতা দূর করে খুব পূতঃপবিত্র করেছেন, আমি আহলে বায়তে রাসূল-তথা নবী পরিবারের সন্ড়ান। যাদেরকে মুহাব্বত করা আল-াহ তা‘আলা সকলের উপর ফরয করেছেন আপন কিতাব আল কুরআনে।

তারপর তিনি কুরআন মজীদের এই আয়াত তেলাওয়াত করেন,

قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى

“ওহে মাহবুব ! আপনি বলুন, “আমি সেটার (রিসালতের প্রচার, উপদেশ দান ও সৎপথ প্রদর্শনের) জন্য তোমাদের নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না। কিন্তু নিকটাত্মীয়তার ভালবাসা (যা তোমাদের উপর অপরিহার্য)

[সূরা শুরা, আয়াত নং-২৬, কানযুল ঈমান পৃ. ৮৬৯]

এই খোৎবা শেষে হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন ‘আব্বাস (রা.) উচ্চ আওয়াজে বলেন, ইনি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর আওলাদ তাঁর প্রতি আনুগত্যের বায়‘আত করে নাও। সবাই তাঁর হাতে বায়‘আত গ্রহণ করলেন।

ইমাম হাসান (রা.) সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন :[৪৬৭]

[৪৬৭]. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : তারীখুল খোলাফা, ১৯০।

ইমাম হাসান (রা.) যখন বক্তব্য দিতেন তখন সকলে মনযোগসহকারে তা শুনতেন। তাঁর কণ্ঠ সুললিত ছিল।

মুহাদ্দিস :

'আল-ামা মূ'মিন শিবলঞ্জী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব "নুর ল আবসার" গ্রন্থে তাফসীর ল ওসীত্ব থেকে ইমাম আবুল হাসান 'আলী ইবন আহমদ ওয়াহেদী (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে,[৪৬৮] যখন ইমাম হাসান মসজিদে নববীতে উপস্থিত হতেন তখন মানুষ তাঁর আশে-পাশে একত্রিত হয়ে যেত কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান আহরণের জন্য।

এক দিনের ঘটনা- এক ব্যক্তি আসলেন তিনি দেখলেন মসজিদে নববীতে এক ব্যক্তি হাদীসে রাসূল পড়াচ্ছেন, তাঁর চতুর্পাশে লোকজন জমায়িত, ঐ ব্যক্তি তাঁকে "শাহেদ" ও "মাশহুদ" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ঐ মুহাদ্দিস উত্তর দিলেন, শাহেদ অর্থ জুমার দিন, মাশহুদ অর্থ আরাফার দিন। এই ব্যক্তি সেখান থেকে উঠে অপর মজলিসে গিয়ে বসলেন, সেখানে অপর এক মুহাদ্দিস হাদিস শিক্ষা দিচ্ছেন, তিনি তাঁকে শাহেদ ও মাশহুদ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, ঐ মুহাদ্দিস উত্তরে বললেন, শাহেদ অর্থ জুমার দিন মাশহুদ অর্থ নাহর তথা কুরবানীর দিন।

অতঃপর সে ব্যক্তি উঠে তৃতীয় অপর মুহাদ্দিসের নিকট গমন করলেন, তাঁকেও শাহেদ ও মাশহুদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তৃতীয় মুহাদ্দিস এর উত্তরে বললেন, শাহেদ দ্বারা নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম আর মাশহুদ দ্বারা ক্বিয়ামতের দিন উদ্দেশ্য।

তিনি বললেন, ওহে প্রশ্নকর্তা তুমি কি কুরআনের এই আয়াত শুননি ?

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا

ওহে অদৃশ্যের সংবাদ দাতা নবী ! আমি আপনাকে শাহেদ-প্রত্যক্ষদর্শী, সুসংবাদদাতা এবং আগত বিপদ আপদ থেকে ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি"। [সূরা আহযাব, আয়াত নং-২৪৫]

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ

"ঐ দিন সবলোক আল-াহর নিকট একত্রিত হবে আর ঐ দিনই মাশহুদ।

---

[৪৬৮]. 'আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

[সূরা হুদ, আয়াত নং-১০৩]

ঐ ব্যক্তি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, ১ম মুহাদ্দিসের নাম কি ?
লোকজন বলল, ইনি হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন ‘আব্বাস (রা.)
ঐ ব্যক্তি আবার জানতে চাইল দ্বিতীয় মুহাদ্দিসের নাম কি ?
লোকজন বলল, ইনি হযরত ‘আবদুল-াহ ইবন ‘উমর (রা.)
ঐ ব্যক্তি আবার জানতে চাইল তৃতীয় মুহাদ্দিসের নাম কি ?
লোকজন বলল, ইনি ইমাম হাসান ইবন ‘আলী (রা.) সুবহানাল-াহ!

ইমাম হাসান (রা.)-এর শাহাদাত :

হযরত ইমাম হাসান (রা.) আমীরে মু‘আবিয়া (রা.)-এর সাথে চুক্তি করার পর মদীনা তৈয়বায় চলে আসেন, সেখানে তিনি দশ বছর অতিবাহিত করেন, এরপর তাঁকে বিষ পান করানো হয়েছিল, এ বিষ পানের কারণে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ইন্নালিল-াহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে‘উন।

ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এ বিষয়ে শক্ত মতবিরোধ রয়েছে যে, তাঁকে কে বিষ পান করালো। কেউ কেউ বলেন, তাঁর স্ত্রী জা‘দাহ বিনতে আশ‘আস ইবন কায়স কিন্দিই বিষ পান করায়েছিল। তাকে ইয়াজিদ (তার উপর আল-াহর লা‘নত) বিষ সরবরাহ করেছিল, অনেকে এ কথা অস্বীকার করেছিল।

এ বিষয়ে সদর˜ল আফাযীল, উস্ড়যুল মুফাসসিরীন ‘আল-ামা সৈয়্যদ ন‘ঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (রহ.) বিষ পান করানো বিষয়ক বর্ণনা সমূহের চুলছেরা বিশে-ষণ করেছেন এবং বলেছেন[৪৬৯] জা‘দাহকে ইমাম হাসান (রা.)-এর স্ত্রী বলা হচ্ছে এবং তার মাধ্যমে ইয়াজিদ (তার উপর আল-াহর লা‘নত) হাসান (রা.)কে বিষ পান করিয়েছে এ বর্ণনার কোন বিশুদ্ধ সনদ পাওয়া যায়নি।

‘উমর ইবন ইসহাক (রহ.) থেকে বর্ণিত,[৪৭০] তিনি বলেন, আমি এবং অপর এক ব্যক্তি ইমাম হাসান (রা.)-এর সেবা শুশ্র˜ষা করার জন্য তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম, আমরা তাঁকে বললাম আপনি কেমন আছেন ? তিনি উত্তরে বললেন, আমার কলিজা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, আমাকে কয়েক বার বিষ পান করানো হয়েছে। কিন্তু শেষবার যে বিষ পান করানো হয়েছে তার তেজক্রিয়া খুবই মারাত্মক।

---

[৪৬৯]. সৈয়্যদ মুহাম্মদ ন‘ঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী : সাওয়ানিখে কারবালা দ্রষ্টব্য।
[৪৭০]. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি দ্বিতীয় দিন তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম, দেখতে পেলাম ইমাম হোসাইন (রা.)কে ইমাম হাসানের শিয়রে বসা আছেন। তিনি বললেন, ভাইজান ! আপনাকে কে বিষ পান করিয়েছে ? ইমাম হাসান (রা.) বললেন, কেন ? তাকে হত্যা করবে ? ইমাম হাসান (রা.) বললেন, আমি যাকে ধারণা করছি সে নাও হতে পারে। সুতরাং ধারণার বশীভূত হয়ে কাউকে হত্যা করা ঠিক হবে না।

তিনি ৪৯/৫০হিজরীর ৫ই রবি'উল আওয়াল শাহাদাত বরণ করেন। তাঁকে জান্নাতুল বক্বীতে আপন দাদী হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ (রা.)-এর পাশে দাফন করা হয়েছে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। তার খিলাফতের স্থায়ীত্ব ছিল ৬ মাস ৫দিন। ইমাম হাসান (রা.) থেকে অনেক কারামাত প্রকাশিত হয়েছিল।

ইমাম হাসান (রা.)-এর স্ত্রীগণ :[৪৭১]

ইমাম হাসান (রা.) সারা জীবন ৯জন স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তাঁরা হলেন,

১. উম্মে বশীর বিনতে মাস'উদ ইবন 'উতবা
২. খাওলা বিনতে মানসুর ইবন রাইয়ান
৩. ফাতিমা বিনতে আবূ মাস'উদ
৪. উম্মে ইসহাক বিনতে তালহা
৫. রামিল-াহ
৬. উম্মুল হাসান
৭. তাকযীয়্যাহ
৮. ইমরাউল কায়স
৯. জা'দাহ বিনতে আশ'আস (রা.)

ইমাম হাসান (রা.)-এর পুত্র সন্ড়ান :

ইমাম হাসান (রা.)-এর বার জন পুত্র সন্ড়ান ছিলেন, তাঁরা হলেন-

---

[৪৭১]. পীর সৈয়্যদ খিদ্বির হোসাইন চিস্ড়ী : খোলাফায়ে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-া পৃ. ৩৮৭।

১. হযরত যায়দ
২. হযরত হাসান মুসান্না
৩. হযরত হোসাইন
৪. হযরত তালহা
৫. হযরত ইসমা‘ঈল
৬. হযরত হামযা
৭. হযরত ইয়া‘কুব
৮. হযরত ‘আবদুল-াহ
৯. হযরত ‘আবদুর রহমান
১০. হযরত আবূ বকর
১১. হযরত ‘উমর
১২. হযরত ক্বাসিম

রাদ্বি আল-াহ তা‘আলা ‘আনহুম।

ইমাম হাসান (রা.)-এর কন্যা সন্ড়ান :

ইমাম হাসান (রা.)-এর পাঁচ কন্যা সন্ড়ান ছিলেন, তাঁরা হলেন-

১. হযরত ফাতিমা
২. হযরত উম্মে সালমা
৩. হযরত উম্মে ‘আবদুল-াহ
৪. উম্মুল হোসাইন রামিল-াহ
৫. উম্মুল হাসান

রাদ্বি আল-াহ তা‘আলা ‘আনহুন্না।

আমীরু◌্ল মু‘মিনীন ইমাম হাসান (রা.)-এর বংশ ধারা সৈয়্যদুনা হাসান মুসান্না ও সৈয়্যদুনা যায়দ (রা.)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে চলমান আছে।

সালাম

وہ حَسَن مجتبٰی، سیّد الاسخیاءؑ ☆ راکبِ دَوشِ عزّت پہ لاکھوں سلام

اَوجِ مہرِ ھُدٰی، موجِ بحرِ نَدٰی ☆ رُوحِ رَوحِ سخاوت پہ لاکھوں سلام

شہد خوارِ لعابِ زبانِ نبی ﷺ ☆ چاشنی گیرِ عصمت پہ لاکھوں سلام

- আ‘লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহ.)

উপসংহার :

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) এর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন যথাক্রমে সৈয়্যদুনা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব, সৈয়্যদুনা হযরত 'উমর ফার"ক্ব, সৈয়্যদুনা হযরত 'উসমান গণী যুন নুরায়ন ও সৈয়্যদুনা হযরত শেরে খোদা মাওলা 'আলী রাদ্বি আল-াহু 'আনহুম। তাঁরা ইসলামের মহান দিকপাল। সারাটি জীবন তাঁরা নবী করীম রউফুর রহীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর আনুগত্য করে গেছেন। তাঁকে আন্ড়রিকভাবে ভালবেসেছেন। হেদায়তের আলোকবর্তিকাস্বরূপ বিপদগামী মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁদেরকে আল-াহ তা'আলা এমন প্রভাব ও শক্তি দিয়েছেন যাঁদের ভয়ে পারসিক ও রোম সাম্রাজ্যের অধিপতিগণ প্রকম্পিত হতো। সর্বশেষে তাঁদের হাতেই ইয়াহুদি, নাসারা, অগ্নি উপাসক ও মুনাফিক বেঈমানের জবনিকা ঘটেছিল। তাঁদের হাতেই ইসলামের সোনালী ইতিহাস রচিত হয়েছে। তাঁরা শ্রেষ্ঠ যোগের শ্রেষ্ঠ মানুষ, সিংহ পুর"ষ। তাঁদের মাধ্যমে শরী'আতের হুকুম-আহকাম বিশ্বজনিনতা ও সার্বজনিনতা পেয়েছে। তাঁদের হাতেই অসংখ্য পথহারা মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্রের সফল রাষ্ট্রনায়কও তাঁরা। তাঁদের শাসন ব্যবস্থা ছিল ইনসাফ ভিত্তিক। সারা পৃথিবীর জন্য তাঁরা অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব-মডেল। তাঁদের জীবনাদর্শ আমাদের জন্য পাথেয়। তাঁরা ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সন্ড়ান। ইসলামের

ইতিহাসের সোনালী পাতায় তাঁদের জীবনাদর্শ, অবদান ও কীর্তি সোনালী অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁদের কার্যকলাপের উপর আল-াহ তা'আলা ও তাঁর প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম সন্তুষ্ট, তাঁরাও আল-াহ ও রাসূলের উপর সন্তুষ্ট। সবচেয়ে শুকরিয়ার বিষয় হল অদৃশ্যের সংবাদ দাতা নবী, সমস্ত সৃষ্টির মূল নবী তাঁদের জান্নাতের শুভ সংবাদ দিয়ে গেছেন। এমনকি তাঁরা কি অবস্থায় ইন্তিকাল করবেন সে কথাও বর্ণনা করে গেছেন। এমন দয়া ও মায়ার নবীর প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক।

এ সমস্ত মহা মানবদের সম্পর্কে মহান আল-াহ তাঁর প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম অসংখ্য, অগণিত ফদ্বীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর দলীল ভিত্তিক বর্ণনাই হলো এ **খোলাফায়ে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম।**

তাঁদের সম্পর্কে বর্ণিত কুরআন মজিদের আয়াত সমূহ এবং হাদীস শরীফ সমূহ তেলাওয়াত করলে পাঠকের অন্তরে তাঁদের প্রতি আন্তরিক মুহাব্বত ও ভালবাসা বৃদ্ধি করবে, চক্ষু শীতল করবে। সঠিক ঈমান 'আক্বীদা-বিশ্বাসের নির্যাস লাভ করবে। ইহকালীন সুখ-সমৃদ্ধি ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত হবে।

ইসলামের জন্য তাঁদের ত্যাগ-তীতিক্ষা অবিস্মরণীয়, মুসলিম জাতি তাঁদের প্রতি চির-কৃতজ্ঞ। তাঁদের অবদান চির-ভাস্বর, চির-জাগরূক। তাঁদের সম্পর্কে লিখে শেষ করা যাবে না।

পরিশেষে এ কথা বলা যায়-নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর উজ্জ্বল নক্ষত্রতুল্য, সত্যের মাপকাঠি, মহান চরিত্রের অধিকারী সাহাবায়ে কেরাম বিশেষ করে খোলাফায়ে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম-এর জীবনাদর্শ আমাদের জীবনের পাথেয়। আল-াহ তাঁদের প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম রহমত বর্ষণ করূন। আমীন! তাঁদের রূহানী ফয়ূযাত ও বরকাত আমাদের নসীব করূন। আমীন ! বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম।

অধম লেখক
ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম
৪ শা‘বান ১৪৩৮ হি.
১ মে ২০১৭ খৃ.

গ্রন্থপঞ্জি

১. আ‘লা হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযাখান বেরলভী : কানযুল ঈমান (বঙ্গানুবাদ : আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান-১১শ প্রকাশ,২০১৩, প্রকাশনায় : চট্টগ্রাম ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী।)

২. ইমাম খাযিন : তাফসীরে খাযিন

৩. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দনি মুরাদাবাদী : খাযাইনুল ইরফান বঙ্গানুবাদ, আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, কানযুল ঈমানের পার্শ্ব তাফসীর বিশেষ।

৩. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দনি মুরাদাবাদী : সাওয়ানিখে কারবালা

৪. মোল-া জিওয়ান : তাফসীরে আহমদী

৫. ইসমা‘ঈল হক্কী : রূহুল বয়ান

৬. কাযী সানাউল-াহ পানি পথী : আত-তাফসীরু-ল মাযহারী (বেলুচিস্ড়ান বুক ডিপো মসজিদ রোড কুয়েটা)

১২. ইবন কাসীর : তাফসীর (লাহোর : আমজাদ একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত)

৬. পীর সৈয়দ খিদ্বির হোসাইন চিশতী : খোলাফায়ে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম (কুটেলা সারং শরীফ : শাহ চেরাগ একাডেমী)

৭. ইমাম বগভী : মুআলিমুত তানযীল (মুলতান থেকে প্রকাশিত)

৮. ইবন হাজর মক্কী : আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা (মুলতান থেকে প্রকাশিত)

৯. ইমাম বুখারী : আল জামি‘ আস সহীহ

১০. ইমাম মুসলিম : আল-জামি‘ আস-সহীহ (করাচী : সা‘ঈদ কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশীত)

১১. ইমাম তিরমিযী : আল-জামি‘ আস-সহীহ (করাচী : সা‘ঈদ কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশনী)

২. ‘আল-ামা শিবলঞ্জী : নুর ল আবসার ফী মানাক্বিবে আ-লে বায়তিন নবীয়্যীল মুখ্‌তার, (মিশর থেকে প্রকাশিত)

৩. ‘আল-ামা ইউসুফ ইবন ইসমা‘ঈল নাবহানী : আশ-শারফুল মুআব্বাদ লিআ-লে মুহাম্মদ (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল-াম)

৪. ইমাম নসফী : শরহে আক্বাইদ,

৫. আল-কামুস আল-জদীদ (আরবী-উর্দু)

১. আল-মুনীর (আরবী-বাংলা)

১. আল-মু‘জামুল ওয়াফী (আরবী-বাংলা)

১. আল-কামুসুল মুহীত

১. লিসানুল আরব

১. ইব্‌ন হাজর আসক্বালানী : আল-ইসাবা ফী তামীযীস সাহাবা,

১. ড. মাহমূদ আত-তাহহান : তাইসীর মুস্ড়লাহিল হাদীস

১. ইবনুস সালাহ (রহ.) : মুকাদ্দামা

১. শিব্বির আহমদ উসমানী : ফতহুল মুলহীম

১. ইবনুজ জাওযী : তালকীহু ফুহসি আহলিল আসার

১. ওলিউদ্দীন আল-খতবি : মিশকাত শরীফ

১. হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ আজিজুর রহমান : শ্রেষ্ঠ নবীর-শ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.)

১. সৈয়্যদ মাহমুদ আলুসী : রূহুল মা‘আনী,

১. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : আদ-দুরর ল মনসূর,

১. তাফসীরে মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাক্বায়িকুত তা’বীল,(লেবানন : দার ল কিতাবিল আরবীয়্যা থেকে প্রকাশিত);

১. ইমাম আবূল বারাকাত নফসী : তাফসীরে নফসী আলা হামিশিল খাযিন

১. ইমাম ইবন মাজাহ : আস-সুনান,

১.‘আল-ামা মুহাম্মদ আবদুস সালাম রেজভী : শাহাদাতে নাওয়াসায়ে সৈয়্যদিল আবরার,

১. মুহিব্ব ত্বাবারী : আর-রিয়াদুন নদ্বরাতু ফী মানাক্বিবিল ‘আশরাহ,

১. ইবন সা‘দ : আত্ব ত্ববক্বাত

১. ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম : আ-লে রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়াসাল-াম

১. ‘আল-ামা ‘আবদুর রহমান সাফূরী : নুযহাতুল মাজালিস,

১. জালালূদ্দীন সুয়ূত্বী : তারীখুল খোলাফা

১. জালালূদ্দীন সুয়ূত্বী : আল খাসায়িসুল কুবরা

১. মুহাম্মদ ইবন ‘আলী আস-সাব্বান : রিসালাতুস সাব্বান

১. মুহাম্মদ রেযা : আল-ইমাম ‘আলী ইবন আবী তালিব রাবিউল খুলাফায়ির রাশিদীন, (বৈর ূত ও দামিস্ক : মাত্ববুয়া দার ুল হিকমা)
১. কাওকাবুদ দুররি ফী ফাদ্বায়িলে ‘আলী
১. ইমাম আহমদ : আল মুসনাদ
১. ‘আল-ামা ‘আবদুর রহমান জামি : শাওয়াহিদুন নবুয়্যত
১. শায়খ মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর আসফুরী : আল-মাওয়ায়িযুল ‘আসফুরীয়্যা
১. তরজুমানুস সুন্নাহ
১. ‘আল-ামা মুসা মুহাম্মদ ‘আলী : হালীমে আ-লিল বায়ত, (বৈর ূত : মাতবুআ আলামুল কুতুব)